উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

MLD

রাজনৈতিক দল গড়লেন মাস্ক ▸▸ ৭

আর্থিক বৈষম্য নিয়ে সরব গড়করি

মোদি জমানায় দারিদ্র্য দ্রুত কমেছে বলে বারবার দাবি করে বিজেপি। কিন্তু কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নীতিন গড়করি দাবি করেছেন ভারতে আর্থিক বৈষম্য ক্রমশ বাড়ছে। ▸▸ ৭

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

মালদা		রায়গঞ্জ		বালুরঘাট		শিলিগুড়ি	
সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
৩৩°	২৬°	৩৪°	২৬°	৩৩°	২৬°	৩৪°	২৫°

জগন্নাথের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ দলের অন্দরেই ▸▸ ৫

২২ আষাঢ় ১৪৩২ সোমবার ৫.০০ টাকা 7 July 2025 Monday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 50

সময়ের কথা

উত্তরের নাট্যচর্চায় আশাভঙ্গের হাহাকার

অতনু গঙ্গোপাধ্যায়

গঙ্গার উত্তর পারবরাবর জনসমষ্টির শাখা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে নাট্যকৃষ্টির একটি বড় সম্পর্ক আছে। মালদা থেকে একটি শাখা বালুরঘাট পর্যন্ত এবং আরেকটি শাখা উত্তর দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি হয়ে কোচবিহার পর্যন্ত বিস্তৃত। উত্তরের জেলাগুলির মধ্যে একমাত্র কোচবিহার শহরের নাট্যচর্চার ইতিহাস ষোড়শ শতাব্দীর এবং রাজনুগ্রহে, কিন্তু উত্তরবঙ্গের অন্যান্য জেলা সদর এবং গঞ্জগুলিতে আধুনিক নাটকের প্রাণসঞ্চার ঘটে অষ্টাদশ শতাব্দীতে জমিদার বা বড় জোতদারদের হাত ধরে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি জেলা সদরের অফিস, কাছারির কর্মচারী, কোর্টের আইনজীবী, চা বাগানের দেশি সাহেব, ছোট শিল্প মালিক, ছোট-বড় জোতদারের দ্বারা সামাজিক 'বাবু' কালচারের পৃষ্ঠপোষকতায় নাট্যদল গড়ে উঠতে থাকে। এই কালচারের রেশ গত শতাব্দীর শেষ ভাগ পর্যন্ত ছিল। তখন নাটকের বিষয়বস্তু পুরাণ গল্পপ্রধান কিন্তু দর্শকের ঢল ছিল প্রচুর। উত্তরবঙ্গের নাটকের দলগুলিতে সামাজিক, রাজনৈতিক বা বিদেশি নাটকের অনুবাদের নাট্য অনুশীলন শুরু হয় মোটামুটি ষাটের দশক থেকেই। জেলা শহরগুলিতে শরণার্থী ভিড় বা কাজের সুযোগের জন্য গ্রামের বাস উঠিয়ে প্রচুর মানুষ চলে আসেন। সেই সময় তাঁরাই নাটকের অভিনেতা ও দর্শক। নতুন নাটকের অনেক স্বর্ণরজনী পার করে জলপাইগুড়ি শহরের ফ্রেন্ডস ড্রামাটিক ক্লাব বা বালুরঘাটের নাট্যমন্দির আজ শতাব্দীপ্রাচীন নাট্যচর্চার কেন্দ্র হয়েও প্রায় মূক ও বধির। বরং উত্তরের জেন-ওয়াই প্রজন্ম এই সময়ে আধুনিক নাটকের অভিমুখকে আরও বেশি ধারালো করে তুলেছে। অত্যাধুনিক ও শিল্প প্রকৌশলী নাট্য রূপায়ণ এবং তার সঙ্গে সাব-অল্টার্ন কালচারের সংমিশ্রণ যেমন- নাটকে মালদার গম্ভীরা, কোচবিহারের ভাওয়াইয়া গান কিংবা দিনাজপুরের রাজবংশী গ্রামীণ লোককথার, লোকনৃত্যের ব্যবহার নাটককে উপস্থাপিত করানোর মাধ্যমে আধুনিক নাটকের সামাজিক আবেদনের মুখকে আরও প্রসারিত করেছে।

শহর বা মফফসলের মধ্যবিত্তের সংগঠিত কাঠামোকে মজবুত করার উপাদানের মধ্যে নাট্যচর্চার অনেক অবদান। এই সময়ে উত্তরের জেলাগুলির মধ্যে জলপাইগুড়ির মুক্তাঙ্গন, উজান, দর্পণ, রূপায়ণ, কোচবিহারের ইন্দ্রায়ুধ, কম্পাস, আইপিএ, অনুভব, শিলিগুড়ির শিল্পতীর্থ, কালিয়াগঞ্জের নজমু, রায়গঞ্জের রাইনা, রায়গঞ্জ ইনস্টিটিউট, ছন্দম কুশমণ্ডি ব্লকে, বুনিয়াদপুর সহচলি, বালুরঘাটের নাট্যকর্মী, সমমন,

এরপর দশের পাতায়

ওলি পোপকে ফিরিয়ে উল্লাস বাংলার রনজি দলের পেসার আকাশ দীপের। দ্বিতীয় ইনিংসে ৬ উইকেট নিয়ে তিনি ভারতের জয়ের রাস্তা গড়ে দেন।

আকাশ দীপের স্বপ্নের বোলিংয়ে শাপমোচন

ভারত-৫৮৭ ও ৪২৭
ইংল্যান্ড-৪০৭ ও ২৭১
(ভারত ৩৩৬ রানে জয়ী)

বার্মিংহাম, ৬ জুলাই : অবশেষে প্রতীক্ষার অবসান।

অভিশপ্ত বার্মিংহামে শাপমোচন ভারতীয় ক্রিকেটের। নবম প্রচেষ্টা, কয়েক দশকের অপেক্ষায় ইতি টেনে বার্মিংহামে প্রথমবার ইংল্যান্ড-বধ। ব্রাইডন কার্সের ক্যাচ শুভমান গিলের হাতে জমা পড়তেই নতুন ইতিহাস তৈরি। অতীতে কোনও ভারতীয় দল যা পারেনি, সেটাই করে দেখাল তরুণ ব্রিগেড।

মুখভার আকাশ, বৃষ্টি-কাঁটার প্রাচীর সরিয়ে রূপকথার জয়ের নেপথ্যেও আকাশ--আকাশ দীপ। টেস্ট কেরিয়ারে ইনিংসে আকাশের (৯৯/৬) প্রথম হাফডজন, ম্যাচে দশ শিকারে (১৮৭/১০) ভেঙে চুরমার বার্মিংহামকে ঘিরে আশঙ্কার-মিথ। সুইং, নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ের দুরন্ত প্রদর্শনীতে অন্ধকার অতীত সরিয়ে দীপ হয়ে জ্বললেন।

প্রথম ইনিংসে মহম্মদ সিরাজের হাফ ডজনের পাশে চার উইকেট নিয়েছিলেন আকাশ। আজ হাফডজন। জসপ্রীত বুমরাহর অভাব ঢেকে দুরন্ত জয়ে অন্যতম নায়ক হয়ে ওঠা। গতকাল শেষবেলায় বেন ডাকেট ও জো রুটের উইকেট ছিটকে দেন। আজ নির্ণায়ক দিনে ওলি পোপ, হ্যারি ব্রুক, জেমি স্মিথের সঙ্গে শেষ ব্যাটার ব্রাইডন কার্স।

মূলত আকাশের দাপটে ভারতের ৬০৮ রানের চ্যালেঞ্জের অনেক আগে ২৭১-এ মুখ থুবড়ে পড়ে থ্রি লায়ন্সের যাবতীয় হুংকার। ৩৩৬ রানের রেকর্ড জয়ে হেডিংলে হারের প্রত্যাঘাত। সিরিজ ১-১ করার উন্মাদনা নিয়ে লর্ডসের তৃতীয় টেস্টে নামার আস্ফালন শুভমানদের।

অথচ, দিনের শুরুটা হয়েছিল শুভমানদের 'ছটফটানি' বাড়িয়ে দেওয়া বৃষ্টিতে। সকাল থেকেই বরুণ দেবের জমিয়ে 'ব্যাটিং'। সাজঘরের ব্যালকনিতে বসে আকাশপানে চেয়ে থাকা। ১ ঘণ্টা ৪০ মিনিটের লম্বা প্রতীক্ষা শেষে খেলা শুরু এবং ধাপে ধাপে লক্ষ্যে পৌঁছোনো।

বৃষ্টিতে সমীকরণ বদলে যায়। ৮০ ওভারে দরকার বাকি সাত উইকেট। আকাশের সৌজন্যে অপেক্ষা দীর্ঘ হয়নি। দিনের চতুর্থ ওভারেও ওলি পোপ (২৪) আউট। পরের ওভারে বিপজ্জনক হ্যারি ব্রুককও (২৩)। জোড়া ধাক্কায় রিংটোন সেট করে দেন আকাশ। গুলিয়ে দেন ইংল্যান্ডের ড্রয়ের আশা। বাজবলের আস্ফালন ঝেড়ে গতকাল সহকারী কোচ মার্কাস ট্রেসকোথিক জানান, অসম্ভব টার্গেট। তাড়া করা সম্ভব নয়।

বৃষ্টিকাঁটা সরিয়ে ইংল্যান্ড-বধ

চতুর্থ দিনের শেষবেলায় ইংল্যান্ডকে ৭২/৩ করার পর পিছনের দিকে তাকাতে রাজি ছিল না গৌতম গম্ভীরের দলও। লক্ষ্যপূরণে শুভমানের প্রধান অস্ত্রের দায়িত্বটা আকাশ নিজের কাঁধে তুলে নিয়ে নিয়ন্ত্রিত সুইংয়ে খানখান করলেন ব্রেন্ডন ম্যাককুলামের সাধের বাজবলের কারিগরদের।

প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়ে সুনীল গাভাসকার, চেতেশ্বর পূজারার দাবি, শুভমান নিঃসন্দেহে স্বপ্নের ব্যাটিং করেছে। সংগত কারণে ম্যাচের সেরাও। তবে প্রায় ঘাসহীন পাটা পিচে বাজবলকে চুপসে দিয়ে জয়ের নায়ক আকাশও। প্রথমবার ইংল্যান্ডের খেলার অনভিজ্ঞতা সরিয়ে জো রুট, পোপদের বিরুদ্ধে একের পর এক আনপ্লেয়বল ডেলিভারি! বিস্মিত সানিরাও।

এরপর দশের পাতায়

ক্লাসে ছাত্রীকে শারীরিক হেনস্তা

মনোজ বর্মন

শীতলকুচি, ৬ জুলাই : প্রথমে কসবার ল' কলেজে ছাত্রীকে ধর্ষণের ঘটনা। তারপর জলপাইগুড়ি শহরের একটি বেসরকারি স্কুলে ছাত্রীকে শ্লীলতাহানির অভিযোগ। এবার কোচবিহারের শীতলকুচি ব্লকের ডাকঘরা হাইস্কুলে এক ছাত্রীকে শারীরিক হেনস্তার অভিযোগ উঠল তারই সহপাঠীর বিরুদ্ধে। ঘটনাটি যদিও দিনকয়েক আগেই ঘটেছে। তবে সম্প্রতি সেই ঘটনার ভিডিও ভাইরাল হওয়ার পর তোলপাড় পড়ে গিয়েছে শিক্ষা মহলে। যদিও সেই ভিডিওর সত্যতা যাচাই করেনি উত্তরবঙ্গ সংবাদ। তবে এমন একটি ঘটনা যে ঘটেছে, সেকথা স্বীকার করে নিয়েছে স্কুল কর্তৃপক্ষ। তবে ঘটনায় কাউকে গ্রেপ্তার করেনি পুলিশ। প্রধান শিক্ষকের দাবি, দু'পক্ষকে ডেকে মিটমাট করে নেওয়া হয়েছে।

এই ঘটনার বিষয়ে শীতলকুচি থানার পুলিশ মন্তব্য করতে নারাজ। কোচবিহারে জেলা পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্যের কথায়, 'এই ঘটনার পরে পরিবার দুটি মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছে। নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে ঘটনাটি মীমাংসা করে নিয়েছে।'

সেই ভিডিওয় দেখা গিয়েছে, ছাত্রীটি বাধা দিলে তাকে ঘাড় ধরে ধাক্কা দিচ্ছে সেই অভিযুক্ত। বসার বেঞ্চের মধ্যে ফেলে গলা টিপে ধরছে। এমনকি মেয়েটিকে লাথি মেরে কোনও একটি ঘটনায় ক্ষমা চাইতে নির্দেশ দিচ্ছে সেই ছাত্র। সেই ছাত্রের কঠোর শাস্তির দাবি তুলেছেন স্কুলের অন্য পড়ুয়ার অভিভাবকরা।

ছাত্রীকে মারধরের ঘটনাটি ঘটেছে গত সপ্তাহে বুধবার। বিষয়টি প্রধান শিক্ষকের নজরে পড়লে তিনি বৃহস্পতিবার দুই পড়ুয়ার অভিভাবকদের স্কুলে ডাকেন। সেই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যার স্বামী বুলু বর্মন। প্রধান শিক্ষকের দাবি, তিনি ঘটনার মীমাংসা করে দিয়েছেন।

এরপর দশের পাতায়

মন্ত্রীর সামনেই হাতাহাতি

কর্মীসভায় প্রকাশ্যে তৃণমূলের দ্বন্দ্ব

সৌরভকুমার মিশ্র

হরিশ্চন্দ্রপুর, ৬ জুলাই : একুশে জুলাইয়ের কর্মসূচির প্রস্তুতি সভার মঞ্চে দলীয় কোন্দল যে এভাবে প্রকাশ্যে চলে আসবে, তা হয়তো কল্পনাই করতে পারেননি তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা-কর্মীরা। ঘটনার পর থেকে সবাই বেজায় অস্বস্তিতে। যদিও সংবাদমাধ্যমের সামনে মুখ খুলে শীর্ষ নেতৃত্বের রোষানলে পড়তে নারাজ তাঁরা। এদিকে, প্রশাসনিক কার্যালয়ের হলঘরে রাজনৈতিক দলের কর্মসূচিকে ঘিরে তৈরি হয়েছে বিতর্ক।

বছর ঘুরলেই বিধানসভার মহারণ। তার আগে এটা রাজ্যের শাসকদলের শেষ একুশে জুলাইয়ের শহিদ স্মরণ। রাজ্যজুড়ে জোরদার প্রস্তুতি চলছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গুডবুকে উঠে আসতে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন নেতা, জনপ্রতিনিধিরা। অবশ্যই ভোটের টিকিটের অঙ্ক মাথায় রেখে। রবিবার হরিশ্চন্দ্রপুরের বিধায়ক তথা রাজ্যের মন্ত্রী তজমুল হোসেনের নেতৃত্বে হরিশ্চন্দ্রপুর ২ নম্বর ব্লক প্রশাসনিক কার্যালয়ের হলঘরে প্রস্তুতি সভার আয়োজন করা হয়। সেখানে মন্ত্রী ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন তৃণমূলের হরিশ্চন্দ্রপুর-১ এবং ২ নম্বর ব্লক সভাপতি মর্জিনা খাতুন, জিয়াউর রহমান ও তবারক হোসেন। ছিলেন জেলা পরিষদ সদস্য বুলবুল খান, কিষান খেতমজুর সংগঠনের জেলা সাধারণ সম্পাদক সামিউর রহমান সহ অন্যরা। মন্ত্রী ভাষণ দিতে গিয়ে নাম না করেই জেলা পরিষদের সদস্য বুলবুল খানকে আক্রমণ করে বসেন। তজমুল বলেন, 'এখন নতুন নতুন নেতা উঠে আসছে। অনেকে নিজেকে বড় নেতা ভাবছে। বড় নেতা কীভাবে জেলা পরিষদের টিকিট পেয়েছিল, তা জানি।' পরে মন্ত্রী বলেন, 'আমি বুলবুলকে ভালোবাসি। কাউকে তোয়াক্কা না করলেও বুলবুলকে করি।'

এরপরেই উত্তেজিত হয়ে পড়েন বুলবুল। তিনি চিৎকার করে ওঠেন, 'আমাকে দুই মিনিট বলতে দিতে হবে। উত্তরে কিছু বলতে চাই।' তখন মন্ত্রী-ঘনিষ্ঠ এক নেতা যুক্তি দেন, 'মন্ত্রী তো কারও নাম নেননি। তাহলে আবার বলার কী আছে।' এরপরেই মেজাজ হারিয়ে ফেলেন বুলবুলের অনুগামীরা। কথা কাটাকাটি শুরু হয় তজমুল ও বুলবুল অনুগামীদের মধ্যে। অভিযোগ, বাইরে বেরিয়ে মন্ত্রীর সামনেই দু'পক্ষের অনুগামীরা প্রথমে তর্কাতর্কি ও পরে ধস্তাধস্তিতে জড়ান।

এরপর দশের পাতায়

হরিশ্চন্দ্রপুর ২ নম্বর ব্লকে একুশে জুলাইয়ের প্রস্তুতি সভা। -সংবাদচিত্র

In the Loving Memory

Shri Rabindranath Ghosh
President, Timber Merchants Association, Siliguri
10 May 1951 - 24 June 2025

A man whose life symbolized strength, kindness, and unwavering dedication.
He lived with purpose, led with humility, and left behind a legacy of wisdom and integrity.

We remain inspired by his thoughts, guided by his values,
and forever grateful for the mark he has left in our lives.

Lovingly remembered by

Wife: Jayasree Ghosh
Son: Biswanath Ghosh
Daughter-in-law: Sarika Ghosh
Granddaughter: Ishaya Ghosh
Daughter: Sunita Ghosh
Son-in-law: Praveen Chinthala
Granddaughter: Prisha Chinthala
Grandson: Ishan Chinthala

In Reverence & Remembrance

BNG Construction

জমির চরিত্র বদলে পুকুর ভরাট

দীপঙ্কর মিত্র

রায়গঞ্জ, ৬ জুলাই : রায়গঞ্জ শহরে শতাধিক বছরের পুরোনো পুকুর ভরাটের ঘটনা ঘিরে ফের চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। পুকুরের জমির চরিত্র বদল করে গভীর রাতে মাটি ফেলে ভরাট চলছে। স্থানীয় বাসিন্দারা প্রশাসনের নিষ্ক্রিয়তায় হতাশ। তারা পুকুর ভরাট রুখতে মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ চেয়ে চিঠি পাঠালেন।

রায়গঞ্জের উকিলপাড়ার এক শতাব্দীপ্রাচীন পুকুর ঘিরে এই বিতর্ক। স্থানীয়দের অভিযোগ, এটি পুকুর হিসেবে নথিভুক্ত থাকলেও, অসৎ পথে জমির শ্রেণি বদলে সেটিকে বাস্তুতে রূপান্তরিত করা হয়েছে। গত ৩ জুলাই গভীর রাতে মালিকপক্ষ ডাম্পারের সাহায্যে মাটি ফেলে পুকুর ভরাটের কাজ শুরু করে। এর আগেও একবার গভীর রাতে একাধিক মাটিভর্তি গাড়ি আসায় ঘুম ভেঙে যায় এলাকাবাসীর। প্রতিরোধে তাঁরা রাস্তায় নেমে ডাম্পার ও আর্থমুভার আটকান। স্থানীয় বাসিন্দা কল্যাণী রজক বলেন, 'প্রশাসন ও পুরসভাকে একাধিকবার অভিযোগ জানানো হলেও ভরাট রুখতে কোনও পদক্ষেপ করা হয়নি।'

রায়গঞ্জ পুর প্রশাসকমণ্ডলীর ভাইস চেয়ারম্যান অরিন্দম সরকার বলেন, 'আমরা একবার ওই পুকুর ভরাট বন্ধ করেছিলাম। কিন্তু জমির শ্রেণি পরিবর্তন হয়ে যাওয়ায় এখন আর কিছু করতে পারছি না। মুখ্যমন্ত্রীর হাতেই সবকিছু রয়েছে।'

ওই ওয়ার্ডের পুর কোঅর্ডিনেটর অনিরুদ্ধ সাহা বিষয়টি তাঁর জানা নেই বলে দাবি করেছেন। স্থানীয় বাসিন্দা সুদীপকুমার ঝা বলেন, 'গত তিন মাস ধরে আমরা আন্দোলন চালাচ্ছি। দিনেরবেলায় ভরাট বন্ধ থাকলেও, রাতের অন্ধকারে ফের শুরু হচ্ছে ভরাটের কাজ।' তাঁর আরও অভিযোগ, 'বাসিন্দাদের প্রতিবাদ ঠেকাতে ওই পুকুরের আশপাশে সমাজবিরোধীদের পাহারায় রাখা হয়েছে। ফলে বাসিন্দারা আতঙ্কে রয়েছেন।' স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, রায়গঞ্জের এক চিকিৎসক ওই পুকুরটি কিনে অসাধু উপায়ে জমির শ্রেণি পরিবর্তন করে তা ভরাট করছেন। ওই চিকিৎসকের সঙ্গে একাধিকবার যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তিনি ফোন ধরেননি। ফলে তাঁর প্রতিক্রিয়া মেলেনি।

মুখ্যমন্ত্রীর দ্বারস্থ স্থানীয় বাসিন্দারা

রায়গঞ্জের উকিলপাড়ার এই পুকুর ভরাট ঘিরেই বিতর্ক। -সংবাদচিত্র

এরপর দশের পাতায়

চাহিদা বাড়ায় সরকারি রিসর্টেও সুইমিং পুল

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ৬ জুলাই : ডুয়ার্স, তরাই বা পাহাড়ে লোকে বেড়াতে আসেন জঙ্গল বা পাহাড়ের টানে। কিন্তু সঙ্গে সুইমিং পুলের চাহিদাও বাড়ছে। ভাবটা এমন, থাকার ঘরটা মোটামুটি হোক, আপত্তি নেই। শুধু সুইমিং পুলটা যেন থাকে। আসলে ইউরোপের মতো ডুয়ার্স, পাহাড়ও এখন পুড়ছে গরমে। বেড়াতে এসে পর্যটকরা তাই রিসর্টে সুইমিং পুল আছে কি না খোঁজ করছেন। অনেকে বুকিংয়ের আগে জেনে নিচ্ছেন পুল আছে কি না।

এই চাহিদাতেই পিছিয়ে পড়ছে সরকারি রিসর্টগুলো। বেসরকারি কিছু রিসর্টে সুইমিং পুল থাকলেও সরকারি কোনও রিসর্টে নেই। ডুয়ার্সের লাটাগুড়িতে বেসরকারি রিসর্ট ও হোটেলগুলোয় এই ব্যবস্থা থাকায় প্রচুর বুকিং হচ্ছে। বেসরকারি রিসর্টগুলো উঠে আসছে পর্যটকদের পছন্দের তালিকা। সেই পছন্দের সঙ্গে নিজেদের প্রস্তুত করতে আসরে নামল রাজ্যের পর্যটন দপ্তর।

বেসরকারি রিসর্টের সঙ্গে পাল্লা দিতে মূর্তি এবং শিলিগুড়ি শহরের উপকণ্ঠে মৈনাক টুরিস্ট লজে সুইমিং পুল তৈরি করতে টেন্ডার ডাকল পর্যটন দপ্তর। সুইমিং পুল দুটি তৈরিতে খরচ ধরা হয়েছে ২ কোটি টাকা। যদিও পরিবেশপ্রেমী রাজা রাউতের মতে, 'সুইমিং পুল বানানোর আগে দেখে নিতে হবে সরকারি রিসর্টটি ইকো সেনসিটিভ জোনের মধ্যে পড়ে কি না।'

এই বক্তব্যের কারণ কী? গরুমারা জাতীয় উদ্যানের বাইরে ১৭ কিমি পর্যন্ত এলাকাকে ইকো সেনসিটিভ জোন ঘোষণা করা হয়েছে। যে কারণে কিছুদিন আগে গরুমারা জঙ্গল লাগোয়া ইকো সেনসিটিভ জোনে বেসরকারি রিসর্টে পুল নির্মাণ বন্ধ করে দেয় বন দপ্তর। গরুমারার বিভাগীয় বনাধিকারিক দ্বিজপ্রতিম সেন বলেন, 'জেলা শাসক ইকো সেনসিটিভ জোন

মনিটরিং কমিটির চেয়ারম্যান। এখনও কমিটির বৈঠক হয়নি। তাই জানানো হয়নি। ইকো সেনসিটিভ জোন বিষয়ে বিস্তারিত খোঁজখবর নিয়েছি। কমিটির বৈঠক না হওয়া পর্যন্ত কোনও সিদ্ধান্ত জানানো সম্ভব নয়।'

তবে কোন কোন এলাকা এই জোনে পড়বে, তা নিয়ে প্রশাসন স্পষ্ট কিছু জানায়নি। যদিও পর্যটন দপ্তরের উত্তরবঙ্গের যুগ্ম অধিকর্তা জ্যোতি ঘোষ বলেন, 'মৈনাক ও মূর্তির রিসর্ট দুটি পুরোনো ও জঙ্গলের বাইরে।' রিসর্টগুলোতে এখন যেমন এসির চাহিদা, তেমনই সুইমিং পুলের। সেই চাহিদাকে নজর রেখে তাই উদ্যোগী সরকারও।

সম্প্রীতির মেলবন্ধন চাঁচলে, পরম্পরায় ছেদ পড়েনি আজও

প্রথা অটুট, তাজিয়া কাঁধে লাল্টুরা

সৌম্যজ্যোতি মণ্ডল

চাঁচল, ৬ জুলাই : কিছু আগেই উলটোরথ শেষে জগন্নাথ-বলরাম-সুভদ্রা মাসির বাড়ি থেকে ফিরেছেন রাজবাড়ির ঠাকুরদালানে। তারপরেই নবমীর রাতে সাবেক আমলের দেড়শো বছরের প্রথা মেনে রাজবাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল মহরমের তাজিয়া। রাজা শরৎচন্দ্রের প্রতি সম্মান এবং কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের সঙ্গে অটুট রইল সম্প্রীতির মেলবন্ধন।

এখন আর রাজা নেই, নেই রাজ্যপাটও। ঠাকুরদালান ছাড়া আক্ষরিক অর্থে রাজবাড়িও নেই। কারণ চাঁচল রাজবাড়ির মূল অংশে এখন চাঁচল মহকুমা আদালত বসে। কিন্তু রাজ আমলের বিভিন্ন প্রথা এখনও মানেন স্থানীয়রা। পাহাড়পুরের দুর্গা প্রতিমা বিসর্জনে মুসলিমদের আলো দেখানো হোক বা মহরম, পরম্পরায় আজও পড়েনি ছেদ। শনিবার ঘড়ির কাঁটায় তখন রাত ৮টা। তাজিয়া কাঁধে মিছিল করে রাজবাড়ির সামনে দিয়ে যাচ্ছেন খেলেনপুরবাসী। স্থানীয় ব্যবসায়ী শম্ভু দাস বলেন, 'ছোটবেলা থেকে দেখছি এই প্রথা মানা হচ্ছে। ঠাকুমার মুখে শুনেছিলাম, রাজার আমল থেকে

> দাদু-ঠাকুমাদের মুখে শুনেছি রাজ আমলের এই প্রথার কথা। এর মধ্যে দিয়ে সম্প্রীতি গড়ে উঠছে। খুব ভালো লাগে।
>
> **নীতিন রজক** স্থানীয় বাসিন্দা

এখানে তাজিয়া নিয়ে আসা হয়। রাজা সম্প্রীতির নজির তৈরি করেছিলেন। তা বজায় রাখাই সময়ের দাবি।'

রাজা শরৎচন্দ্রের আমলে মহরমের জন্য আর্থিক সাহায্য চেয়ে দরবারে এসেছিলেন খেলেনপুর এলাকার প্রজারা। সেই অনুরোধ মেনে সাহায্য করেন রাজা। শুধু সে বছর নয়, সারাজীবন তিনি এই সাহায্য করে গিয়েছেন। তাঁর কৃতজ্ঞতায় তাজিয়া তৈরি করে নবমীর রাতে মিছিল করে রাজদরবারে আসতেন খেলেনপুরের মানুষ। রাজা লাঠিখেলা দেখতে ভালোবাসতেন। রাজবাড়িতে তাজিয়া রেখে লাঠিখেলা দেখাতেন মানুষ। খুশি হয়ে উপহারও দিতেন শরৎচন্দ্র। এখন চাঁচল রাজার কোনও উত্তরসূরিও নেই। কিন্তু রাজার প্রতি সম্মান জানানোর প্রথা অটুট রেখেছেন স্থানীয় গ্রামবাসী। চাঁচলের বিধায়ক নীহাররঞ্জন ঘোষও শনিবারের মিছিলে শামিল হন। তিনি বলেন, 'শামিল হতে পেরে খুব ভালো লাগছে।' এদিন কোর্টের সামনে কিছুক্ষণ রাখা হয় তাজিয়া। হয় লাঠিখেলা। স্থানীয় হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষরাও যোগ দেন তাতে। খেলেনপুর মহরম কমিটির সম্পাদক লাল্টু সরকার বলেন, 'রাজার সাহায্যেই আমাদের পূর্বসূরিরা মহরম চালু করতে পেরেছিলেন। ওঁরা প্রথা চালু করেছিলেন। বজায় রাখা আমাদের কর্তব্য।'

চাঁচল মহকুমা আদালতের সামনে মহরমের তাজিয়া। রবিবার।

শ্বশুরবাড়িতে মাথা ফাটল এএসআইয়ের

মণিশংকর ঠাকুর

তপন, ৬ জুলাই : দ্বিতীয়পক্ষের স্ত্রীর সঙ্গে বিবাদ মেটাতে গিয়ে আক্রান্ত পুলিশ আধিকারিক। রবিবার বিকেলে দক্ষিণ দিনাজপুরের তপন ব্লকের দীপখণ্ডা গ্রামে মাথায় চোট পান তপন থানার এএসআই ও মালবাবু গোলাম মর্তুজা। আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে প্রথমে তপন গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পরে অবস্থার অবনতি হলে গঙ্গারামপুর সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে পাঠানো হয়। পরে তাঁকে মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে রেফার করেন চিকিৎসক।

গোলাম তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রী মাম্পি সরকারের সঙ্গে বিয়ের পর তপন ৬ নম্বর চণ্ডীপুর পঞ্চায়েতের গৌরীপুর গ্রামে ভাড়াবাড়িতে থাকছিলেন। ফেব্রুয়ারিতে তাঁরা বিয়ে করেন। দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর সঙ্গে দাম্পত্যজীবন শুরুর কিছুদিনের মধ্যে মনোমালিন্যের শুরু। সমস্যা মেটাতে রবিবার দীপখণ্ডায় শ্বশুরবাড়ি যান গোলাম। কথা কাটাকাটি শুরু হলে মাম্পির পরিবারের লোকজন তাঁর ওপর চড়াও হন বলে অভিযোগ। চিকিৎসক জানিয়েছেন, ১১টি সেলাই পড়েছে গোলামের মাথায়।

ঘটনাস্থলে পৌঁছে অভিযুক্ত মাম্পি, তাঁর মা রোজিনা সরকার ও ভাই রুবেল সরকারকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। মাম্পির বাবা মোখলেস সরকার ও দাদা রশিদুল সরকার পলাতক। ঘটনার তদন্তে নেমেছে তপন থানার পুলিশ। আইসি জনমারি ভিয়ান্নে লেপচা বলেন, 'তিনজন গ্রেপ্তার হয়েছেন। পলাতকদের খোঁজ চলছে।' শুধু পারিবারিক বিবাদ, না অন্য কোনও কারণ আছে, খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

মার খাচ্ছে উৎপাদন

চা বাগানে নয়া আতঙ্ক ব্যাকটিরিয়াল ব্লাইট

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ৬ জুলাই : ডুয়ার্স-তরাইয়ের চা বাগানে এখন নয়া আতঙ্ক ব্যাকটিরিয়াল ব্লাইট। ওই রোগে আক্রান্ত হওয়ার পর হেক্টরের পর হেক্টর চা গাছের কচিপাতা শুকিয়ে যাচ্ছে। ফলে সেখান থেকে আর উৎপাদন মিলছে না। রোগ নিয়ন্ত্রণে কোনও রাসায়নিক বা ওষুধও নেই। এর পাশাপাশি রেড রাস্ট ও ফিউসেরিয়াম নামে আরও দু'ধরনের রোগ নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে চা বণিকসভা টেরাই ইন্ডিয়ান প্ল্যান্টার্স অ্যাসোসিয়েশন (টিপা)-এর তরফে প্রেস বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে। মালিকপক্ষের অন্য সংগঠনগুলিও একই কথা জানাচ্ছে।

টিপা-র চেয়ারম্যান মহেন্দ্র বনসল বলেন, 'চা গাছে আগে যে সমস্ত রোগ কালেভদ্রে দেখা যেত, তা এখন সর্বত্র ছেয়ে গিয়েছে। ব্যাকটিরিয়াল ব্লাইট তো দুঃস্বপ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে। চা শিল্পের জন্য যেসব অনুমোদিত রাসায়নিক রয়েছে, তা কোনও কাজে আসছে না। নতুন কিছু রাসায়নিক এখনও অনুমোদনের অপেক্ষায়। আমাদের দাবি, সেগুলি ব্যবহারের জন্য জরুরিভিত্তিতে ছাড়পত্র দেওয়া হোক।'

এদিকে, এবারের মে ও জুন মাসে গতবারের থেকে উৎপাদন একধাক্কায় ৫০ শতাংশ কমে গিয়েছে। ইন্ডিয়ান টি প্ল্যান্টার্স অ্যাসোসিয়েশন (আইটিপিএ)-এর ডুয়ার্স শাখার সম্পাদক রামঅবতার শর্মার বক্তব্য, 'একদিকে প্রতিটি নিলামে চায়ের দাম নিম্নমুখী, অন্যদিকে উৎপাদন কমছে। আগামীতে কীভাবে এই শিল্প টিকে থাকবে, সেটাই এখন লাখ টাকার প্রশ্ন।' চা গবেষণা সংস্থার (টিআরএ) সদর কার্যালয় অসমের টোকলাই কেন্দ্রের পতঙ্গবিদ ডঃ সোমনাথ রায় বলছেন, 'হেলোপেলটিস, গ্রিন ফ্লাই, থ্রিপসের মতো শোষক পোকার হামলা এবার লাগামছাড়া। যে কারণে ব্যাকটিরিয়াল ব্লাইটের মতো রোগ ছড়াচ্ছে। এতে চা গাছের কুঁড়ি শুকিয়ে যায়। দমন করার জন্য প্রয়োজন অ্যান্টিবায়োটিক জাতীয় রাসায়নিক। যা এখনও চা বাগানের জন্য অনুমোদিত নয়। তবে নতুন কিছু রাসায়নিক রয়েছে যেগুলি ব্যবহারে সবুজ সংকেত মিললে সমস্যা থেকে মুক্তি সম্ভব।' পরিস্থিতি যে উদ্বেগজনক, তা মেনে নিয়েছেন টিআরএ-র তরাই শাখার অ্যাডভাইজারি অফিসার ডঃ তৃণা মণ্ডলও।

ব্যাকটিরিয়াল ব্লাইটের কারণে এমনই দশা হচ্ছে দুটি পাতা একটি কুঁড়ির।

> ব্যাকটিরিয়াল ব্লাইট তো দুঃস্বপ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে। চা শিল্পের জন্য যেসব অনুমোদিত রাসায়নিক রয়েছে, তা কোনও কাজে আসছে না। নতুন কিছু রাসায়নিক এখনও অনুমোদনের অপেক্ষায়। আমাদের দাবি, সেগুলি ব্যবহারের জন্য ছাড়পত্র দেওয়া হোক।
>
> **-মহেন্দ্র বনসল** চেয়ারম্যান, টিপা

পর্যটন ব্যবসায়ীদের নতুন সংগঠন

শুভদীপ শর্মা

লাটাগুড়ি, ৬ জুলাই : উত্তরবঙ্গে পর্যটনের প্রসার এবং অনলাইন বুকিংয়ের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা আনতে রবিবার লাটাগুড়িতে 'নর্থবেঙ্গল হোটেল অ্যান্ড হোমস্টে ওনার্স অ্যান্ড ট্রাভেল এজেন্ট গ্রুপ' নামে নতুন সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হল। পর্যটকদের নিরাপত্তা দিতে হেল্পলাইন নম্বর চালু সহ একাধিক পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। উত্তরবঙ্গে পর্যটন বাড়াতে কাজ করাই হবে প্রধান লক্ষ্য, জানিয়েছেন নতুন সংগঠনের কর্মকর্তারা।

কখনও অনলাইনে টাকা দিয়ে রিসর্ট বা হোটেল বুক করেও পরিষেবা মেলে না। আবার অনেক ক্ষেত্রে একই ধরনের রিসর্ট বা হোটেলের বিভিন্ন ভাড়া নেওয়ার অভিযোগ ওঠে। এইসব সমস্যার সমাধান করতে এবং উত্তরবঙ্গে বেড়াতে আসা পর্যটকদের জন্য হেল্পলাইন নম্বর চালু করতে চলেছে এই সংগঠন। এদিন লাটাগুড়ির বৈঠকে মিলিত হন উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তের হোটেল ও হোমস্টে মালিক এবং ট্রাভেল এজেন্টরা। সংগঠনের নবনিযুক্ত সভাপতি মনোজিৎ চক্রবর্তী বলেন, 'পর্যটকদের হয়রানির হাত থেকে নিরাপদে রাখতে হেল্পলাইন নম্বর চালুর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। একইসঙ্গে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন অচেনা জায়গা খুঁজে, পর্যটকদের কাছে তুলে ধরা হবে। পর্যটনের প্রসারে স্থানীয় ইকো গাইড ও গাড়িচালকদের বিশেষ প্রশিক্ষণের উদ্যোগও নেওয়া হবে।' এদিন নতুন কমিটির সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষের দায়িত্ব দেওয়া হয় শুভ ভৌমিক ও শুভজ্যোতি বসুকে।

লাটাগুড়ি

বক্সায় আরও তিনটি সাফারি গাড়ি

অভিজিৎ ঘোষ

পর্যটকের সুবিধার্থে উদ্যোগ

আলিপুরদুয়ার, ৬ জুলাই : সেপ্টেম্বর মাসের ১৬ তারিখ থেকে পর্যটকদের জন্য খুলে যাবে জঙ্গল। সেদিন থেকে চালু হবে সাফারিও। চলতি বছরে সাফারি খুলতেই সুখবর পেতে চলেছে বক্সা টাইগার রিজার্ভ। কারণ জঙ্গল সাফরিতে বাড়তে চলেছে সাফারি গাড়ির সংখ্যা। ইতিমধ্যেই তিনটি গাড়ি চলে এসেছে। আরও তিনটি গাড়ি বাড়বে জঙ্গল খোলার আগেই। গাড়ির অভাবে অনেক পর্যটক সাফারি করতে পারতেন না, সেই সমস্যা কিছুটা হলেও কমবে।

বক্সা টাইগার রিজার্ভের দুই জায়গা থেকে বর্তমানে সাফারি চলছে। একটি রাজাভাতখাওয়া গেট থেকে আরেকটি জয়ন্তী থেকে। রাজাভাতখাওয়ায় দুটো সাফারি গাড়ি রয়েছে। জয়ন্তীতে আবার ৫টি পুরোনো গাড়ি এবং ৬টি নতুন গাড়ি দিয়ে এতদিন সাফারি চলত। সম্প্রতি জয়ন্তীতে আরও তিনটি গাড়ি এসেছে। ওখানেই আরও তিনটি গাড়ি আসার সম্ভাবনা রয়েছে।

এই তিনটি নতুন গাড়ি যুক্ত হচ্ছে জঙ্গল সাফারিতে।

গাড়ি মালিকদের মধ্যে নিতাই ভট্টাচার্য বলেন, 'বক্সা টাইগার রিজার্ভের সাফারির চাহিদা বরাবর ভালো থাকে পর্যটকদের মধ্যে। গাড়ি কম থাকায় বিভিন্ন সময় পর্যটকদের সমস্যা হত। অনেকেই সাফারি করতে পারতেন না। সেই সমস্যা মিটে যাবে।'

একই কথা শোনা যায় আরেক গাড়ি মালিক অজয় রায়ের কাছেও। তিনিও জানালেন, সাফারি করতে না পেরে অনেক পর্যটক হতাশ হতেন। সেই সমস্যা মিটবে।

দু'বছর আগেও বক্সা টাইগার রিজার্ভে সাফারিতে প্রচুর গাড়ি ছিল। প্রায় ৩৫টি গাড়ি ছিল সাফারির জন্য। তবে সেই গাড়িগুলোর অনেকগুলোই ছিল মেয়াদ উত্তীর্ণ। ওগুলো নিয়ে সাফারি করা যাবে না বলে জানানো হয় বন দপ্তরের তরফে। বন দপ্তরের তরফে রাজাভাতখাওয়া, জয়ন্তী এলাকায় ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছে গাড়ি আনার জন্য। তবে, ১২-১৫ লক্ষ টাকা দিয়ে গাড়ি আনতে সমস্যা হচ্ছে। তবে ধীরে ধীরে সেই সমস্যা মিটছে। লোনে গাড়ি কিনছেন অনেকেই।

আগে রাজাভাতখাওয়া এবং জয়ন্তী থেকে সাফারি করলে নির্দিষ্ট রুট বাধা ছিল। তবে কয়েক মাস আগে সেই নিয়ম তুলে দিয়েছে বন দপ্তর। এখন জয়ন্তী ও রাজাভাতখাওয়ার ভেতরে সাফারির নির্দিষ্ট স্পট নেই। গাড়ির সংখ্যা বাড়ায় আশার আলো দেখছেন পর্যটন ব্যবসায়ীরাও। তবে সেইসঙ্গে যেন পর্যটকদের সঠিক পরিষেবা দেওয়া হয় সেটা দেখারও পরামর্শ দিচ্ছেন অনেকে। এদিন আলিপুরদুয়ার ডিস্ট্রিক্ট ট্যুরিজম অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক মানব বক্সী বলেন, 'গাড়ি বাড়বে এটা খুব ভালো খবর। তবে তাড়াহুড়ো করে যেন সাফারি না শেষ করে দেওয়া হয়। পর্যটকদের যেন সময় নিয়ে জঙ্গলে ঘোরানো হয় সেটাও ভালো করে লক্ষ রাখা উচিত। পর্যটকরা হতাশ হলে সেটা আরও সমস্যার।'

আজ টিভিতে

রানি ভবানী রাত ৮.৩০ স্টার জলসা

সিনেমা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৮.০০ রূপবান কন্যা, দুপুর ১.০০ আই লভ ইউ, বিকেল ৪.০০ আক্রোশ, সন্ধে ৭.০০ দুজনে, রাত ১০.০০ ঝিনুকমালা, ১.০০ বেদেনীর প্রেম
জলসা মুভিজ : দুপুর ১২.৩০ আমার মায়ের শপথ, বিকেল ৪.০০ হার জিৎ, সন্ধে ৭.০৫ সংঘর্ষ, রাত ১০.২৫ সেন্টিমেন্টাল
জি বাংলা সিনেমা : বেলা ১২.০০ আজকের সন্তান, ২.৩০ প্রাণের চেয়ে প্রিয়, বিকেল ৪.৩০ বউমার বনবাস, রাত ১০.৩০ বিরোধ, ১.৩০ কালো চিতা
ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ জীবন কাহিনী
কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ নায়ক : দ্য রিয়াল হিরো
আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ সমাধান
কালার্স সিনেপ্লেক্স এইচডি : দুপুর ১২.০০ চলতে চলতে, ৩.০০ ওকে জানু, বিকেল ৫.০০ গলিয়োঁ কা রাসলীলা-রামলীলা, রাত ৮.০০ এসিপি শিবা, ১০.৩০ লভ আজ কল
জি সিনেমা এইচডি : দুপুর ১২.৪৭ হম আপকে হ্যায় কওন, বিকেল ৫.০৩ স্যামি টু, সন্ধে ৭.৫৫ জওয়ান, রাত১১.২৭ ইয়ুধ্রা
অ্যান্ড পিকচার্স : বেলা ১১.২২ অন্তিম : দ্য ফাইনাল ট্রুথ, দুপুর ২.০৩ লাডলা, বিকেল ৪.৫০ ওয়েলকাম ব্যাক, সন্ধে ৭.৩০ সুরয়া : দ্য সোলজার, রাত ১০.২৭ বিগ ধমাকা
অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি : দুপুর ১.১৭ লভ হস্টেল, ২.৫৪ মিলি, বিকেল ৫.০২ ট্র্যাপড, সন্ধে ৬.৪৬ হমারি অধুরি কহানি, রাত ৯.০০ বস্তার : দ্য নক্সাল স্টোরি, ১১.০২ মুক্কাবাজ

দ্য লেজেন্ড অফ জগন্নাথ সকাল ১০.৩৬ ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক

লাডলা দুপুর ২.০৩ অ্যান্ড পিকচার্স

সম্পর্ক, দায়িত্ববোধ ও ভালোবাসার গল্প নিয়ে শুরু হচ্ছে নতুন ধারাবাহিক দাদামণি। রাত ৮.৩০ **জি বাংলা**

কর্মখালি

শিলিগুড়ি প্রধাননগরে বাড়ির সবরকম কাজের জন্য মহিলা প্রয়োজন। (সময়ঃ 8 AM to 6 PM.) Phone :- 97498-28468.

•

A renowned Electronic Company requires Delivery Boy. Ph : 7980288246 (K)

•

বাড়ির যাবতীয় কাজকর্ম ও অফিশিয়াল কাজ দেখাশোনার জন্য কর্মঠ শিক্ষিত পুরুষ কর্মী প্রয়োজন। বেতন + থাকা-খাওয়া ফ্রি। (M) :- 9932880159, নকশালবাড়ি।

•

জলপাইগুড়ি ও ইসলামপুরের জন্য গার্ড/ সুপারভাইজার চাই। বেতন 12,500/-, PF + ESI, থাকা ফ্রি, খাওয়া মেস, মাসে ছুটি। M :- 8509827671, 8653609553.

•

আসাম, বিহার, পশ্চিমবঙ্গে মার্কেটিং কাজের জন্য ছেলে চাই। বেতন-10000/- (M) 8116743501, শিলিগুড়ি। (C/ 116886)

•

আয়ের সুযোগ-বর্তমান পেশায় কোন অসুবিধা না করে পার্ট/ ফুলটাইম বাড়ি থেকে কাজে উচ্চ আয়। M-8697639467. (K)

•

জলপাইগুড়িতে সুপ্রতিষ্ঠিত ডায়াগনস্টিক সেন্টারে Marketing & Doctor Visit-এর জন্য স্মার্ট ও জনসংযোগে দক্ষ মেয়ে প্রয়োজন। Salary Negotiable. Cont.- 7431823858 (C/ 116661)

D.El.Ed ভর্তি

জলপাইগুড়ি জেলার স্বনামধন্য কলেজ Rabindranath Thakur Teachers Training Institute-এ 2025-2027 শিক্ষাবর্ষে D.El.Ed কোর্সে স্বল্প খরচে ভর্তি চলছে। যোগাযোগ- 9832632235. (C/116651)

অ্যাফিডেভিট

আমার ড্রাইভিং লাইসেন্স নং WB 63 2004 0947313 বাবার নাম ভুল থাকায় গত 03-07-25, সদর কোচবিহার E.M. কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে আমার বাবা Hiralal Paul এবং H.C. Paul এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলেন। - Kalyan Kumar Paul, ওয়ার্ড নং-11, অরবিন্দ লেন, কোতোয়ালি, কোচবিহার। (C/115998)

•

আমার ভোটার ID কার্ড নং UH10881334 নাম ভুল থাকায় গত 03-07-2025, নোটারি পাবলিক, কোচবিহার অ্যাফিডেভিট বলে আমি Bina Das এবং Lilita Das (Barman) এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। টাকাগাছ, পুণ্ডিবাড়ি, কোচবিহার, পঃবঃ, পিন-736180. (C/115997)

•

ভুলবশত আধার কার্ডে Bishu Barman. র‍্যাশন কার্ডে Bishwajit Barman হওয়ায় 10/01/25 ইং তারিখে দিনহাটা E.M. কোর্টে 175 নং অ্যাফিডেভিট বলে Biswajit Barman হলাম। পিতা Samaru Barman। গ্রাম- ভিতর কামতা, পো- গোসানিমারী, থানা-দিনহাটা, জেলা-কুচবিহার। (D/S)

•

আমি রঞ্জন কুমার সোরেন, পুত্র রাম বালক সোরেন এবং আমার মেয়ে সঞ্জনা সোরেন, আবাসিক এলাকা, 22 নং ওয়ার্ড, মহানন্দপল্লি মালদা, পশ্চিমবঙ্গ, ভবিষ্যতের সকল উদ্দেশ্যে যথাক্রমে রঞ্জন কে লোহরা থেকে রঞ্জন কুমার সোরেন এবং সঞ্জনা লোহরা থেকে সঞ্জনা সোরেন নাম পরিবর্তন করেছি। (K)

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : সম্পত্তিগত মামলায় আইনি সাফল্য পাবেন। বিদ্যুৎ, আগুন থেকে একটু সাবধানে থাকবেন। বৃষ : শারীরিক সমস্যায় কোনও পারিবারিক অনুষ্ঠান বাতিল করতে হতে পারে। সাবধানে চলাফেরা করুন। মিথুন : সৃষ্টিমূলক কাজে সাফল্য এবং সুনাম দুই মিলবে। ক্রীড়াবিদদের জন্য দিনটি শুভ। কর্কট : ছোট্ট একটু ভুল সিদ্ধান্তের জন্য খেসারত দিতে হতে পারে। সংসারে আর্থিক সমস্যা কাটবে। সিংহ : বিদ্যাক্ষেত্রে শুভ ভাব বজায় থাকবে। বাড়িতে সামান্য সমস্যা হতে পারে। কন্যা : পেশাদারি কাজকর্মে এবং বিদ্যায় সাফল্য পাবেন। শরীর নিয়ে ভোগান্তি থাকবে। তুলা : ব্যবসায়িক সাফল্যে আনন্দে থাকবেন। পরিবার নিয়ে ভ্রমণের পরিকল্পনা সফল হবে। বৃশ্চিক : একাধিক সূত্রে আয় বাড়লেও মাত্রাতিরিক্ত ব্যয় বাড়বে। দাম্পত্যে শান্তি ফিরবে। ধনু : দানধ্যানে শান্তি পাবেন। ব্যবসার কারণে ভিনরাজ্যে যাত্রা। মকর : কর্মক্ষেত্রে সুনাম এবং পদোন্নতি পাবেন। স্বাস্থ্য নিয়ে ভোগান্তি থাকবে। কুম্ভ : অমনোযোগিতার কারণে পড়াশোনায় বিঘ্ন ঘটবে। সাংসারিক সমস্যা মিটতে পারে। মীন : সামাজিক কাজে অংশ নিয়ে প্রশংসিত হবেন। আর্থিক সমস্যা কাটবে।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ২২ আষাঢ়, ১৪৩২, ভাঃ ১৬ আষাঢ়, ৭ জুলাই ২০২৫, ২২ আহার, সংবৎ ১২ আষাঢ় সুদি, ১১ মহরম। সূঃ উঃ ৫।১, অঃ ৬।২৩। সোমবার, দ্বাদশী রাত্রি ১০।৩৬। অনুরাধানক্ষত্র রাত্রি ১।৩০। শুভযোগ রাত্রি ১১।৮। ববকরণ দিবা ৯।৪০ গতে বালবকরণ রাত্রি ১০।৩৬ গতে কৌলবকরণ। জন্মে-বৃশ্চিকরাশি বিপ্রবর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী ও বিংশোত্তরী শনির দশা, রাত্রি ১।৩০ গতে রাক্ষসগণ বিংশোত্তরী বুধের দশা। মৃতে-একপাদদোষ, রাত্রি ১০।৩৬ গতে দোষ নাই। যোগিনী-নৈর্ঋতে, রাত্রি ১০।৩৬ গতে দক্ষিণে। কালবেলাদি ৬।৪১ গতে ৮।২২ মধ্যে ও ৩।৩ গতে ৪।৪৩ মধ্যে। কালরাত্রি ১০।২৩ গতে ১১।৪২ মধ্যে। যাত্রা-নাই, রাত্রি ১১।৪২ গতে যাত্রা শুভ পূর্বে নিষেধ। শুভকর্ম-গাত্রহরিদ্রা অব্যূঢ়ান্ন নামকরণ নিষ্ক্রমণ দেবতাগঠন ক্রয়বাণিজ্য বিপণ্যারম্ভ শান্তিস্বস্ত্যয়ন বৃক্ষাদিরোপণ কম্পিউটার নির্মাণ ও চালন। বিবাহ-রাত্রি ৭।০ গতে ১০।২৩ মধ্যে মকর ও কুম্ভলগ্নে সুতহিবুকযোগে বিবাহ। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)-দ্বাদশীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। পূর্বাহ্ণ ৯।২৯ মধ্যে শয়নৈকাদশীর পারণ। শ্রীকৃষ্ণ দ্বাদশী। দ্বাদশ্যারম্ভকল্পে চাতুর্মাস্য ব্রতারম্ভ। গোস্বামিমতে উদীচ্যাঙ্গ পুজো ও পারণান্তে তপ্তমুদ্রাধারণ। স্মার্ত ও গোস্বামিমতে সায়ংসন্ধ্যায় শ্রীশ্রীহরির শয়ন। বিপ্লবী দীনেশ গুপ্তের শহিদ দিবস ও সাহিত্যিক প্রবোধকুমার সান্যালের জন্মদিবস। অমৃতযোগ-দিবা ৮।৩৬ গতে ১০।২৩ মধ্যে এবং রাত্রি ৯।১৩ গতে ১২।৪ মধ্যে ও ১।২৯ গতে ২।৫৫ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ-রাত্রি ৩।৩৭ গতে ৪।২০ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সত্যতা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

দুই ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার

কুমারগঞ্জ এবং পতিরাম, ৬ জুলাই : সাফানগর গ্রাম পঞ্চায়েতের শিয়ালপাড়ায় বিশেষভাবে সক্ষম এক তরুণের ঝুলন্ত দেহ রবিবার সকালে উদ্ধার হয়। মৃতের নাম দেওর সরকার (২৪)। পরিবারের দাবি, ওই তরুণ গামছা দিয়ে ফাঁস লাগিয়ে আত্মঘাতী হয়েছেন। বরাহার হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসক তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

আরেকটি ঝুলন্ত দেহ গত শনিবার রাতে পতিরাম থানার কুসুম্বার গ্রামে উদ্ধার হয়ে। মৃতার নাম পূর্ণিমা বর্মন (১৭)। সে-ও গামছার সাহায্যে ফাঁস লাগিয়ে আত্মঘাতী হয়েছে বলে অভিযোগ পরিবারের। দুটি ঘটনাতেই পুলিশ অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করেছে।

চোর ধৃত

হরিরামপুর, ৬ জুলাই : চোরাই ল্যাপটপ সহ দুজনকে গ্রেপ্তার করল হরিরামপুর থানার পুলিশ। ধৃতদের নাম মাসুদ আলমগির ও দিলবার হুসেন।

থানার আইসি অভিষেক তালুকদার বলেন, 'গত ১২ জুন পুন্ডরি বাসস্ট্যান্ডে এক দোকান থেকে ল্যাপটপ চুরি হয়। সিসিটিভি ফুটেজ দেখে দুজনকে শনাক্ত করা হয়েছিল। এরপর শুক্রবার গভীর রাতে হরিরামপুরে একটি টোটো সহ ওই দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়।' সিসিটিভি ফুটেজের ছবি দেখাতেই চুরির কথা স্বীকার করে বাচাহার এলাকার বাসিন্দা মাসুদ ও দিলবার। শনিবার রাতে ল্যাপটপটিও পাওয়া গিয়েছে।

দিব্যাঙ্গ সেল

রায়গঞ্জ, ৬ জুলাই : রবিবার রায়গঞ্জে তৃণমূলের উত্তর দিনাজপুর জেলা কার্যালয়ে দিব্যাঙ্গ কমিউনিটি সেলের পূর্ণাঙ্গ জেলা কমিটি গঠিত হল। বিশেষভাবে সক্ষমদের নিয়ে রাজনৈতিক দলের সেল গঠন এই রাজ্যে প্রথম। সংগঠনটির আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করেন তৃণমূল কংগ্রেসের উত্তর দিনাজপুর জেলা সভাপতি কানাইয়ালাল আগরওয়ালা। তিনি বলেন, 'শুধু জেলা কমিটিই নয়, আগামী মাসে এই সেলের ব্লক কমিটি গঠন করা হবে।' সংগঠনের জেলা সভাপতি হয়েছেন গৌর সরকার। সহ সভাপতি গোবিন্দ মজুমদার।

তৃণমূলে যোগ

কুশমণ্ডি, ৬ জুলাই : বিজেপি ও আরএসপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দিলেন একাধিক নেতা-কর্মী। রবিবার কুশমণ্ডি ব্লকের উদয়পুর পঞ্চায়েতের হড়মোড়ে তৃণমূলের একটি অনুষ্ঠানে যোগ দেন বিজেপির কুশমণ্ডি ব্লকের কোষাধ্যক্ষ প্রভাত রায় ও দলীয় অনুগামীরা। একই মঞ্চে যোগ দেন উদয়পুর পঞ্চায়েত এলাকার আরএসপি দলের জোনাল কমিটির সদস্য দুলাল সরকার ও দলীয় কর্মীরা।

হুল উদযাপন

তপন, ৬ জুলাই : সারা ভারত কৃষকসভার তপন থানা কমিটির উদ্যোগে রবিবার হুল দিবস পালিত হল তপনের নিশ্চিন্তার ডিএনটি মোড়ের ফুটবল মাঠে। এই উপলক্ষ্যে একটি ফুটবল টুর্নামেন্ট আয়োজিত হয়। পাশাপাশি ছোটদের দৌড়, মহিলাদের হাঁড়ি ভাঙা সহ বিভিন্ন প্রতিযোগিতা হয়। এদিন সেখানে জেলার কৃষক নেতা প্রসন্ন বসাক, সিপিএমের লোকাল কমিটির সম্পাদক দিলীপ বিশ্বাস প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

মিছিল

রায়গঞ্জ, ৬ জুলাই : ৯ জুলাই দেশজুড়ে ধর্মঘট ডেকেছে কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন ও ফেডারেশন। ধর্মঘটের সমর্থনে রবিবার শহরের বিভিন্ন জায়গায় প্রচার চালায় সিপিএম। বিকালে সিটুর ডাকে শহরের শিলিগুড়ি মোড় থেকে মিছিল বের হয়।

উত্তরাধিকারী সার্টিফিকেট দিয়ে কাঠগড়ায় পঞ্চায়েত

বেঁচে আছি এখনও...

সৌম্যজ্যোতি মণ্ডল

মালদা, ৬ জুলাই : নিজেকে জীবিত প্রমাণ করতে এখন জুতোর সুকতলা ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে মোস্তাকিম শেখের। ইংরেজবাজারের অমৃতির বাসিন্দা মোস্তাকিমের আম বাগান বিক্রি করে দেওয়া হয়েছে তাঁকে মৃত দেখিয়ে। রেজাউল নদাব নামে একজনকে ওই আম বাগান বিক্রি করেছেন বাবলু খান নামে একজন। বাবলুকে মোস্তাকিমের উত্তরাধিকারী বলে শংসাপত্র দিয়েছে গ্রাম পঞ্চায়েত। এখানেই সমস্যার সূত্রপাত।

এই অভিযোগে নাম যুক্ত হয়েছে মানিকচক থানার চৌকি মিরদাদপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ও এক পঞ্চায়েত সদস্যের। প্রশ্নের মুখে পড়েছে ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের ভূমিকা। জমি পুনরুদ্ধার করতে এখন নিজেকে জীবিত প্রমাণে প্রশাসনের দপ্তরে ঘুরতে হচ্ছে মোস্তাকিমকে। অমৃতির কানাইপুর মৌজায় তাঁর আম বাগান রয়েছে।

মোস্তাকিমের অভিযোগ, কিছুদিন আগে কয়েকজন বাগানটি কেনার জন্য এলে, তিনি বিক্রি করতে রাজি হননি। তারপরে প্রধান আনোয়ার হোসেন এবং পঞ্চায়েত সদস্য তাজবুল শেখ তাঁকে মৃত দেখিয়ে বাবলু খানের নামে জাল উত্তরাধিকারী সার্টিফিকেট দেন। এরপর বাগানটি বিক্রি করে দেওয়া হয় রেজাউল নদাবের কাছে।

মোস্তাকিম বলেন, 'আমি সব দপ্তরে অভিযোগ জানিয়েছি। অভিযুক্তদের শাস্তি দাবি করছি।' যদিও পঞ্চায়েত প্রধান আনোয়ার হোসেনের দাবি, 'আমার দপ্তর থেকে সার্টিফিকেট দেওয়া হয়নি। কেউ জাল করেছে। আমি নিজেও এজন্য অভিযোগ জানিয়েছি, কোর্টে যাব।'

প্রশ্ন উঠেছে, মোস্তাকিম অমৃতির বাসিন্দা হওয়া সত্ত্বেও কীভাবে মানিকচকের ওই পঞ্চায়েত থেকে উত্তরাধিকারী সার্টিফিকেট দেওয়া হল।

মালদার জেলা শাসক নীতিন সিংহানিয়ার বক্তব্য, 'অভিযোগ পেয়েছি। সংশ্লিষ্ট দপ্তর এবং পুলিশ অভিযোগের তদন্ত শুরু করেছে।' বিজেপির দক্ষিণ মালদা সাংগঠনিক জেলা কমিটির সভাপতি অজয় গঙ্গোপাধ্যায় আবার তোপ দেগেছেন শাসকদলকে। তাঁর কটাক্ষ, 'এই সরকারের আমলে জীবিত মানুষ মৃত হয় আর মৃত মানুষ জীবিত। তৃণমূলের জমি মাফিয়াদের পেছনে প্রশাসনের মদত রয়েছে।'

তৃণমূলের পঞ্চায়েত প্রধান এবং পঞ্চায়েত সদস্য ছাড়াও জমি মাফিয়াচক্র এর পিছনে আছে বলে মোস্তাকিম অভিযোগ জানিয়েছেন জেলা শাসক ও ভূমি সংস্কার দপ্তরে। ইংরেজবাজার থানায় প্রধান ও পঞ্চায়েত সদস্য সহ ১২ জনের নামে অভিযোগও দায়ের করেন। অভিযুক্তদের তালিকায় জমিটির ক্রেতা রেজাউল নদাব, রাজেস নাদাব, রোশনারা বিবি সহ আরও সাতজন আছেন।

অভিযোগপত্র হাতে বৃদ্ধ মোস্তাকিম শেখ এবং তাঁর ছেলে।

অভিযোগ

- প্রশ্নের মুখে ভূমি সংস্কার দপ্তরের ভূমিকা
- নিজেকে জীবিত প্রমাণ করতে বিভিন্ন দপ্তরে ঘুরছেন মোস্তাকিম
- নিজের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ অস্বীকার পঞ্চায়েত প্রধানের
- তদন্ত শুরু জেলা প্রশাসনের

সিলিন্ডার ফেটে ক্ষতিগ্রস্ত বাড়ি। রবিবার চাঁচলের শীতলপুরে।

আগুন লাগলে বিপদ

রতুয়ার দুই ব্লকে নেই দমকলকেন্দ্র

মুরতুজ আলম

সামসী, ৬ জুলাই : অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটলেই সর্বনাশ। রতুয়ার দুটি ব্লকের ১৮টি পঞ্চায়েতেই কোনও দমকলকেন্দ্র নেই যে! অত্যন্ত জনবহুল এই দুই ব্লকে দমকলকেন্দ্র তৈরি করা অত্যন্ত জরুরি। না হলে কোনও প্রত্যন্ত এলাকায় আগুন লাগলে দমকলকর্মীরা সেখানে পৌঁছানোর আগেই সবকিছু ভস্মীভূত হয়ে যায়। চাঁচল মহকুমায় মোট ছ'টি ব্লক রয়েছে। অথচ সেখানে দমকলকেন্দ্র রয়েছে মাত্র দুটি। একটি চাঁচলের পাহাড়পুরে, অন্যটি হরিশ্চন্দ্রপুরের তুলসীহাটাতে। রতুয়ায় দমকলকেন্দ্র গড়ার জন্য রাজ্যের দমকলমন্ত্রীর কাছে প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে বলে জানিয়েছেন রতুয়ার বিধায়ক সমর মুখোপাধ্যায়। রতুয়া-১ ব্লকের দেবীপুর পঞ্চায়েত এলাকার বাসিন্দা তথা জেলা পরিষদের শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ ফজলুল হক বলেন, 'সম্প্রতি এই মর্মে মালদার জেলা শাসক নীতিন সিংহানিয়ার মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তরে রতুয়ায় দমকলকেন্দ্র স্থাপনের দাবিপত্র পাঠানো হয়েছে।'

সম্প্রতি আগুন লেগে দেবীপুর পঞ্চায়েতের বাণীকান্তটোলায় তিনটি বাড়ি, কাহালা পঞ্চায়েতের নিমতলা গ্রামে ৯টি বাড়ি পুড়ে ছাই হয়ে যায়। বাহারাল গ্রাম পঞ্চায়েতের রাধানগর গ্রামেও অগ্নিকাণ্ডে ৪টি বাড়ি সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়ে যায়। এই পরিস্থিতিতে সামসী মার্চেন্টস অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক মুনি বিশ্বাস বলেন, 'রতুয়া ১ ও ২, দুটি ব্লকের জন্য একটি দমকলকেন্দ্র তৈরি করা খুবই দরকার।'

রতুয়ার বাসিন্দা ওবাইতুল্লাহ চৌধুরী বলেন, 'চাঁচলের দমকলকেন্দ্র থেকে দেবীপুরের দূরত্ব প্রায় ৩৫ কিমি, কাহালার দূরত্ব প্রায় ৩০ কিমি এবং বাহারাল রাধানগরের দূরত্ব প্রায় ৪০ কিমি। তার ওপর রাস্তা বেহাল হওয়ায় দেবীপুরের বাণীকান্তটোলায় সঠিক সময়ে দমকল পৌঁছাতেই পারে না। অন্য জায়গাগুলোতেও দমকল দেরি করে পৌঁছানোয় ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ বাড়ে। কিন্তু রতুয়ায় দমকলকেন্দ্র থাকলে এই সমস্যা হত না।'

রতুয়ার বাসিন্দা সানেশ আলির কথায়, 'চাঁচল সদর থেকে রতুয়া সদরের দূরত্ব প্রায় ২৬ কিলোমিটার। ব্লক সদর থেকে প্রত্যন্ত অঞ্চলের দূরত্ব আরও বেশি। দেবীপুর, কাহালা, বাহারাল, চাঁদমণি-১ ও ২ গ্রাম পঞ্চায়েতে দমকল পৌঁছাতে যথেষ্ট সময় লাগে।' ব্লকের মহানন্দটোলা ও বিলাইমারি এই দুটি পঞ্চায়েত এলাকায় কমবেশি প্রায় প্রতি বছর বড় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। চাঁচল দমকলকেন্দ্র থেকে ৪০-৫০ কিমি দূরে থাকা এই এলাকায় দমকল পৌঁছাতে পারে না। তাই রতুয়ায় দমকলকেন্দ্র তৈরি হলে এই সমস্যা থাকবে না। রতুয়া-২ ব্লকের চাঁদপুরের বাসিন্দা আহমেদ শরিফ বলেন, 'রতুয়া-২ ব্লক সদর পুখুরিয়ার দূরত্ব চাঁচল সদর থেকে প্রায় ৪১ কিলোমিটার। ব্লকের আড়াইডাঙ্গা, পরানপুর, পিরগঞ্জ, সম্বলপুর, মহারাজপুরে দমকল পৌঁছাতে অনেক দেরি হয়। ততক্ষণে আগুনে পুড়ে সব ছাই হয়ে যায়।'

সমস্যা কোথায়

- চাঁচল মহকুমায় মোট ছ'টি ব্লক রয়েছে, অথচ দমকলকেন্দ্র রয়েছে মাত্র দুটি
- একটি চাঁচলের পাহাড়পুরে, অন্যটি হরিশ্চন্দ্রপুরের তুলসীহাটাতে
- চাঁচলের দমকলকেন্দ্র থেকে দেবীপুরের দূরত্ব প্রায় ৩৫ কিমি, কাহালার দূরত্ব প্রায় ৩০ কিমি এবং বাহারাল রাধানগরের দূরত্ব প্রায় ৪০ কিমি
- তার ওপর রাস্তা বেহাল হওয়ায় দেবীপুরের বাণীকান্তটোলায় সঠিক সময়ে দমকল পৌঁছাতেই পারে না

সিলিন্ডার ফেটে টিনের চাল উড়ল চাঁচলে

সৌম্যজ্যোতি মণ্ডল

চাঁচল, ৬ জুলাই : সিলিন্ডারে আগুনের ফুলকি দেখে ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন। তারপরই বিকট শব্দ! চোখের সামনে উড়ে গেল বাড়ির টিনের চাল। রবিবার দুপুরে চাঁচল থানার শীতলপুর এলাকায় ঘটনাটি ঘটে। এমনটাই জানালেন মেহেন্দিগার বিবি।

আনিকুল ইসলামের স্ত্রী মেহেন্দিগার বিবি দুপুরে উনুনে ভাত চাপিয়েছিলেন। পাশে গ্যাস সিলিন্ডারে হঠাৎ আগুনের ফুলকি দেখতে পান। তিনি সেখান থেকে চলে আসার পরই দাউদাউ করে আগুন ছড়িয়ে পড়ে আনিকুলের বাড়িতে। দ্রুত সেই আগুন ছড়িয়ে যায় ছেলে আকবর আলির বাড়িতেও।

স্থানীয়রা বিষয়টি দেখতে পেয়ে নিজেরাই আগুন নেভানোর চেষ্টা করেন। খবর দেওয়া হয় চাঁচল দমকলকেন্দ্রে। কিছুক্ষণের মধ্যে স্থানীয়দের প্রচেষ্টায় এবং দমকলের একটি ইঞ্জিন এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। দুটি বাড়িতেই থাকা আসবাবপত্র, নগদ টাকা, নথিপত্র এবং জামাকাপড় পুড়ে ছাই হয়ে যায়। এক প্রতিবেশীর বাড়ি এবং মুদির দোকানেও ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।

এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় আনিকুল বললেন, 'ভাগ্যিস! আমরা বাড়িতে সেইসময় কেউ ছিলাম না। স্ত্রীও সময় থাকতে বেরিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু বাড়িতে থাকা নগদ টাকা সব পুড়ে যায়। আমরা দিনমজুরি করে সংসার চালাই। কী খাব, কোথায় থাকব, কিছুই ভাবতে পারছি না।'

> বাড়িতে থাকা নগদ টাকা সব পুড়ে যায়। আমরা দিনমজুরি করে সংসার চালাই। কী খাব, কোথায় থাকব, কিছুই ভাবতে পারছি না।
>
> **আনিকুল ইসলাম**, *ক্ষতিগ্রস্ত বাসিন্দা*

আনিকুলের ছেলে আকবরের দাবি, প্রশাসনের তরফে ঘর বানিয়ে দেওয়া হোক। চাঁচল দমকলকেন্দ্রের অফিসার ইনচার্জ রতন সিংহ বলেন, 'আমাদের অনুমান প্রথমে রান্নার আগুন কোনওভাবে ছড়িয়েছে। সেখান থেকে সিলিন্ডার ফেটেছে।' চাঁচল-১ ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি জাকির হোসেন অবশ্য সোমবার ত্রাণসামগ্রী দেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন।

আশায় আশায়।। *গাজোলে পঙ্কজ ঘোষের ক্যামেরায়।*

বৌমাকে কুপ্রস্তাব

রায়গঞ্জ, ৬ জুলাই : বৌমাকে ধর্ষণের চেষ্টার অভিযোগে শ্বশুরকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। ঘটনাটি ঘটেছে রায়গঞ্জ শহরের সুদর্শনপুর এলাকায়। রবিবার ধৃতকে রায়গঞ্জ মুখ্য বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে তোলা হলে বিচারক ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন। অভিযোগকারী জানিয়েছেন, চলতি মাসের ৪ তারিখ তাঁকে ধর্ষণের চেষ্টা করে ধৃত। আইনজীবী দিপ্তেশ ঘোষ বলেন, 'ধৃতের বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতা আইনে ধর্ষণের চেষ্টা, শ্লীলতাহানি, কুপ্রস্তাব দেওয়া সহ একাধিক জামিন অযোগ্য ধারায় মামলা রুজু করেছে পুলিশ।'

হাইড্রেন হবে

গাজোল, ৬ জুলাই : মালদা জেলা পরিষদের খাদ্য কর্মাধ্যক্ষ রিতা সিংহের উদ্যোগে গাজোলের মাঝড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের বামনগোলা মোড়ে আরসিসি হাইড্রেনের কাজের শুভ সূচনা করা হল এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে। রিতা সিংহ জানান, বৃষ্টি হলে এলাকায় জল জমে থাকত, নিকাশের তেমন ব্যবস্থা ছিল না। ড্রেনের কাজ শুরু হওয়ায় এলাকাবাসী অনেকটাই উপকৃত হবে।

উদ্বোধন

হিলি, ৬ জুলাই : নবনির্মিত সাবমার্সিবল পাম্পের উদ্বোধন করলেন বালুরঘাটের বিধায়ক অশোককুমার লাহিড়ি। রবিবার দুপুরে হিলি থানার ৪ নম্বর বিনশিরা গ্রাম পঞ্চায়েতের কুঞ্জডুঙ্গি গ্রামের কৃষিজমিতে সৌরবিদ্যুৎচালিত এই পাম্পের ফিতে কেটে উদ্বোধন করেন তিনি। বিধায়ক তহবিল থেকে লক্ষাধিক টাকা ব্যয়ে সাবমার্সিবল পাম্প উদ্বোধন করা হল।

পতিরামে চুরি

পতিরাম, ৬ জুলাই : শনিবার রাতে পতিরাম দক্ষিণপাড়ার আবুবক্কর সিদ্দিকির বাড়িতে চুরি হয়। পরিবারের লোকজন জানিয়েছেন, ঘুমন্ত অবস্থায় তাঁদের অজান্তেই চুরি হয়ে যায় সাত ভরি সোনা ও দেড় লক্ষ টাকা। চোরেরা ঘরে কোনও ঘুমপাড়ানি স্প্রে ব্যবহার করে থাকতে পারে বলে পরিবারটির অনুমান।

ছাত্রের দেহ নিয়ে অবরোধের হুঁশিয়ারি

আজাদ

মানিকচক, ৬ জুলাই : মানিকচকে বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অষ্টম শ্রেণির ছাত্রের মৃত্যুর ঘটনায় ন্যায়বিচারের দাবিতে এখনও মৃতদেহ আগলে রেখেছে মৃতের পরিবার। সোমবারের মধ্যে সুবিচার না পেলে মৃতদেহ রাজ্য সড়কের উপর রেখে রাস্তা অবরোধের হুঁশিয়ারি দিয়েছে পরিবার। অভিযোগের পরও কেন অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে না, তা নিয়ে বাড়ছে ক্ষোভ।

মানিকচকের এক বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের হস্টেলে বুধবার রাতে মৃত্যু হয় অষ্টম শ্রেণির ছাত্র শ্রীকান্ত মণ্ডলের। বৃহস্পতিবার মৃতদেহের ময়নাতদন্ত হলেও এখনও রিপোর্ট পায়নি পরিবার। এখন মৃতের বাড়ির পাশের একটি ক্লাবের ফ্রিজে রাখা হয়েছে মৃতদেহটি। মৃতদেহকে ঘিরে থাকছেন পরিবারের সদস্য এবং গ্রামবাসীরা।

যদিও কথা বলার মতো অবস্থায় ছিলেন না ছাত্রের বাবা। একই অবস্থা মা প্রমীলা মণ্ডলেরও। তবে স্কুলের শিক্ষকের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানালেন তিনি। তাঁর কথায়, 'ঘটনার রাত থেকেই মন ঠিক ছিল না, তার মধ্যেই ছেলের অসুস্থ হওয়ার খবর পাই। কিছুক্ষণ পরে জানানো হয় সে মারা গিয়েছে।' ছেলের শরীরের বিভিন্ন জায়গায় আঘাতের চিহ্ন ছিল বলে জানালেন তিনি। তাঁর সংযোজন, 'স্কুলের সিসিটিভি ফুটেজ উদ্ধার করেছে পুলিশ। কিন্তু আমাদের সেটা দেখানো হচ্ছে না। আমরা শুধু সুবিচার চাই।'

সোমবার ময়নাতদন্তের রিপোর্ট হাতে পাওয়ার কথা। ময়নাতদন্তে রিপোর্ট সন্তোষজনক না হলে ফরেন্সিক তদন্তের দাবি জানানো হয়েছিল আগেই। এবার পথ অবরোধের কথা বলছেন গ্রামবাসী এবং পরিবার। এদিকে, এই ঘটনায় রাজনৈতিক রং লাগতে শুরু করেছে। মৃত ছাত্রের পরিবারের পাশে দাঁড়াচ্ছে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল। রবিবার মৃতের পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে যান বাম এবং বিজেপি নেতারা।

অন্যদিকে, এই ঘটনা নিয়ে পরিবারের পাশে দাঁড়াতে ময়দানে নেমেছে বিজেপি এবং বামফ্রন্ট। রবিবার সিটুর জেলা সম্পাদক দেবজ্যোতি সিনহা এবং বিজেপির দক্ষিণ মালদা জেলা সম্পাদক গৌরচন্দ্র মণ্ডল মৃতের বাড়িতে গিয়ে পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন। দেবজ্যোতি বলেন, 'পরিবার চাইলে আইনি সহায়তা করতে পারি। কিন্তু কেন এতদিনেও অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে না, তা বুঝতে পারছি না।' একই আশ্বাস দিলেন বিজেপি নেতা গৌরচন্দ্র মণ্ডলও। তিনি জানান, প্রয়োজনে মৃতদেহ রাজ্য সড়কের উপর রেখে আন্দোলনে নামবেন তাঁরা।

মানিকচক থানার পুলিশ আধিকারিক জানান, সোমবার ময়নাতদন্তের রিপোর্ট পাওয়া যাবে। তদন্তের রিপোর্ট দেখে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হবে।

> স্কুলের সিসিটিভি ফুটেজ উদ্ধার করেছে পুলিশ। কিন্তু আমাদের সেটা দেখানো হচ্ছে না। আমরা শুধু সুবিচার চাই।
>
> **প্রমীলা মণ্ডল**, *মৃতের মা*

জাতীয় সড়কে ছেঁড়া হোর্ডিংয়ে দুর্ঘটনার শঙ্কা

অনুপ মণ্ডল

বুনিয়াদপুর, ৬ জুলাই : বুনিয়াদপুর শহরের জাতীয় সড়কের চারিদিকে চোখে পড়ছে ছিঁড়ে যাওয়া হোর্ডিং ও বিজ্ঞাপন ব্যানার। সামান্য বৃষ্টি ও ঝড়েই ছিঁড়ে যাচ্ছে সেগুলো। ছিঁড়ে যাওয়া ব্যানারগুলো এলোমেলোভাবে উড়ছে। ফলে, তৈরি হচ্ছে একপ্রকার দৃশ্য দূষণ। যা বুনিয়াদপুর শহরের সৌন্দর্য ও নাগরিকতায় প্রভাব ফেলছে। বিশেষ করে বুনিয়াদপুর ৫১২ জাতীয় সড়কে পিরতলা থেকে রশিদপুর পর্যন্ত ও রায়গঞ্জগামী রাজ্য সড়কের ধারে উঁচু হোর্ডিংগুলো ছিঁড়ে ঝুলতে থাকায় পথচারীরা ক্ষুব্ধ। পথ চলাচলেও বাধা সৃষ্টি করছে।

এ বিষয়ে পুর প্রশাসক কমল সরকার বলেন, 'বিষয়টি নজরে এসেছে। আমরা হোর্ডিং মালিকদের জানিয়েছি, দ্রুত ছেঁড়া হোর্ডিংগুলো খুলে নিতে।' সোমা দাস মণ্ডল নামে শহরের এক বধূ বললেন, 'বুনিয়াদপুর শহরে হাঁটতে গেলেই রাস্তার চারদিকে ছেঁড়া হোর্ডিং চোখে পড়ে। প্রশাসন দেখেও না দেখার ভান করছে।'

অন্যদিকে, পরিবেশপ্রেমী বাপ্পাদিত্য দে বলেন, 'হোর্ডিং ব্যবস্থাকে আরও নিয়ন্ত্রিত ও পরিবেশবান্ধব করতে হবে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে পরিকল্পনা করলে শহরের দৃশ্য দূষণ কমানো যাবে।' খোকন সরকার নামে এক বাস ড্রাইভার বলেন, 'রাস্তার ধারে বা মাঝখানে হোর্ডিং ছিঁড়ে ঝুলতে থাকলে আমাদের মনোযোগে ব্যাঘাত ঘটে। দুর্ঘটনার ঝুঁকি বেড়ে যায়। বাস চালাতেও অসুবিধা হয়।'

ছেঁড়া হোর্ডিংয়ে বাড়ছে দৃশ্য দূষণ। বুনিয়াদপুরে।

> বুনিয়াদপুর শহরে হাঁটতে গেলেই রাস্তার চারদিকে ছেঁড়া হোর্ডিং চোখে পড়ে। প্রশাসন দেখেও না দেখার ভান করছে।
>
> **সোমা দাস মণ্ডল**, *শহরবাসী*

কৃতীকে সাহায্যে দুই ফুলের রেষারেষি

পঙ্কজ মহন্ত

বালুরঘাট, ৬ জুলাই : অভাবী কৃতীর পাশে দাঁড়ানোটা যেন রাজনৈতিক লড়াই! সামনের বছর বিধানসভা ভোট। তার আগে শাসক-বিরোধী দুই পক্ষই কৃতীর পাশে দাঁড়িয়ে ফায়দা তুলতে চাইছে। রবিবার আইআইটি জ্যাম পরীক্ষায় ১২৬ র‍্যাংক করা নীলাঞ্জন মণ্ডলের বাড়িতে গেরুয়া-সবুজ শিবির দুই পক্ষকেই দেখা গেল। একদিকে ছিলেন বালুরঘাটের সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার, অন্যদিকে বালুরঘাট পুরসভার চেয়ারম্যান অশোক মিত্র এবং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি অরূপ সরকার। বিজেপির কথায়, তারা আগে নীলাঞ্জনের পাশে দাঁড়াবে বলে ঠিক করেছিল। তাদের দেখাদেখি তৃণমূলের নেতারা সেখানে যান। তৃণমূলের তরফে অবশ্য উলটো দাবি করা হয়েছে। এতদিন তারা কোথায় ছিল, সেই প্রশ্নও উঠছে।

বালুরঘাটের ডাঙ্গা গ্রামের টিনের চালাঘরে বইখাতা গুছিয়ে স্বপ্ন বুনেছিলেন নীলাঞ্জন। লক্ষ্য স্থির রেখে চলা এই মেধাবী ছাত্র জয়েন্ট অ্যাডমিশন ফর মাস্টার্স পরীক্ষায় দেশের মধ্যে ১২৬ নম্বর স্থান অধিকার করেছেন। সেই পরিশ্রমের ফল পেয়েছেন। উত্তরাখণ্ডের আইআইটি রুরকিতে পড়ার সুযোগ হয়েছে তাঁর। কিন্তু বাদ সেধেছে অভাব।

নীলাঞ্জনের বাবা যোগেশ মণ্ডল পেশায় ভাগচাষি, মা জয়ন্তী বর্মন গৃহবধূ। সংসার চলে সামান্য জমি আর দিনমজুরির টাকায়। ছেলের পড়াশোনার খরচ মেটাতে ইতিমধ্যে বহু সংকটের মুখোমুখি হয়েছেন তাঁরা। এখন ভর্তি হতে প্রয়োজন প্রায় ৫৬ হাজার টাকা। যা জমা দিতে হবে আগামী ১০ জুলাইয়ের মধ্যে। রয়েছে পড়া চলাকালীন একাধিক খরচ। বিষয়টি জানতে পেরেই কোমর কষে মাঠে নেমেছে দুই রাজনৈতিক দল। কে তাঁর পাশে দাঁড়াবে, এই নিয়ে যেন সম্মুখসমরে তৃণমূল-বিজেপি। রবিবার বালুরঘাট পুরসভার চেয়ারম্যান অশোক মিত্র বলেন, 'এদিন মেধাবী নীলাঞ্জনের বাড়ি গিয়ে সংবর্ধনা জানিয়েছি। পাশাপাশি তার কলেজে ভর্তি সহ বিভিন্ন বিষয় আমরা দেখছি। মুখ্যমন্ত্রীকেও তার কথা জানিয়ে পড়াশোনার বিষয়ে পাশে দাঁড়ানো হবে।' অন্যদিকে, কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদারের গলাতেও একই আশ্বাসের সুর। তিনি বললেন, 'আইআইটি রুরকির সঙ্গে কথা বলেছি। ৯০ শতাংশ কাজ হয়েছে। সোমবার চূড়ান্ত খবর জানা যাবে। প্রাক্তনী সমিতির তরফে তার ভর্তির বিষয়টি দেখা হচ্ছে।'

এর মধ্যে নিজের চিন্তা কিছুটা কমেছে বলে জানালেন নীলাঞ্জন। তাঁর কথায়, 'এই সুযোগটা আমার ভবিষ্যতের চাবিকাঠি। নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে বাবা-মায়ের কষ্ট লাঘব করতে চাই। অন্তত কলেজে ভর্তির ব্যবস্থা হয়ে যাবে জেনে এখন অনেকটা হালকা লাগছে।'

মেধাবী ওই পড়ুয়ার স্বপ্ন পূরণ হোক, সেটাই চাইছেন সকলে।

নীলাঞ্জনের বাড়িতে সুকান্ত মজুমদার। রবিবার। ছবি : মাজিদুর সরদার

শ্যামাপ্রসাদের জন্মদিন পালিত

গৌড়বঙ্গ ব্যুরো

৬ জুলাই : তিন জেলায় শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের জন্মদিন পালিত হল রবিবার। বুনিয়াদপুর বিজেপি কার্যালয়ে তাঁর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে জীবনী নিয়ে আলোচনা হয়। উপস্থিত ছিলেন বুনিয়াদপুর শহর মণ্ডলের সভাপতি প্রবীর মণ্ডল এবং অন্য নেতারা। বুনিয়াদপুরের ১৪টি ওয়ার্ডের ২৫টি বুথেও দিনটি যথাযথ মর্যাদায় পালন করা হয়। হেমতাবাদেও একইভাবে বিজেপির দলীয় ব্লক কার্যালয়ে দিনটি উদযাপন করা হয়। বিজেপির হেমতাবাদ ২ নম্বর মণ্ডল কমিটির তরফে ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে রোগীদের মধ্যে ফল বিতরণ করা হয়।

মালদা শহরে এদিন সকাল সাড়ে আটটায় পোস্ট অফিস মোড়ে নেতার পূর্ণাবয়ব মূর্তিতে মাল্যদান করেন বিজেপি নেতারা। উপস্থিত ছিলেন বিজেপি রাজ্য নেতা বিশ্বপ্রিয় রায়চৌধুরী, দক্ষিণ মালদা সাংগঠনিক জেলার সভাপতি অজয় গঙ্গোপাধ্যায়, উত্তর মালদা সাংগঠনিক জেলার সভাপতি প্রতাপ সিংহ, সাংসদ খগেন মুর্মু প্রমুখ। এদিন বিজেপির সদর দপ্তরেও শ্যামাপ্রসাদকে শ্রদ্ধা জানানো হয়। সন্ধ্যায় বিধায়ক শ্রীরূপা মিত্র চৌধুরীর উদ্যোগে প্রবীণ বরণ উৎসব করা হয়।

অন্যদিকে ভারত সরকারের যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রকের অধীনস্থ 'মেরা যুবা ভারত মালদা'র উদ্যোগে বামনগোলার ডাকাতপুকুর এলাকায় অনুষ্ঠিত হল জন্মজয়ন্তী। বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে ডাকাতপুকুর স্টুডেন্ট স্পোর্টস ক্লাব সংলগ্ন এলাকায় এই অনুষ্ঠান হয়। এদিন ছোটদের অঙ্কন, কুইজ, আবৃত্তি প্রতিযোগিতারও আয়োজন করা হয়েছিল। এছাড়া একটি র‍্যালির মধ্যে দিয়ে বৃক্ষরোপণ, পরিচ্ছন্নতা রক্ষা, জল অপচয় বন্ধ সহ বিভিন্ন সচেতনতামূলক বার্তা দেওয়া হয়। রোপণ করা হয় বিভিন্ন গাছের চারা।

বালুরঘাটে সদরঘাট সংলগ্ন এলাকায় বিজেপির জেলা কার্যালয়ে এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বালুঘাটের সাংসদ সুকান্ত মজুমদার। বিজেপির কুশমণ্ডি এবং হরিরামপুরে দলীয় কার্যালয়ে উপস্থিত ছিলেন দুই ব্লকের বিজেপির দুই সাধারণ সম্পাদক তাপস রায় এবং নিমাইচন্দ্র সরকার। পতিরাম পার্টি অফিসে বিজেপি বিধায়ক বুধরাই টুডু ছিলেন। কুমারগঞ্জ, রায়গঞ্জের দলীয় অফিসেও দিনটি পালিত হয়েছে।

মালদা শহরের ফোয়ারা মোড়ে শ্যামাপ্রসাদের মূর্তিতে শ্রদ্ধা নিবেদন। রবিবার।

ট্রেনে কাটা পড়ে মৃত্যু

হরিশ্চন্দ্রপুর, ৬ জুলাই : রবিবার সকালে নিউ জলপাইগুড়িগামী আপ বন্দে ভারত ট্রেনে কাটা পড়ে মৃত্যু হল এক মহিলার। মৃতার পরিচয় জানা যায়নি। ঘটনাটি ঘটেছে মালাহার এবং ভালুকা স্টেশনের মাঝে একটি রেলব্রিজের ওপর। স্থানীয়রা জানাচ্ছেন, ওই ব্রিজের ওপর দিয়ে নিয়মের তোয়াক্কা না করেই বিপজ্জনকভাবে পার্শ্ববর্তী গ্রামের বাসিন্দারা প্রতিদিন যাতায়াত করেন। তেমনই সকালের দিকে ব্রিজের ওপর দিয়ে ওই মহিলা যাচ্ছিলেন। এমন সময় বন্দে ভারত এক্সপ্রেস এসে তাঁকে ধাক্কা মারে। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় তাঁর। ভালুকা স্টেশন কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, ওই মহিলার দেহ উদ্ধার করে মালদা মেডিকেল কলেজে ময়নাতদন্তের জন্যে পাঠানো হয়েছে।

বেনে বৌ। *পুরাতন মালদায় কল্লোল মজুমদারের ক্যামেরায়।*

৭২ ঘণ্টা পরেও অধরা অভিযুক্তরা

অনির্বাণ চক্রবর্তী

কালিয়াগঞ্জ, ৬ জুলাই : হস্টেলে স্কুল ছাত্রীদের শ্লীলতাহানিতে অভিযুক্তদের ৭২ ঘণ্টাতেও সন্ধান পেল না পুলিশ। অথচ অভিযুক্ত দুজন কালিয়াগঞ্জের ওই স্কুলেই চাকরি করেন। তাঁদের একজন অঙ্কন শিক্ষক, অন্যজন হিসাবরক্ষক। পুলিশ অবশ্য জানিয়েছে, খুব তাড়াতাড়ি দুই অভিযুক্ত ধরা পড়বে। তবে বিষয়টি ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টার অভিযোগ উঠছে তৃণমূলের বিরুদ্ধে।

কালিয়াগঞ্জের এক বাম শিক্ষক নেতা বলেন, 'তৃণমূলের একাংশ ঘটনাটি মিটিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছে। স্কুলের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতির স্ত্রী, বৌমা, ভাইপো সহ আরও অনেকে ওই হস্টেলে কাজ করেন। অভিযুক্তদের দ্রুত গ্রেপ্তার করা না হলে আমরা থানায় স্মারকলিপি দেব।'

শনিবার অভিযুক্তদের পরিবারের সঙ্গে কথা বলেন কালিয়াগঞ্জ থানার আইসি দেবব্রত মুখোপাধ্যায়। আইসি

স্কুলে শ্লীলতাহানি

বলেন, 'অঙ্কন শিক্ষকের স্ত্রী এবং হস্টেলের হিসাবরক্ষকের আত্মীয় একজনকে সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন। ওই আত্মীয় স্কুলের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি। জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে। তদন্তের স্বার্থে কিছু বলছি না।' অঙ্কন শিক্ষকের স্ত্রী থানায় জিজ্ঞাসাবাদের বিষয়ে কিছু বলতে চাননি। তবে হিসাবরক্ষকের আত্মীয় বলেন, 'আমি আর বেশিদিন স্কুলের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতির দায়িত্বে থাকব না।' রবিবার ইউনাইটেড ফোরাম অফ অল আদিবাসী অর্গানাইজেশন দোষীদের শাস্তির দাবিতে কালিয়াগঞ্জ থানায় স্মারকলিপি দিয়েছে। প্রধান শিক্ষিকার অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত করছে পুলিশ। গত ২ জুলাই অঙ্কন শিক্ষক হস্টেলে কয়েকজন ছাত্রীর শ্লীলতাহানি করেন বলে অভিযোগ। কলপাড়ে ছাত্রীদের স্নানের ছবি মোবাইলে দেখার অভিযোগ ওঠে হিসাবরক্ষকের বিরুদ্ধে। এই ঘটনার পর আতঙ্কে হস্টেল ছেড়ে বেরিয়ে যায় ২৩০ জন ছাত্রী।

কুসংস্কারের বলি তরুণ

ঝাড়ফুঁকের পর অসুস্থের মৃত্যু

বিশ্বজিৎ সরকার

রায়গঞ্জ, ৬ জুলাই : বন্ধুর বিয়ের ভোজ খেয়ে বাড়ি ফিরে আচমকা অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন এক তরুণ। কিন্তু হাসপাতালে না নিয়ে গিয়ে রাতভর চলল ঝাড়ফুঁক, তুকতাক। অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় পরিবারের লোকেরা শেষমুহূর্তে তাঁকে নিয়ে আসেন রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে। সেখানে চিকিৎসক তরুণকে মৃত ঘোষণা করেন। ঘটনাটি কালিয়াগঞ্জ থানার রাঘবপুর লাগোয়া মাঝিয়ার গ্রামের। মৃতের নাম আদিনাথ দেবশর্মা (২২), বাড়ি ওই গ্রামেই। অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে রায়গঞ্জ থানা। ওঝা ডেকে ঝাড়ফুঁক নিয়ে অনুশোচনা ঝরে পড়েছে মৃতের মা সন্ধ্যাবালা দেবশর্মার গলায়। তাঁর কথায়, 'ওঝার শরণাপন্ন না হয়ে ছেলেকে যদি সরাসরি হাসপাতালে নিয়ে যেতাম তাহলে ওর অকালমৃত্যু হত না।' এদিকে, যাবতীয় কুসংস্কার ভাঙতে প্রত্যন্ত এলাকায় শিবির করা হবে বলে বিজ্ঞানমঞ্চের উত্তর দিনাজপুর জেলার কর্মকর্তারা জানিয়েছেন।

পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার রাতে বন্ধুর বিয়ের নিমন্ত্রণ খেতে গিয়েছিলেন আদিনাথ। রাত সাড়ে দশটা নাগাদ বাড়ি ফিরে অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি। মাথায় প্রচণ্ড যন্ত্রণা হচ্ছিল তাঁর। অবাক করার বিষয় হল, তাঁকে হাসপাতালে না নিয়ে ওঝা ডাকা হয়। দীর্ঘক্ষণ চলে ঝাড়ফুঁক। পরে আরেক গুনিনকে আনা হয়। তিনিও ঝাড়ফুঁক করেন। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয়নি। এতে চলে যায় অনেকটা সময়। রবিবার ভোরে তরুণের শারীরিক পরিস্থিতির অবনতি হওয়ায় তাঁকে রায়গঞ্জ মেডিকেলে আনা হয়। সেখানে চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। দেহ ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়েছে। রিপোর্ট এলে মৃত্যুর কারণ জানা যাবে বলে জানিয়েছেন চিকিৎসক।

এদিকে, ২০২৫ সালে দাঁড়িয়েও পরিবারটি যেভাবে কুসংস্কারের বশবর্তী হয়ে ওঝা, গুনিন ডেকে ঝাড়ফুঁক করিয়েছে, তাতে প্রশ্ন উঠছে। বরং সময়মতো ওই তরুণের

> সময়মতো ওই তরুণকে হাসপাতালে নিয়ে আসা হলে বেঁচে যেতেন। মূল্যবান সময় ওঝা, গুনিনের কাছে নষ্ট হয়েছে। তার খেসারত দিতে হয়েছে।
>
> **অরবিন্দ রায়**
> *চিকিৎসক, রায়গঞ্জ মেডিকেল*

চিকিৎসা শুরু হলে তিনি বেঁচে যেতেন বলে মনে করছেন অনেকেই।

রায়গঞ্জ মেডিকেলের চিকিৎসক অরবিন্দ রায়ের কথায়, 'সময়মতো ওই তরুণকে হাসপাতালে নিয়ে আসা হলে বেঁচে যেতেন। মূল্যবান সময় ওঝা, গুনিনের কাছে নষ্ট হয়েছে। তার খেসারত দিতে হয়েছে।'

এবিষয়ে বিজ্ঞানমঞ্চের তরফে অনিরুদ্ধ সিনহা বলছেন, 'এখনও প্রত্যন্ত এলাকার অনেক মানুষ ওঝা, গুনিনে ভরসা রাখেন। একেবারে শেষপর্যায়ে হাসপাতালে আনা হয় রোগীকে। এসব কর্মকাণ্ড দেখে অবাক লাগে। উত্তর দিনাজপুর বিজ্ঞানমঞ্চের তরফে কুসংস্কার ভাঙতে প্রত্যন্ত গ্রামে শিবির করা হবে।'

ধর্ষণের চেষ্টায় গ্রেপ্তার এক

বালুরঘাট, ৬ জুলাই : বধূকে ধর্ষণের চেষ্টায় অভিযুক্ত তরুণ পুলিশের জালে। শুক্রবার দুপুরে ঘটনার পর থেকে পলাতক থাকলেও শনিবার সন্ধ্যায় জামাকাপড় নিতে এলে গ্রামবাসীরা ধরে ফেলে অভিযুক্তকে। পরে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

গত শুক্রবার দুপুরে বালুরঘাটে জ্বালানি কাঠ সংগ্রহ করে আত্রেয়ী নদীতে স্নান সেরে ওই বধূ বাড়ি ফেরার পথে প্রতিবেশী এক তরুণ তাঁর শ্লীলতাহানি ও ধর্ষণের চেষ্টা করেন বলে অভিযোগ। গামছা দিয়ে হাত ও পা বেঁধে গলা টিপে মেরে ফেলার চেষ্টা হয়। বধূর চিৎকারে আশপাশের এলাকা থেকে স্থানীয়রা ছুটে এলে বেগতিক বুঝে চম্পট দেন তরুণ। সেইদিনই অভিযুক্তকে ধরতে তল্লাশি শুরু করে পুলিশ। অবশেষে গ্রামবাসীদের তৎপরতায় ধরা পড়লেন তরুণ।

দুর্ঘটনা

কালিয়াচক, ৬ জুলাই : পাথরবোঝাই একটি ডাম্পার নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ভাগীরথী নদীর ব্রিজের রেলিং ভেঙে নদীতে পড়ে যায়। দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন গাড়িচালক ও খালাসি। রবিবার ঘটনাটি কালিয়াচকের সুজাপুর এলাকার মধুঘাটের। স্থানীয়রা তাঁদের উদ্ধার করে তড়িঘড়ি মালদা মেডিকেল কলেজে নিয়ে যান। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়।

প্রতিষ্ঠা দিবস

রায়গঞ্জ, ৬ জুলাই : রায়গঞ্জের সুদর্শনপুর দ্বারিকা প্রসাদ উচ্চ বিদ্যাচক্র স্কুলের ৭৭তম প্রতিষ্ঠা দিবস রবিবার পালিত হল। প্রদীপ জ্বালিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়। পড়ুয়ারা বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশ নেয়। স্কুলের প্রাক্তনীরা একটি সভার আয়োজন করেন। স্কুলের প্রধান শিক্ষক অভিজিৎ দত্ত, প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক সুশীল গোস্বামী, প্রাক্তন শিক্ষক সুবোধ মানি এবং বিদ্যালয়ের সমস্ত শিক্ষক উপস্থিত ছিলেন।

বন্ধ হস্টেলে নেশার আসর

দুষ্কৃতী দৌরাত্ম্যে উধাও দরজা-জানলা, ফ্যান

বরুণকুমার মজুমদার

কানকি, ৬ জুলাই : সংখ্যালঘু উন্নয়ন দপ্তরের উদ্যোগে প্রায় ১ কোটি টাকা ব্যয়ে কানকি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার মনোরা হাইস্কুলে বয়েজ হস্টেল বানানো হয়েছিল। স্কুল সূত্রে জানা গিয়েছে, ২০১৪ সালে সেটি চালু হয়। ৫০ আসনবিশিষ্ট হস্টেলটি শুধু প্রথম বছর চলেছিল। আবাসিকের সংখ্যা কমে যাওয়ায় তারপর থেকে সেটি বন্ধ অবস্থায় পড়ে রয়েছে। হস্টেলটি পুনরায় চালু হোক এমনটা চাইছে অভিভাবক মহল।

বিধায়ক মিনহাজুল আরফিন আজাদ অবশ্য আশ্বাস দিয়েছেন। তিনি বলেন, 'ওখানে কোনও প্রাথমিক স্কুল স্থানান্তরিত করা যায় কি না এবিষয়ে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা দপ্তরে কথা বলা হবে।' বিধায়কের এই কথার পর হস্টেল চালু নিয়ে আশার আলো খুব একটা দেখছেন না স্থানীয়রা।

এদিকে, বন্ধ সেই হস্টেল নিয়ে এখন আরেকটি সমস্যা দেখা দিয়েছে। সেই হস্টেলে এখন নিয়মিত নেশার আসর বসছে। সমাজবিরোধীদের কবলে পড়ায় হস্টেলের ঘরগুলোর

মনোরা হাইস্কুলের বয়েজ হস্টেলের বেহাল দশা। কানকিতে।- সংবাদচিত্র

দরজা, জানলা, ফ্যান, আলো উধাও হয়ে গিয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দা সুলতান আহমদ বলেন, 'বর্তমানে ওই হস্টেলের দরজায় তালা না থাকায় চারদিকে মদের বোতলের ছাড়াছড়ি। ঝড়ের ফলে ছাদে বসানো জলের ট্যাংকগুলোও উড়ে গিয়েছে।' চাকুলিয়া বিধানসভা এলাকায় একমাত্র উর্দুভাষী স্কুল ছিল মনোরা। সেই সুবাদেই সংখ্যালঘু উন্নয়ন দপ্তর থেকে বয়েজ হস্টেলটি চালু হয়েছিল। বন্ধ হয়ে গেল কেন?

এপ্রসঙ্গে মনোরা হাইস্কুলের টিআইসি মহম্মদ রেজ্জাক বলেন, 'এক বছর পরই আবাসিকের সংখ্যা তলানিতে ঠেকে। বন্ধ হয়ে যায় হস্টেল। হস্টেল চালু করার জন্য প্রশাসনিক পর্যায়ে একাধিকবার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। কিন্তু তা বাস্তবায়িত হয়নি।'

স্কুল পরিচালন কমিটির সভাপতি হাজি আঞ্জুম আহমেদ জানালেন, আর্থিক সংকটের বিষয়টি ইতিমধ্যে সংখ্যালঘু উন্নয়ন দপ্তরকে জানানো হয়েছে। প্রয়োজনীয় টাকার জন্য একাধিকবার চিঠি পাঠানো হয়েছে।

> এক বছর পরই আবাসিকের সংখ্যা তলানিতে ঠেকে। বন্ধ হয়ে যায় হস্টেল। হস্টেল চালু করার জন্য প্রশাসনিক পর্যায়ে একাধিকবার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। কিন্তু তা বাস্তবায়িত হয়নি।
>
> **মহম্মদ রেজ্জাক,** *টিআইসি, মনোরা হাইস্কুল*

সেই স্কুলে বর্তমানে মাত্র ৭ জন শিক্ষক রয়েছেন। হাজি আঞ্জুমের কথায়, 'সমস্যার সমাধান না হলে হস্টেলটি সংখ্যালঘু উন্নয়ন দপ্তর কিংবা জেলা প্রশাসনকে হস্তান্তর করা হতে পারে।'

রাজ্য কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক আলি ইমরান রমজ বলেন, 'এক বছরের মধ্যে হস্টেল বন্ধ হয়ে যাওয়া দুর্ভাগ্যজনক। বর্তমান সরকারের আমলে অনেক স্কুলে শিক্ষক ও ছাত্র নেই। তার পরেও এই সরকার নিজেদের শিক্ষাদরদি বলে দাবি করে।'

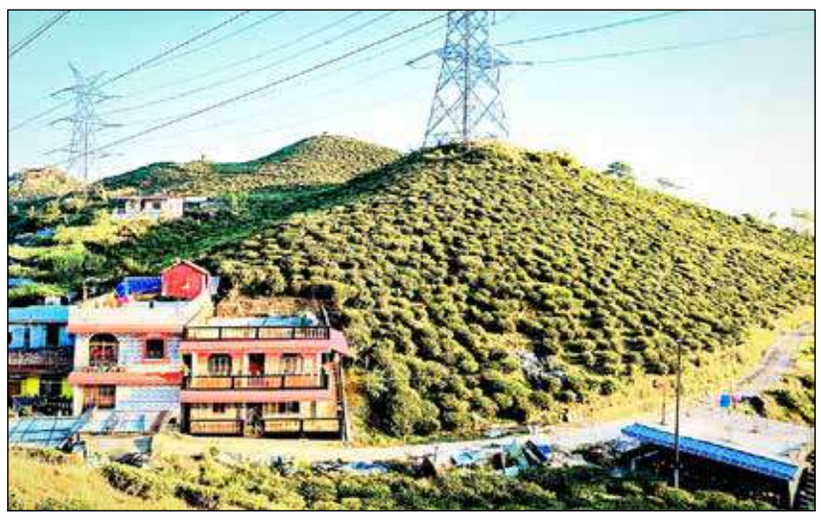

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

অপরূপ।। *দার্জিলিংয়ের টিংলিংয়ে মুহূর্তটি ক্যামেরাবন্দি করেছেন কোচবিহারের দিনহাটার রাজা বর্মন।*

মিটতে চলেছে পানীয় জলের সমস্যা

বিশ্বজিৎ প্রামাণিক

পতিরাম, ৬ জুলাই : বালুরঘাট ব্লকের পতিরাম এলাকায় দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর 'জল জীবন মিশন' প্রকল্পে দেখা দিয়েছে আশার আলো। তিন বছর আগে শুরু হওয়া এই প্রকল্পে অবশেষে জল পৌঁছাতে চলেছে ছয় হাজার পরিবারের ঘরে ঘরে। জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি দপ্তর (পিএইচই) সূত্রে জানানো হয়েছে, জুলাই মাসের মধ্যেই পতিরামে ট্যাপের মাধ্যমে সরাসরি পানীয় জল সরবরাহ শুরু হবে।

গোটা দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় ২০২৫ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে প্রত্যেকটি পরিবারে পাইপলাইনের মাধ্যমে জলের ব্যবস্থা করা হবে। তবে কুমারগঞ্জ ব্লকে নদী থেকে জল তোলার জন্য বৃহৎ পরিকাঠামো নির্মাণের কাজ চলছে বলে সেখানে কিছুটা দেরি হবে। সেখানে প্রকল্প চালু হতে সময় লাগবে আগামী বছরের মার্চ মাস পর্যন্ত। যদিও ওই ব্লকের গোপালগঞ্জ ও আগাছা অঞ্চলে ডিসেম্বরের মধ্যেই জল সরবরাহ শুরু হবে বলে জানা গিয়েছে।

এবিষয়ে পিএইচই-র এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার শুভব্রত কর জানান, পরিস্রুত জলের জন্য পতিরামের মানুষকে আর অপেক্ষা করতে হবে না। জুলাই মাসের মধ্যেই প্রতিটি বাড়িতে ট্যাপে জল পৌঁছে যাবে। কুমারগঞ্জে নদীভিত্তিক প্রকল্পের কাজ দ্রুতগতিতে এগোচ্ছে, সেটিও মার্চের মধ্যেই শেষ হয়ে যাবে।

প্রতি বছর মার্চ থেকে মে মাস পর্যন্ত জেলায় জলসংকট দেখা যায়। বিশেষত তপন, গঙ্গারামপুর, কুমারগঞ্জ সহ কয়েকটি ব্লকের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। সকলের মতে, এই প্রকল্প কার্যকর হলে জেলায় গ্রামীণ পরিকাঠামোয় এক যুগান্তকারী পরিবর্তন ঘটবে। জলসংকটে ভোগা হাজার হাজার মানুষের জীবনে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হবে। দীর্ঘদিন ধরে যাঁরা এক বালতি পানীয় জলের জন্য মাইলের পর মাইল হেঁটে যেতেন, তাঁদের কাছে এটি শুধুই উন্নয়ন নয়, এক ঐতিহাসিক সাফল্য।

এবিষয়ে কানুরা উত্তরপাড়ার দয়াল রায় বলেন, 'গরমে জল থাকে না, অনেককে বাধ্য হয়ে ড্রামের জল কিনে পান করতে হয়। মার্ক-টু টিউবওয়েলের জলেও আয়রন বের হয়। বাড়ি বাড়ি জল এলে আমাদের খুব উপকার হবে।' কার্যত একই কথা শোনা যায় এলেন্দারির বাসিন্দা মর্জিনা খাতুনের গলাতেও। তিনি জানিয়েছেন, গরম পড়লেই তাঁদের এলাকায় জলের তীব্র সংকট দেখা দেয়। বাড়ি বাড়ি জল এলে তাঁরা সকলেই এই সমস্যা থেকে রেহাই পাবেন।

আশার আলো

- 'জল জীবন মিশন' প্রকল্পে জুলাইয়ে পতিরামে ছয় হাজার বাড়িতে জল পৌঁছানোর কথা
- ডিসেম্বরের মধ্যে গোটা জেলায় ট্যাপকলের জল পৌঁছানোর লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে
- তবে কুমারগঞ্জের ছয়টি পঞ্চায়েতে এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হতে মার্চ মাস পর্যন্ত সময় লাগবে
- সেখানে নদী থেকে জল তোলার জন্য পরিকাঠামো নির্মাণের কাজ চলছে
- কুমারগঞ্জ ব্লকের গোপালগঞ্জ ও আগাছায় ডিসেম্বরের মধ্যেই জল সরবরাহ শুরু হবে

ব্যবসায়ীকে মারধরের অভিযোগ

ডাকাত, ডাকাত চিৎকারে আতঙ্ক

বরুণকুমার মজুমদার

করণদিঘি, ৬ জুলাই : রবিবার দুপুর আড়াইটে। করণদিঘি থানার ১২ নম্বর জাতীয় সড়কের ধারে একটি দোকান থেকে হঠাৎ 'ডাকাত, ডাকাত' চিৎকার। মুহূর্তের মধ্যে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। লোকজন দিনদুপুরে এলাকায় ডাকাত পড়েছে ভেবে মুহূর্তের মধ্যে সেখানে ছুটে যান। তারপরেই জানা যায় আসল ঘটনা।

ওই দোকানের মালিক রেজাউল হক ওরফে রাজুর অভিযোগ, দিনেরবেলায় ক্রেতা সেজে দোকানের উপরে থাকা বসতঘরে ঢুকে তাঁকে ও তাঁর স্ত্রীকে মারধর করেছে পাঁচ দুষ্কৃতী। এই ঘটনায় আহত হয়েছেন তিনি ও তাঁর স্ত্রী। স্থানীয়রা জানিয়েছেন, এদিন দুপুরে সাতজনের একটি দুষ্কৃতী দল হঠাৎ ওই ব্যবসায়ীর দোকানের ওপরে থাকা শোয়ার ঘরে ঢুকে পড়ে। মারধর করা হয় রাজু সহ তাঁর স্ত্রীকে। রাজুকে ছুরি দিয়েও আঘাত করা হয়। চিৎকার চ্যাঁচামেচি শুনে পাশের দোকানদার এবং স্থানীয়রা সেখানে ছুটে আসেন। পাঁচজনকে স্থানীয়রা ধরে একটি ঘরে আটকে রাখেন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে করণদিঘি থানার বিরাট পুলিশবাহিনী।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, দুই-তিনদিন আগে ধৃতদের মধ্যে একজনের মা জিনিস কিনতে

জাতীয় সড়কের ওপর পুলিশ ও জনতার ছোটাছুটি। রবিবার করণদিঘিতে।

> হঠাৎ দিনদুপুরে ডাকাত ডাকাত শুনতে পেয়ে প্রথমে আতঙ্কিত হয়ে পড়ি। পরে খোঁজ নিয়ে জানতে পারি ব্যবসা সংক্রান্ত ঝামেলা।
>
> **হাফিজুল ইকবাল**
> *হাট মালিক, বিলাসপুর*

রাজুর দোকানে এসেছিলেন। এদিন ওই মহিলা ছেলে ও ছেলের এক বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে রাজুর দোকানে যান। দোকানে রাজুকে না পেয়ে তাঁরা উপরে তাঁর ঘরে যান। তখন দোকানদারের সঙ্গে তাঁদের বচসা বাধে। তারপরে বিহারের বাসিন্দা ওই দুই তরুণ তাদের আরও তিন বন্ধুকে ডেকে আনে। পাঁচজনের সঙ্গে রাজুর বচসা বাঁধে। আচমকাই মারামারি শুরু হয়ে যায়। ফলে গুরুতর আহত হন রাজু। তাঁর স্ত্রীকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

মোতিগঞ্জের বাসিন্দা মহম্মদ জানান, আটক পাঁচ দুষ্কৃতীর হাতে ধারালো ছুরি ছিল। দোকানের মালিক রাজু বলেন, 'সাতজনের একটি দুষ্কৃতী দল আমার দোকানের উপরে থাকা শোয়ার ঘরে ঢুকে পড়ে। আমাকে মারধর করে। টাকাপয়সা ছিনিয়ে নেয়। আমাকে ছুরি দিয়েও আঘাত করে। আমার স্ত্রীও আহত হয়েছেন।'

দোকানদার ও ধৃতদের জেরা করে গোটা ঘটনা খতিয়ে দেখছে করণদিঘি থানার পুলিশ। এবিষয়ে বিলাসপুরের হাট মালিক হাফিজুল ইকবাল বলেন, 'হঠাৎ দিনদুপুরে ডাকাত ডাকাত শুনতে পেয়ে প্রথমে আতঙ্কিত হয়ে পড়ি। পরে খোঁজ নিয়ে জানতে পারি ব্যবসা সংক্রান্ত ঝামেলা।'

বুড়া পিরের মাজারে শিরনি চড়ান রেখা-মালতীরা

গৌড়বঙ্গ ব্যুরো

৬ জুলাই : বুড়া পিরের মাজারে পরপর সাজানো মাটির ঘোড়া। মহরমের সকালে এই ঘোড়া দিয়েই মনস্কামনা পূরণের আশায় এসেছিলেন রেখা রায়, মালতী রায়রা। মাজারে শিরনি চড়িয়ে মানত করলেন হিন্দু বধূরাও। রবিবার বুনিয়াদপুর পিরতলা বুড়া পিরের মাজার শরিফে সকাল থেকে ভিড় লক্ষ করা যায়।

শিরনি দিতে আসা রেখা রায় বলেন, 'পিরতলার বুড়া পির মাজারে মনস্কামনা পূরণের জন্য আমরা মহরমের দিন এখানে আসি।' এছাড়া লালপুর, শায়েস্তাবাদ, মুগামারি, কইল, আলিগাড়া, মির্জাতিপুর, বড়াইল, রশিদপুর, খুশিপুর, কৃষ্ণবাটী, নারায়ণপুর ও রাঙ্গাপুকুর থেকে ১২টি দল লাঠিখেলা প্রদর্শন করে।

হরিরামপুর ব্লকের বড়সিঙ্গার মাঠে প্রায় দশ হাজার মানুষের উপস্থিতিতে মহরম পালিত হয়। কুমারগঞ্জের মোহনা এবং কাঁটাকোল গ্রামে মহরম উপলক্ষ্যে শিরনি দেওয়া হয়। গঙ্গারামপুর শহর ও ব্লকে, ফুলবাড়ি বাজার এলাকায় ও নন্দনপুর অঞ্চলের রতনপুর এলাকায় মহরম উপলক্ষ্যে মেলা বসেছে।

সুলতানি যুগে বাংলার প্রথম রাজধানী ছিল এই পাণ্ডুয়া। গাজোলের পাণ্ডুয়া শরিফে রবিবার মহরম উপলক্ষ্যে সুসজ্জিত তাজিয়া নিয়ে এলাকা পরিক্রমা করেন কুতুব শহর ও পাণ্ডুয়ার এলাকাবাসী। মহরমকে কেন্দ্র করে বেশ কয়েকদিন আগের থেকে বড় দরগা পাণ্ডুয়া, বড় সমাজ এবং কুতুব শহরে জোরকদমে প্রস্তুতি চলছিল। তৈরি করা হয়েছে সুসজ্জিত রঙিন তাজিয়া। রবিবার সকাল থেকে পাণ্ডুয়ার বড় সমাজ এবং কুতুব শহরে তাজিয়া বের হয়। সুসজ্জিত তাজিয়া নিয়ে মার্সিয়া এবং মাতম করে কুতুব শহরে যায় মুসলিম ধর্মপ্রাণ মানুষ। তারপর সেখানে হয় লাঠিখেলা। সেখান থেকে সকাল

বুনিয়াদপুরে পিরের মাজারে সারি সারি মাটির ঘোড়া। ছবি : অনুপ মণ্ডল

নয়টায় তাজিয়াটি ফিরে আসে পাণ্ডুয়া কারবালা ময়দানে। কুতুব শহর থেকেও সুসজ্জিত তাজিয়া নিয়ে আসা

> প্রতিবছরের মতো এবছরও ইতিহাস প্রসিদ্ধ পাণ্ডুয়াতে মহরমের অনুষ্ঠান পালিত হয়। পাণ্ডুয়ার মহরমকে কেন্দ্র করে বিহার, ঝাড়খণ্ড, নাসিক, উত্তরপ্রদেশ, নেপাল সহ বিভিন্ন জায়গার মুসলিম ধর্মপ্রাণ মানুষ এই এলাকায় আসেন।
>
> **আজহার আলম**
> *কুতুব শহর সমাজের সর্দার*

হয় পাণ্ডুয়ার কারবালা ময়দানে। দুটি তাজিয়া পাশাপাশি রাখা হয়। রাস্তার দু'ধারে মুসলিম ধর্মপ্রাণদের উপচে পড়া ভিড় লক্ষ করা যায়।

সকলে একসঙ্গে মিলিত হয়ে হোসেন এবং হাসানকে স্মরণ করে শোকপালন করা হয়। শোকপালনের পর কারাবালা ময়দানে চলে লাঠিখেলা প্রদর্শন। লাঠি নিয়ে কৌশল দেখায় ৮ থেকে ৮০ সকলে। দীর্ঘক্ষণ লাঠিখেলার পর সেখান থেকে দুটি তাজিয়া একসঙ্গে ছোট দরগা পর্যন্ত যায়। তারপর সেখানে হাসান ও হোসেনের উদ্দেশ্যে সকলে শোকপ্রকাশ করেন। এরপর তাজিয়া দুটি নিজ নিজ এলাকায় ফিরে যায়।

কুতুব শহর সমাজের সর্দার আজহার আলম বলেন, 'প্রতিবছরের মতো এবছরও ইতিহাস প্রসিদ্ধ পাণ্ডুয়াতে মহরমের অনুষ্ঠান পালিত হয়। পাণ্ডুয়ার এই মহরমকে কেন্দ্র করে বিহার, ঝাড়খণ্ড, নেপাল, নাসিক, উত্তরপ্রদেশ সহ বিভিন্ন জায়গার মুসলিম ধর্মপ্রাণ মানুষ এই এলাকায় আসেন।' বিহার থেকে আসা আব্দুল হান্নান জানান, মহরম উপলক্ষ্যে দু'দিন পাণ্ডুয়ায় এসেছেন তিনি। এখানে ছোট দরগা ও বড় দরগা রয়েছে। পাশাপাশি আদিনায় অনেক ঐতিহাসিক নিদর্শন রয়েছে।

গাজোল ব্লকের কাটিকান্দর এলাকায় স্পোর্টস অ্যান্ড কালচারাল ফোরামের উদ্যোগে লাঠিখেলার আয়োজন করা হয়েছিল। লাঠিখেলায় ২৫টি দল অংশগ্রহণ করে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন গাজোল থানার আইসি আশিস কুণ্ডু। বৈষ্ণবনগর বাসস্ট্যান্ড এলাকায়, ইংরেজবাজারের মিলকি, শোভানগর, সাতটারি, নঘরিয়া, সাতঘরিয়া, নরহাট্টা, কালিয়াচক, বৈষ্ণবনগর এলাকাতেও লাঠিখেলা ও তাজিয়া বের হয়।

পোস্টার ছেঁড়া

ছেঁড়া হল একুশে জুলাইয়ের পোস্টার। আনোয়ার শাহ কানেক্টারের নিকটবর্তী এলাকার এই ঘটনায় গড়ফা থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন কাউন্সিলার।

নার্সের মৃত্যু

মহেশতলায় রহস্যমৃত্যু নার্সের। তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়। গলায় ওড়না প্যাঁচানো অবস্থায় থাকায় জল্পনা বেড়েছে।

ঝড়-বৃষ্টি

নিম্নচাপের জেরে দক্ষিণবঙ্গে ঝড়বৃষ্টির পূর্বাভাস দিল আবহাওয়া দপ্তর। মৎস্যজীবীদেরও সমুদ্রে যেতে বারণ করা হয়েছে। আগামী সাতদিন রাজ্যে ঝড়-বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

বন্ধুকে খুন

মদের আসরে তরুণকে খুন করল বাবা-ছেলে। বেহালার ঠাকুরপুকুর থানা এলাকায় দুই বন্ধুর মধ্যে টাকা নিয়ে অশান্তি বাধে। বাবাকে ডেকে পাঠায় একজন। তারপরই বন্ধুকে খুন করে দু-জনে মিলে।

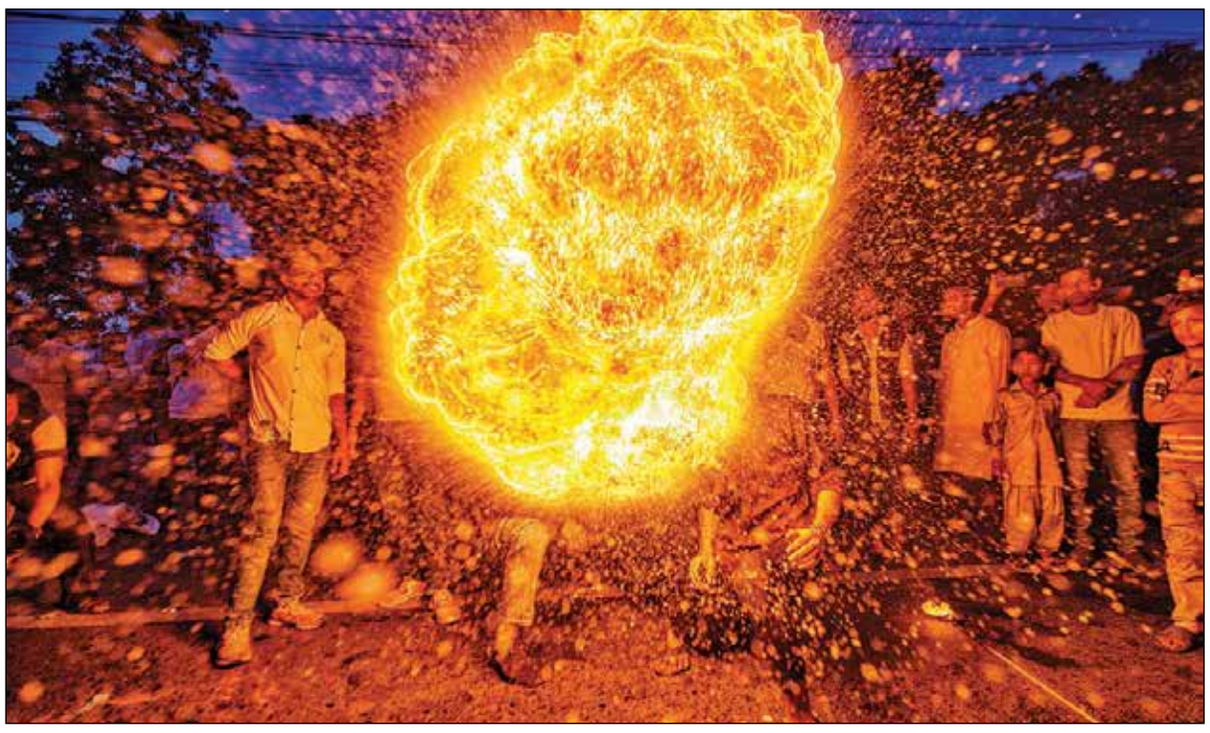

আগুনের ফুলকি...

মহরমের দিনে কলকাতার চিড়িয়ামোড়ে। ছবি-আবির চৌধুরী।

শমীকের বার্তায় সায় সংঘের

ফের সংখ্যালঘুদের পথে নামার আবেদন

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ৬ জুলাই : বিজেপির নতুন রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের বিশেষ অনুরাগী। তাঁর বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থের একটি হল 'ধর্মেও আছি, জিরাফেও আছি'। শক্তির কবিতা ও কাব্যগ্রন্থকে শমীকের রাজনৈতিক দর্শনের সঙ্গে তুলনা করে কাটাছেঁড়া শুরু হয়েছে দল ও সংঘে। কারণ একাংশের মতে, শমীক কী বলছেন সেটা বিষয় নয়। মানুষ শমীকের বক্তব্যকে কীভাবে দেখছে সেটাই প্রধান। আমজনতা মনে করছে, চেনা বিজেপির সুরে কথা বলছেন না শমীক। আর তা থেকেই প্রশ্ন উঠছে, শমীকের এই ভিন্ন সুরকে কি সমর্থন করে দল? সমর্থন করে আরএসএস? তবে বিজেপি তো বটেই, সংঘও মনে করছে শমীক সঠিক পথেই এগোচ্ছেন।

রাজ্যের ক্ষমতা দখলের কৌশল হিসাবে সংখ্যালঘু মুসলিম ভোটের বিপরীতে হিন্দু ভোটব্যাংককে সংহত করতে উগ্র হিন্দুত্ববাদকে অবলম্বন করেছিল বিজেপি। শুভেন্দু অধিকারীর মতো বিজেপি নেতারা ৭০ শতাংশ হিন্দু ভোট এক করতে পারলে সরকার গড়া সম্ভব বলে দাবি করেছেন। কিন্তু সংঘের অভ্যন্তরীণ সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে, এখনই ভোট হলে ২৯৪টি আসনের মধ্যে মেরেকেটে ৭০ থেকে ৮০টি আসন জেতা সম্ভব। পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতির চুলচেরা বিচার করে সংঘের মনে হয়েছে, ধর্মীয় মেরুকরণ অন্যতম কৌশল হলেও একমাত্র কৌশল বলে ধরে নেওয়া সঠিক নয়। সে কারণেই শুভেন্দুর উগ্র হিন্দুত্ববাদী প্রচারের পাশাপাশি উদারপন্থী শমীককে মাঠে নামানোর সিদ্ধান্ত।

শ্যামাপ্রসাদের জন্মদিনে শ্রদ্ধা শুভেন্দু ও লকেটের। রবিবার। -রাজীব মণ্ডল।

রবিবার শ্যামাপ্রসাদের ১২৪ তম জন্মদিন উপলক্ষ্যে কলকাতায় রাজ্য বিজেপি দপ্তরে শমীক বলেছেন, 'অনুপ্রবেশের মধ্যে দিয়ে জনবিন্যাস বদলে দিয়ে ৮০-র দশক থেকে বিনা যুদ্ধে ভারত দখলের এই চক্রান্ত রুখতে হবে। আর সেই চক্রান্ত রুখতে কেবল হিন্দুরা নয়,আমাদের প্রয়োজন জাতীয়তাবাদী নিরপেক্ষ মুসলমানদেরও।' এদিন বিধাননগরে দলীয় অনুষ্ঠানে শমীক দাবি করেছেন, রাজ্য সরকারের তুষ্টিকরণের রাজনীতির জন্য মুসলিম মৌলবাদ এরাজ্যে যে বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি তৈরি করেছে, তা থেকে মুক্তি চাইছে মুসলিম সমাজও। রাজ্য সভাপতি হওয়ার পর তাদের প্রতিনিধি স্থানীয় মানুষেরা তাঁকে ফোন করে সমর্থনের কথা বলেছেন। শমীকের কথায়, মুসলমান সমাজের কবি, সাহিত্যিক যাঁরা ফোন করে বলছেন, আমরাও এই অবস্থার পরিবর্তন চাই। তাঁদের বলছি, ফোন করবেন না। দয়া করে রাস্তায় নেমে বলুন বাংলা ও বাঙালির স্বার্থে বাংলা ভাগ আমরা চাই না।

অপেক্ষা করুন, দিলীপের কথায় হইচই

কলকাতা, ৬ জুলাই : ফের চর্চার শিরোনামে দিলীপ ঘোষ। রবিবার দিলীপ নিজেই বলেছেন, ২১ জুলাই চমক অপেক্ষা করছে। বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষের এই মন্তব্যের পর তা নিয়ে হইচই পড়ে গিয়েছে রাজনৈতিক মহলে। ঘোলা জলে মাছ ধরতে নেমে পড়েছে দলের দিলীপ বিরোধীরাও। যদিও দল বা বিরোধীদের এই প্রচারকে স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতেই পাত্তা দিতে চাননি তিনি।

দিঘা কাণ্ডের জেরে ব্যাকসিটে চলে যাওয়া দিলীপ ফিরতে চলেছেন দলের মূলস্রোতে। দিলীপের প্রতি নতুন রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যর প্রকাশ্যে আস্থা প্রকাশে সেই সম্ভাবনা যখন উজ্জ্বল হচ্ছে, তখন আচমকা আবার বোমা ফাটালেন দিলীপ। দল তাঁকে কার্যত ব্রাত্য করে রাখায় তাঁর কিছুটা অভিমান হয়েছিল। অভিমানী দিলীপের সূত্র ধরেই জল্পনা ছড়াচ্ছিল নানা মহলে। কেউ বলছিলেন, দিলীপ নতুন দল গড়তে চলেছে। কেউ আবার আরেক ধাপ এগিয়ে দল বদলের ইঙ্গিতও দেন। সামনেই একুশে

জুলাইকে ঘিরে সেই জল্পনা আবার ডানা মেলে। এদিন সকালে খড়্গপুরে সংবাদমাধ্যমের এক প্রশ্নের জবাবে দিলীপ বলেন, 'অপেক্ষা করুন ২১ পর্যন্ত। অনেক চমকই দেখতে পাবেন।' ২১ জুলাই দিলীপ ঘোষের তৃণমূলে যোগ দেওয়ার জল্পনা নিয়ে যখন ব্যস্ত সংবাদমাধ্যম, তখন দিলীপের এই মন্তব্য সেই জল্পনাকে আরও উসকে দেয়। এই বিষয়ে পরে দিলীপকে আবারও জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, 'কী করব, সকাল থেকে একটা চ্যানেল আমার পিছনে পড়ে গিয়েছে। তাদের উদ্দেশ্য একটাই, আমি তৃণমূলে যোগ দিতে চলেছি বলে খবর করা। তাই বললাম, দেখতে থাকো ২১ পর্যন্ত। আমি জানি এই জল্পনা-কল্পনার মেয়াদ ২১ জুলাই পর্যন্ত।'

রাজনৈতিক মহলে সবাই জানে ২১ জুলাইয়ের মঞ্চে যোগদান প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছে। এছাড়া দিলীপকে যারা চেনেন তাঁরা জানেন, তৃণমূলে যোগ দেওয়ার চমক এমন মাঠে ময়দানে দেওয়ার লোক নন দিলীপ। তবে ঘনিষ্ঠ মহলের দাবি, মুখে যখন চমকের কথা বলেছেন দিলীপ, তখন কোনও একটা চমক নিশ্চয়ই আছে। সূত্রের খবর, তৃণমূলের ছড়ানো গুজবের জবাব দিতে ২১ জুলাইয়ের দিনেই পালটা তৃণমূল ভেঙে বিজেপিতে যোগদান করাতে পারেন দিলীপ। যদিও তা নিয়ে ভাঙতে চাননি তিনি।

শংসাপত্র দেওয়ার নির্দেশ

কলকাতা, ৬ জুলাই : আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া শ্রেণির নাগরিকদের জন্য দ্রুত ইডব্লিউএস শংসাপত্রের আবেদন ইস্যু করার নির্দেশ দিল রাজ্যের অনগ্রসর শ্রেণি কল্যাণ দপ্তর। স্নাতকে ভর্তির পাশাপাশি এসএসসির নিয়োগের আবেদন শেষ ১৪ জুলাই। সেক্ষেত্রে ইকনমিক্যালি উইকার সেকশনের (ইডব্লিউএস) জন্য ১০ শতাংশ সংরক্ষণ নির্দিষ্ট করা হলেও এখনও অনেক পরীক্ষার্থীর হাতেই পৌঁছোয়নি ইডব্লিউএস শংসাপত্র। জেলা প্রশাসনের গাফিলতিই এই দেরির কারণ বলে অভিযোগ। তাই জেলা প্রশাসনকে শংসাপত্রের আবেদন মঞ্জুরে দেরি না করার নির্দেশ দিল দপ্তর।

আয় বহির্ভূত সম্পত্তির অভিযোগ

জগন্নাথের বিরুদ্ধে খোঁজ নিতে চিঠি রাষ্ট্রপতি ভবনের

কলকাতা, ৬ জুলাই : রাজ্য বিজেপির সাধারণ সম্পাদক জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে দুর্নীতি ও আয় বহির্ভূত সম্পত্তির অভিযোগে খোঁজখবর করতে নবান্নকে চিঠি দিল রাষ্ট্রপতি ভবনের সচিবালয়। ২ জুলাই রাজ্যের মুখ্যসচিব মনোজ পন্থকে রাষ্ট্রপতি ভবনের আন্ডার সেক্রেটারি গৌতম কুমার একটি চিঠি দিয়েছেন।

তাতে উল্লেখ করা হয়েছে, জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে বেআইনি লেনদেন, আয় বহির্ভূত সম্পত্তি সহ বিভিন্ন দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে। তা নিয়ে খোঁজ নিতে বলা হয়েছে। জানা গিয়েছে, দলের এক সদস্য উদয় সিংহ সম্প্রতি জগন্নাথের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছিলেন। তার প্রেক্ষিতে এই বিষয়ে খোঁজ করে যথাযথ পদক্ষেপ করতে বলা হয়েছে।

যদিও এই চিঠি আদৌ রাষ্ট্রপতি ভবনের সচিবালয় থেকে পাঠানো হয়েছে কিনা তা নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেছে তাঁর ঘনিষ্ঠ মহল। এই বিষয়ে জানতে জগন্নাথের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি ফোন কলের উত্তর দেননি।

বিজেপির অন্দরে বার বার তাঁর বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে। অভিযোগ, ক্ষমতার অপব্যবহার করে কোটি কোটি টাকার সম্পত্তি করেছেন জগন্নাথ। নামে, বেনামে সম্পত্তি করেছেন তিনি। এই নিয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা, জেপি নাড্ডা সহ বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্বের কাছে দলেরই একাংশ অভিযোগ জানিয়েছেন। তবে এবার দলেরই আরেক কর্মী উদয় সিংহের অভিযোগের প্রেক্ষিতে সত্যতা খতিয়ে দেখতে তৎপর হয়েছে রাষ্ট্রপতি ভবন। তদন্তে যা উঠে আসবে তা অভিযোগকারীকেও জানানোর নির্দেশ দিয়েছে রাষ্ট্রপতির সচিবালয়। যদিও এই বিষয়ে এখনই রাজ্য বিজেপির তরফে আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু জানানো হয়নি। নবান্নের তরফেও এই চিঠির প্রাপ্তিস্বীকার এখনও পর্যন্ত করা হয়নি। জগন্নাথের ঘনিষ্ঠমহলের দাবি, ই-মেলটি ভুয়ো হলে দলগতভাবে যা অবস্থান নেওয়ার তা নেওয়া হবে।

এর নেপথ্যে বিরোধী বা দলেরই একাংশের হাত রয়েছে বলে মনে করছেন তাঁরা। রাজনৈতিক মহলের মতে, এই চিঠি যদি সত্যি হয় তাহলে বিড়ম্বনা বাড়বে রাজ্য বিজেপির।

বিপাকে পদ্ম

- বেআইনি লেনদেন ও অবৈধভাবে সম্পত্তি থাকার অভিযোগ
- দলেরই সদস্য শীর্ষ নেতৃত্বের কাছে অভিযোগ জানিয়েছেন
- যার প্রেক্ষিতে মুখ্যসচিবকে চিঠি দিয়েছে রাষ্ট্রপতি ভবনের সচিবালয়
- চিঠির ই-মেল ভুয়ো হলে পদক্ষেপ করবে দল

সম্প্রতি রাজ্য বিজেপির সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন শমীক ভট্টাচার্য। জগন্নাথ ইস্যুতে তাঁর বক্তব্য, 'আগে নবান্নের মুখ্যসচিবের কাছে যে ইমেল এসেছে বলে দাবি করা হচ্ছে, সেটা প্রমাণ হোক। তারপর এই নিয়ে দল তার অবস্থান স্পষ্ট করবে।' বিধানসভা নির্বাচনের আগে সংগঠনকে সাজিয়ে তোলার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে দলেরই পদাধিকারী নেতার বিরুদ্ধে অভিযোগ অস্বস্তি বাড়াবে রাজ্য বিজেপির।

অভয়া মঞ্চের কালীঘাট চলো অভিযান

কলকাতা, ৬ জুলাই : বছর পেরোতে চলল। তবুও বিচার মেলেনি। কলকাতার রাজপথে ম্রিয়মাণ হয়েছে বিচারের দাবি। এখনও আদালতে চলছে বিচারের দীর্ঘসূত্রতা। এই প্রেক্ষিতে আরজি কর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে তরুণী চিকিৎসকের ধর্ষণ ও খুনের বর্ষপূর্তিতে পথে নামতে চলেছে নির্যাতিতার পরিবার। শুধু তাঁর পরিবার নয়, ওই দিন রাজপথকে স্তব্ধ করে দিতে আন্দোলনে নামছে বিজেপি ও নাগরিক সমাজ।

৯ অগাস্ট অভয়া মঞ্চের তরফে কালীঘাট চলো অভিযানের ডাক দেওয়া হয়েছে। নির্যাতিতার বাবা-মাকে ওই মিছিলে শামিল হওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে। ইতিমধ্যেই বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী ৯ অগাস্ট নবান্ন অভিযানের ডাক দিয়েছেন। ১৪ অগাস্ট রাত দখলের ডাক দিয়েছে আরজি করের নির্যাতিতার বাবা-মা।

ওই দিন কসবা কাণ্ডে নির্যাতিতার পরিবারকেও তাঁদের সঙ্গে শামিল হওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে। আরজি করের ঘটনা থেকে কালীগঞ্জ, কসবার ঘটনায় এদিন সরব হয়েছেন অভয়ার পরিবার। তাঁদের বক্তব্য, মনোজিৎ, সন্দীপ ঘোষরা একদিনে

ডাক শুভেন্দুর

তৈরি হয় না। এদের নেপথ্যে বড় মাথা থাকে। সেজন্য এরা বেপরোয়া হয়ে ওঠে। আরজি কর, কালীগঞ্জ, কসবা সবাই থ্রেট কালচারের শিকার। আমার মেয়ের ধর্ষণ, খুনের পর শতাধিক এমন ঘটনা ঘটেছে। বিচার হলে ধর্ষকরা অন্তত ভয় পেত।'

কসবার নির্যাতিতার পরিবারকে তাঁদের আন্দোলনে শামিল হওয়ার ডাক দিয়ে আরজি করের নির্যাতিতার মা বলেন, 'আড়ালে থাকলে হবে না, রাস্তায় নামুন, আন্দোলন করুন।' সিবিআইয়ের ভূমিকা নিয়েও ফের প্রশ্ন তুলেছেন তাঁরা। তাঁদের অভিযোগ, সিবিআই সব সত্য জেনেও প্রকৃত ঘটনা সামনে আনছে না। সিবিআইয়ের ভূমিকা ন্যক্কারজনক বললেও কম হবে।

মেঘ এল ঘনিয়ে... রবিবার কলকাতায় রাজীব মণ্ডলের তোলা ছবি।

ব্যক্তিকেন্দ্রিক রাজনীতির বিরোধী বিকাশ

রিমি শীল

কলকাতা, ৬ জুলাই : ব্যক্তি কখনও দলের উর্ধ্বে নয়। প্রয়োজনে কোনও ব্যক্তিকে দল সামনে আনতে পারে। কিন্তু তা কখনই ব্যক্তিস্বার্থে নয়, এমনটাই স্পষ্ট করলেন সিপিএমের বর্ষীয়ান নেতা বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য।

ব্যক্তিত্বের রাজনীতি নয়, দলই গুরুত্বপূর্ণ সেই নৈতিকতাই বরাবর সামনে আনে আলিমুদ্দিন। তবে কিছু ক্ষেত্রে সিপিএমেও ব্যক্তিবিশেষের মুখকে সামনে রেখে এগোনো নিয়ে বার বার প্রশ্ন উঠেছে। এই প্রেক্ষিতে মুখ খুলেছেন বিকাশরঞ্জন। তাঁর মন্তব্য, 'ব্যক্তি কখনও সংগঠনের উর্ধ্বে উঠতে পারে না। সামগ্রিক চেতনার উর্ধ্বে

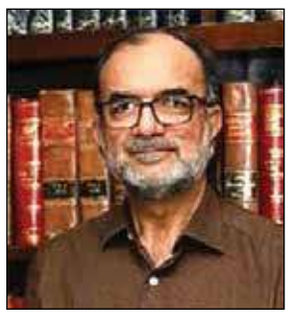

উঠে গেলে ব্যক্তি এগিয়ে যেতে পারে না। তাই ব্যক্তিগত ভূমিকা পালন করতে হলে তা গোষ্ঠীবদ্ধ ভূমিকাকে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য।' যাঁরা ব্যক্তিকেন্দ্রিকতায় বিশ্বাসী, তাঁরা দলের সঙ্গে একাত্ম নয় বলে দাবি বিকাশরঞ্জনের।

দলের মধ্যেই ব্যক্তিকেন্দ্রিক রাজনীতিতে বিশ্বাস করার প্রবণতা কাটানো কঠিন বলে মনে করছেন সিপিএমের প্রাক্তন রাজ্যসভার সাংসদ। তাঁর বক্তব্য, 'এই প্রবণতা কাটানো খুব সহজ কাজ নয়। তবে তা কাটছে। ব্যক্তি যখন দলের উর্ধ্বে ওঠার চেষ্টা করবে, তখন সমস্যা তৈরি হয়।' দল যদি কখনও ব্যক্তিকে সামনে আনে, তা অবশ্যই ব্যক্তিকে প্রচারের উদ্দেশ্যে নয়। এই নিয়ে ২০০৫ সালে মেয়র নির্বাচনের প্রসঙ্গ টেনেছেন তিনি। তাঁর বক্তব্য, 'ব্র্যান্ড বুদ্ধ কখনও দল তৈরি করেনি।' দলের একাংশের মনোভাব প্রসঙ্গে তাঁর মত, 'যাঁরা এই ধরনের ট্যাগলাইন দেন তাঁরা দলের সঙ্গে নিবিড় নন। তাঁরা বাম পরিধিতে রয়েছেন এমনটাও নয়। ট্যাগলাইন দিয়ে কিছু প্রমাণিত হয় না। মাঠ-ময়দানের লড়াই দিয়ে প্রমাণ হয়।'

আগেও মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়কে আগুন পাখি বা ক্যাপটেন আখ্যা দেওয়া নিয়ে আত্মকেন্দ্রিক রাজনীতির বিরুদ্ধে মুখ খুলেছিলেন বিকাশরঞ্জন। ফলে এখনও তাঁর মন্তব্যে তিনি স্পষ্ট করে দিয়েছেন, দলের অন্দরে একাংশ রয়েছেন যাঁরা দলীয় নীতির বিপরীতে চলছেন। প্রকারান্তরে তাঁদেরই বার্তা দিয়েছেন তিনি। সামনেই বিধানসভা নির্বাচন রয়েছে। ২০১৯, ২০২৪-এর লোকসভা হোক কিংবা ২০২১-এর বিধানসভা, সবকটি নির্বাচনেই খাতা খুলতে পারেনি সিপিএম। ফলে ২০২৬ নিয়ে দলের মধ্যে রয়েছে বিশেষ সতর্কতা। ফলে তার আগে কোনও ব্যক্তি মুখকে সামনে রেখে দলীয় আদর্শ থেকে বিচ্যুতির বার্তা দিতে চায় না আলিমুদ্দিন। যাতে দলে বুথস্তরের কর্মী-সমর্থক থেকে শুরু করে জনমানসে ভুল বার্তা যায়।

তাই বিকাশরঞ্জনের মন্তব্য একদিকে দলেরই একাংশের মত বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

আজ খুলছে কসবার কলেজ

কলকাতা, ৬ জুলাই : সোমবার থেকে খুলছে কসবার সাউথ ক্যালকাটা ল কলেজ। তবে কলেজের যে অংশে অপরাধ সংগঠিত হয়েছে, সেখানে বিশেষ নজর থাকছে পুলিশের। কোনও তথ্যপ্রমাণ যাতে নষ্ট না হয়, সেদিকে বিশেষভাবে নজর দেওয়া হচ্ছে। পুলিশের তদন্তে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উঠে এসেছে। ঘটনার দিনে মূল অভিযুক্ত মনোজিৎ মিশ্র সহ বাকি ধৃতদের কার্যক্রম নজরে রয়েছে পুলিশের। মনোজিতের বিরুদ্ধে আরও অভিযোগ উঠে এসেছে। এদিকে অভিযুক্তদের সর্বোচ্চ শাস্তির দাবি জানিয়েছেন নির্যাতিতার বাবা।

তদন্ত চলা পর্যন্ত ঘটনাস্থলের নিরাপত্তায় বিশেষ নজর দেওয়া হবে। কলকাতা পুলিশের একজন ইনস্পেকটরের নেতৃত্বে একটি বিশেষ টিম সিল করা এলাকায় নজরদারি রাখবে। ইউনিয়ন রুম ও গার্ডরুম থেকে কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্যপ্রমাণ সংগ্রহ করেছেন তদন্তকারীরা। অভিযুক্তদের ফোন থেকে দেড় মিনিটের ফুটেজও উদ্ধার করা হয়েছে। ঘটনার দিন মনোজিতের ফোন থেকে একটি ভিডিও ও গার্ডরুমের জানলা থেকে আরও একটি ভিডিও তোলা হয়েছিল বলে জানতে পেরেছে পুলিশ। কলেজ খুললে যাতে কোনওভাবে তথ্যপ্রমাণে প্রভাব না পড়ে, সেদিকে নজর রেখে এখনই নিরাপত্তা সরিয়ে নেওয়া হবে না। জানা গিয়েছে ওই দিন ঘটনার পর কলেজের নিরাপত্তারক্ষীদের ঘরে বসে মদ্যপান করেছিল ধৃতরা। মদ্যপানের পরে ইএম বাইপাসের একটি ধাবায় গিয়ে খাওয়াদাওয়া করে তারা। তারপর নিজেদের মতো বাড়িতে চলে যায়। নিরাপত্তারক্ষী যাতে কাউকে কিছু না বলে তার জন্য তাঁকে শাসিয়ে কলেজ থেকে বেরিয়ে যায় তারা। দক্ষিণ কলকাতার এক প্রভাবশালী ব্যক্তিকে ঘটনার পরের দিন ফোনও করেছিল মনোজিৎ। সেই ব্যক্তির সাহায্য না পেয়ে আরও কয়েকজন প্রভাবশালীর সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল সে। ঘটনার পর থেকে রাসবিহারী, গড়িয়াহাট, বালিগঞ্জ স্টেশন রোড, ফার্ন রোড সহ একাধিক জায়গায় ঘোরাঘুরি করে মনোজিৎ।

তদন্তকারীরা মনে করছেন, যে প্রভাবশালীর হাত মনোজিতের মাথায় ছিল তাঁর সঙ্গে দেখা করার জন্যই ঘুরছিল সে। একবার সে কড়েয়া থানার কাছেও যায়। ঘটনার আগে বার বার প্রমিত মুখোপাধ্যায় ও জইব আহমেদের সঙ্গে তার বার বার কথা হয়েছিল। এই ঘটনা পূর্ব পরিকল্পিত। কলেজে খাপ পঞ্চায়েত বসাত মনোজিৎ ও তার শাগরেদরা। প্রথম বর্ষের দুই ছাত্রীর দিকেও নজর পড়েছিল তাদের।

কাজ চলছে অস্থায়ী কর্মীদের দিয়েই

কলেজে কলেজে তৃণমূলের দাপট

কলকাতা, ৬ জুলাই : প্রশ্নের মুখে কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্থায়ী কর্মীরা। তৃণমূল ছাত্র পরিষদের 'নেতা'রাই বছর বছর স্থায়ী ও অস্থায়ী কর্মী হিসেবে নিযুক্ত থাকার প্রমাণ মিলছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে। কাকদ্বীপ কলেজে অস্থায়ী কর্মী থাকার বিষয়ে সিলমোহর দিয়েছে তৃণমূল নিজেই। এরই মধ্যে রবিবার অভিযোগের তালিকায় যুক্ত হল দক্ষিণ ২৪ পরগনার ভাঙড় মহাবিদ্যালয়। উচ্চ শিক্ষা দপ্তরের নির্দেশিকা অনুযায়ী কলেজে যে সংখ্যক কর্মী থাকার কথা, তার বেশিরভাগটাই নেই। অভাব নিরাপত্তা রক্ষীরও। তাই দিনের পর দিন কলেজে স্থায়ী-অস্থায়ী কর্মী হিসেবে নিযুক্ত হয়ে চলেছেন তৃণমূলের 'নেতারা'।

কলকাতার স্বনামধন্য কলেজগুলিতে 'মনোজিৎ মডেল' চাপ বাড়িয়েছে শাসক শিবিরের অন্দরে। আশুতোষ কলেজের প্রাক্তন তৃণমূল ছাত্র পরিষদের নেতাদের মধ্যে কেউ এখন হেড ক্লার্ক, কেউ আবার হিসেব রক্ষক পদে কর্মরত। সুরেন্দ্রনাথ কলেজে প্রাক্তন তৃণমূল ছাত্র নেতা ও ছাত্র সংসদের প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক সহ ৪ জন ঠিক একইভাবে 'অস্থায়ী' ও 'স্থায়ী' কর্মী হিসেবে নিযুক্ত। পিছিয়ে নেই যোগেশচন্দ্র, গুরুদাস, হুগলির উত্তরপাড়া রাজা পেয়ারী মোহন ও সুন্দরবন মহাবিদ্যালয়ের মতো কলেজও। সেখানের কর্মীদের বেশিরভাগই শাসক শিবিরের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এরই মধ্যে ভাঙড় মহাবিদ্যালয়ের দিকেও উঠল একই অভিযোগ। কর্মরত ৮ জন কর্মীদের তালিকায় রয়েছে পঞ্চায়েত প্রধানের স্বামী ও প্রাক্তন জেলা পরিষদ সদস্যের ছেলে। এঁদের মধ্যে জাকির খান ভাঙড় কলেজের প্রাক্তন জিএস, শহিদুল ইসলাম সক্রিয় তৃণমূল নেতা, সাহানুর ইসলাম ইউনিয়নের সক্রিয় নেতা ও নাজমুল হোসেন মুকুল বর্তমান ছাত্র পরিষদের নেতা হিসেবেই পরিচিত।

তৃণমূল ছাত্র পরিষদের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক অভিরূপ চক্রবর্তীর যুক্তি, 'কোনও সংবিধানে লেখা নেই প্রাক্তনী হলে চাকরি করতে পারবে না। বাম আমলে তো চিরকুটের মাধ্যমে চাকরি হত।' ভাঙড় মহাবিদ্যালয়ের পরিচালন সমিতির সভাপতি বাহারুল ইসলাম জানিয়েছেন, '২০১১ সালের আগে থেকে শিক্ষাকর্মী হিসেবে এই ৮ জনকেই নিয়োগ করা হয়েছে। বহু বছর ধরে তাঁরা কাজ করে। কলেজে এদের কোনও রাজনৈতিক পরিচয় নেই।'

অবশ্য ক্যানিং পূর্বের বিধায়ক শওকত মোল্লার মত, 'মনোজিৎ মডেলে সবাইকে ফেললে সেটা ভুল হবে। ইচ্ছাকৃতভাবে প্রোপাগান্ডা তৈরি করে গরিব যোগ্য ছেলেদের পেটে লাথি মারার চেষ্টা করা হচ্ছে।' সিপিএমের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সুজন চক্রবর্তীর কটাক্ষ, 'বেআইনি নিয়োগের ফলেই সব তৃণমূলের নেতারা কর্তৃপক্ষ সেজে দাপট দেখাচ্ছে।' অবশ্য এই বিষয়ে তৃণমূলের অন্দরেও কাদা ছোড়াছুড়ি শেষ হচ্ছে না। সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেই

কোথায় কত নেতা

- আশুতোষ - হেডক্লার্ক, হিসাবরক্ষক
- সুরেন্দ্রনাথ- চার জন
- যোগেশচন্দ্র- দুই শিক্ষাকর্মী
- গুরুদাস- একজন
- ভাঙড় মহাবিদ্যালয়-আট
- উত্তরপাড়া রাজা প্যায়ারিমোহন-১০

বলেছেন, 'প্রাক্তনীদের নিজেদের প্রতিষ্ঠানে অস্থায়ী চাকরি করাই উচিত নয়। তৃণমূলের অন্য কর্মীদের চাকরি দেওয়া হোক।' তৃণমূলের ছাত্রপরিষদের ৭ জন নেতা-কর্মীকে কলেজে অস্থায়ীভাবে নিয়োগের কথা স্বীকার করে নিয়েছেন কাকদ্বীপের বিধায়ক মন্টুরাম পাখিরা।

বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর হুঁশিয়ারি, 'মঙ্গলবার ৫০ জনের তালিকা গ্যালারি সহ প্রকাশ করব। এরা সবাই ভাইপো গ্যাং।' ইউনিয়ন রুম বন্ধ হলেও কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের এই পরিস্থিতি আদৌ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ওপর থেকে 'দলীয় চাপ' সরাতে পারবে কিনা, সেই নিয়ে দুশ্চিন্তা রয়েছে। উচ্চ শিক্ষা দপ্তরের নির্দেশ অনুযায়ী স্থায়ী শিক্ষা কর্মী নিয়োগের প্রক্রিয়া কবে শেষ হবে, সেই অপেক্ষাতেও শিক্ষামহল।

গজলডোবার আদলে নলবনে পর্যটনের উদ্যোগ

নয়নিকা নিয়োগী

কলকাতা, ৬ জুলাই : সবুজের সান্নিধ্য পেতে ছুটির দিনে মুহূর্ত কাটাতে পর্যটকদের অন্যতম পছন্দ জলপাইগুড়ির ছোট্ট গ্রাম গজলডোবা। সরকারি উদ্যোগে ২০০ একর জায়গা নিয়ে সেখানে তৈরি করা হয়েছিল এক আকর্ষণীয় পর্যটন কেন্দ্র। এবার সেই গজলডোবার আদলেই কলকাতায় গড়ে উঠতে চলেছে সবুজে ঘেরা নয়া আধুনিক পর্যটন ক্ষেত্র। কলকাতা পুরসভার উদ্যোগে 'নেচার ইন্টারপ্রিটেশন সেন্টার' গড়ে তোলার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে সেক্টর ফাইভের পূর্ব কলকাতা জলাভূমির 'নলবন ভেড়ি' অঞ্চলে। সম্পূর্ণ প্রকল্পের জন্য ইতিমধ্যেই ধার্য হয়েছে ১৯ কোটি টাকার ওপর। এক বছরের মধ্যে এই সেন্টার তৈরি হবে বলে জানিয়েছেন পূর্ব কলকাতা জলাভূমি কর্তৃপক্ষ।

রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম জানিয়েছেন, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও জীববৈচিত্র্য রক্ষা করেই এই অঞ্চলকে পর্যটন

কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলা হবে। রাজ্য সরকারের কাছে কলকাতা পুরসভার তরফে ইতিমধ্যেই এই মর্মে প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে।

কলকাতার নিকাশি ব্যবস্থার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র নলবন ভেরি অঞ্চলটি দেশের ৯১টি 'রামসার সাইট' বা 'আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন জলাভূমি'র মধ্যে একটি।

এই প্রকল্প গড়ে তোলার জন্য ইতিমধ্যেই আইনি বাধা ও মৎস্য দপ্তরের নিয়মাবলি খতিয়ে দেখা শুরু হয়ে গিয়েছে। খসড়া অনুমোদন পেলে এখানে হাউসবোট, রেস্তোরাঁ সহ মাছ ধরা এবং বিনোদনের ব্যবস্থা রাখার পরিকল্পনা করা হবে বলেই জানিয়েছে পুরসভা।

অবৈধ দখলকারীদের ওই অঞ্চল থেকে সরাতে প্রশাসনিক তৎপরতা বাড়ানোর নির্দেশও দেওয়া হয়েছে। অবশ্য শুধুমাত্র প্রাকৃতিক সুরক্ষা নয়, এই ইকো-ট্যুরিজম প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে রাজ্যের আর্থিক লাভও বাড়বে বলেই আশাবাদী পুরসভা কর্তৃপক্ষ।

■ ৪৬ বর্ষ ■ ৫০ সংখ্যা, সোমবার, ২২ আষাঢ় ১৪৩২

শিক্ষাঙ্গনে নৈরাজ্য

ইউনিয়ন রুমের সঙ্গে অনেক মধুর স্মৃতি জড়িয়ে থাকে বহু রাজনৈতিক নেতার। রাজ্যের সব কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে সেই ইউনিয়ন রুম বন্ধ রাখার নির্দেশ দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট। নির্বাচিত ছাত্র সংসদ না থাকায় ইউনিয়ন রুমের অবৈধ ব্যবহারের অভিযোগে এক জনস্বার্থ মামলায় হাইকোর্টের এই নির্দেশ। ছাত্র সংসদের শেষ নির্বাচন হয়েছিল ২০১৭ সালে। এখন আর কোথাও নির্বাচিত ছাত্র সংসদ নেই।

বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া ইউনিয়ন রুম বন্ধ থাকাই উচিত বলেই মনে করেছে হাইকোর্ট। এই নির্দেশটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। কেননা, বহু ক্ষেত্রে শিক্ষাঙ্গনে দুষ্কর্মের আঁতুড় হয়ে দাঁড়াচ্ছে ইউনিয়ন রুম। সাউথ ক্যালকাটা ল' কলেজেও নিযাতিতাকে প্রথমে ইউনিয়ন রুমে নিয়ে গিয়েই যৌন হেনস্তা করা হয়েছিল। ইউনিয়নের দাদারাই মূলত দুষ্কর্মের পান্ডা ছিলেন।

একইসঙ্গে এটাও সত্যি যে, কসবা কাণ্ডে মূল অভিযুক্ত মনোজিৎ মিশ্রদের মতো চরিত্র থাকে সব আমলে। বর্তমানে গোটা রাজ্যে কলেজ-শিক্ষার হাল কমবেশি একই। সর্বত্র টিএমসিপি-র দাদাগিরি। ভর্তি প্রক্রিয়া থেকে শুরু করে কলেজের যাবতীয় কার্যকলাপ চলে ইউনিয়ন নেতাদের অঙ্গুলিহেলনে। শুধু কলেজের দাদারা নন, পঞ্চায়েতের কর্মকর্তা, কাউন্সিলার বা বিধায়ক ও রাজনৈতিক নেতারা তোলাবাজির ভাগ পান।

পশ্চিমবঙ্গের কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের পঞ্চাশ বছরেরও বেশি ইতিহাস ঘাঁটলে এই ছবি উঠে আসে। অর্ধশতক আগে রাজ্যে ছিল সিদ্ধার্থশংকর রায়ের কংগ্রেস সরকার। ১৯৭২-এ ক্ষমতায় আসেন সিদ্ধার্থশংকর। তার আগের দু-এক বছর নকশাল আন্দোলনের ধাক্কায় পড়াশোনা লাটে উঠেছিল রাজ্যের বেশ কিছু জেলায়। কিন্তু সিদ্ধার্থ জমানায় নকশাল উপদ্রব অনেকটা নিয়ন্ত্রিত হয়। সেই সুযোগে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে দাদাগিরি শুরু হয় কংগ্রেসের ছাত্র শাখা ছাত্র পরিষদ এবং যুব কংগ্রেসের।

কলেজ ক্যাম্পাসে তখন বহু অনৈতিক কাজকর্ম হত। সেই আমলে বড় সমস্যা ছিল কংগ্রেসের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব। প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সি, সুব্রত মুখোপাধ্যায়, সোমেন মিত্র, কুমুদ ভট্টাচার্য প্রমুখ অনেক নেতা। বিভিন্ন কলেজে ছিল সেই নেতাদের ঘনিষ্ঠ ছাত্র সংসদ। গোষ্ঠী সংঘর্ষ লেগে থাকত বারো মাস। তার সঙ্গে ভর্তিতে দুর্নীতি, ছাত্র নেতাদের মস্তানি, কলেজে অসভ্যতা ইত্যাদি তো ছিলই।

'৭৭-এ জরুরি অবস্থা শেষ হলে কেন্দ্রে ইন্দিরা গান্ধিকে সরিয়ে মোরারজি দেশাইয়ের জনতা পার্টির সরকার ক্ষমতায় এল। রাজ্যেও গদিতে বসল জ্যোতি বসুর নেতৃত্বে বামফ্রন্ট সরকার। তারপর থেকে ২০১১- দীর্ঘ চৌত্রিশ বছর বাংলার ছাত্র রাজনীতিতে একচ্ছত্র দাপট ছিল সিপিএমের ছাত্র শাখা এসএফআইয়ের। বামফ্রন্ট যখন ক্ষমতায় এল, প্রয়াত সুভাষ চক্রবর্তী, শ্যামল চক্রবর্তীরা তখন ছাত্র নেতা।

তোলাবাজি, ভর্তিতে দুর্নীতি, খুনখারাবি, শিক্ষক বদলিতে হস্তক্ষেপ- তখনও সব ছিল। প্রাথমিক থেকে ইংরেজি ও অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পাশ-ফেল তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত বাম আমলেই। তাই ভ্রান্ত শিক্ষানীতির দায় এসএফআই এড়াতে পারে না। কিন্তু কসবা বা আরজি কর কাণ্ডের মতো ঘটনা আগে কখনও ঘটেনি।

২০১১-য় ক্ষমতার পটপরিবর্তনের সঙ্গে পালাবদল ঘটল শিক্ষাঙ্গনেও। তখন থেকে টিএমসিপি-র মাতব্বরি। ভাঙড় কলেজে আরাবুল ইসলামের দাদাগিরি, অধ্যাপককে হেনস্তা- অনেক কিছুই ঘটেছে। কিন্তু কখনও এখনকার মতো অশালীনতা, নৈরাজ্যের পর্যায়ে পৌঁছোয়নি। ভর্তি তালিকায় অযোগ্যদের ঢুকিয়ে লক্ষ লক্ষ টাকা তোলা হয়। গোপনে কোথাও কোথাও মাদকের ঠেক চলে বলেও অভিযোগ।

গত বছর চিকিৎসক ধর্ষণ-খুন হলেন সরকারি হাসপাতালে। আর এবার আইনের পড়ুয়া গণধর্ষিতা হলেন সরকারি কলেজে। রাজনৈতিক দাদাদের হাত মাথায় আছে বলেই না মনোজিৎদের এত রমরমা। শুধু সাউথ ক্যালকাটা ল' কলেজ নয়, রাজ্যের বহু কলেজে এখন মনোজিৎদের ছড়াছড়ি। যাঁরা শেষ অবধি ধরা পড়েন বটে। কিন্তু যাঁদের প্রশ্রয়ে মনোজিৎদের বাড়বাড়ন্ত, সেই দাদারা সব জমানায় অন্তরালে থেকে যান। পুলিশ কবে তাঁদের গ্রেপ্তার করার সাহস দেখাবে?

অমৃতধারা

ভগবানকে কেন্দ্র করে যদি আমরা ঘুরি তাহলে আমরা মিলিত হব। যদি রাম আমাদের মধ্যে থাকে, তাহলে আমরা মিলিত হব। যত বেশি আমি তাঁর ওপর আশ্রিত হয়েছি, যত বেশি আমার তাঁর ওপর নির্ভরতা বেড়েছে তত কাজ সুন্দর হয়েছে। যত আমি খালি তত আমি সুন্দর। যে যার চিন্তা করে সে তার মতো হয়। বেদ- বেদান্ত-উপনিষদের শ্লোক পড়ার দরকার নেই, তাঁর চিন্তা করুন। তাঁর চিন্তা করা মানেই তো তাঁর মতো হয়ে যাওয়া। এটা আমি বলি, তোমরা ভালোবাসার চাষ করো। মানুষকে ভালোবাসো। নিজের কাছে নিজে PERFECT থাকা। নিজের কাছে নিজে ঠিক থাকা-এটাই সাধনা। এটাই কিন্তু ধর্মের একটা প্রধান দিক। যদি আমরা তিনশো পঁয়ষট্টি দিন ঈশ্বরকে চিন্তা করতে পারি, ঈশ্বরের ভাবনা করতে পারি, তাহলে তিনশো পঁয়ষট্টি দিনই কিন্তু আমরা শক্তিশালী হয়ে উঠব। -ভগবান

ফ্যান ছাড়া টেকা যাচ্ছে না নেদারল্যান্ডসে

তীব্র গরমে নাভিশ্বাস ইউরোপে। ফুলের দেশ হিসেবে পরিচিত নেদারল্যান্ডসের ফুল সমস্ত শুকিয়ে একাকার।

নীলাঞ্জন দে

স্বস্তি।। নেদারল্যান্ডসের ইউট্রেক্ট শহরের রাস্তায় স্প্রিংকলারের জলে স্নান খুদেদের।

অসহনীয় গরম। রেকর্ড গরম। প্রাণ অতিষ্ঠ করা গরম।

এইসব শব্দ এইসব দেশে আগে কেউ খুব একটা কোনওদিন শোনেনি। কিন্তু এখন গরমের দাপটে রাস্তাঘাটে যেন অঘোষিত কার্ফিউ।

গরমে বাংলার স্কুলে বারবার ছুটি দিয়ে দেওয়া হচ্ছে সেসব খবর এখানে বসে পড়ি। কিন্তু তা বলে এই নেদারল্যান্ডসে! ভাবা যায়? পথেঘাটে এখন এটাই মূল আলোচনা। কিন্তু ব্যাপারটা আর আলোচনায় থেমে নেই। মেয়ের স্কুল থেকে জরুরি মেল এসে গিয়েছে। অভিভাবকদের জন্য বাড়তি সতর্কতার নির্দেশ। বাচ্চাদের হালকা জামাকাপড় পরিয়ে স্কুলে পাঠাতে হবে। যাতে কোনওমতেই তার হাঁসফাঁস অবস্থা না হয়। স্বাভাবিক সময়ে তো বাচ্চারা স্কুলে ওয়াটার বটল নিয়েই যায়। কিন্তু এখন ওদের অনেক জল খাওয়া দরকার। তাই মেলে বলা হয়েছে, স্বাভাবিক দিনে যতটা জল নিয়ে যেত তার অতিরিক্ত জল সঙ্গে দিতে হবে। নজর দিতে হবে টিফিন বক্সেও। এখানকার স্কুলগুলো বাচ্চাদের স্বাস্থ্য নিয়ে খুবই সচেতন থাকে। সকাল সাড়ে ৮টায় বাচ্চারা স্কুলে পৌঁছায়। তারপর ১০টা নাগাদ ওদের ফ্রুট ব্রেক থাকে। প্রতিদিন ওদের বক্সে ফল দিতে হয়। এই পরিস্থিতিতে টিফিন বক্সে রসালো ফলের পরিমাণ যেন বেশি থাকে, তার দিকে অভিভাবকদের নজর দিতে বলা হয়েছে। ওদের এমনিতেই টিফিন বক্সে বাড়িতে বানানো খাবার ছাড়া কিছু দেওয়া নিষেধ। তার ওপর এই গরমে তো ওরা খাবার যাতে হালকা হয় সেদিকেও নজর রাখতে বলেছে।

এদেশে ক্লাসরুম পড়াশোনা যাতে একঘেয়ে না লাগে সেজন্য ঘণ্টাখানেক বা দুয়েক ছাড়া ছাড়া ক্লাসরুমের বাইরে নিয়ে গিয়ে খেলাধুলো করানো হয়। কিন্তু এই গরমে তাতে লাগাম টানতে হয়েছে। বাচ্চারা যাতে হতাশ না হয়ে পড়ে সেদিকে নজর রেখে সকালের দিকে একটু খেলাধুলো করিয়েই ক্লাসরুমে ঢুকিয়ে নেওয়া হয়। ওরা বাচ্চাদের মানসিক দিকেও কড়া নজর রাখে। তাই বারবার মাঠে খেলার সুযোগ যে তারা পাবে না সেটাও বাবা-মাকে বাচ্চাদের বুঝিয়ে মানসিক দিক থেকে তৈরি করাতে বলা হয়েছে। বাচ্চারা হতাশ হয়ে পড়ে এমন কোনও কাজ বা কথা ওদের বলা মানা। কোথাও বাচ্চাদের নিয়ে কোনও পার্টি থাকলেও চিঠিতে লেখা থাকে সেখানে বাচ্চারা কী কী আশা করতে পারে, যেমন ম্যাজিক শো, নাচ-গান, গল্প। কিন্তু যা বলা হবে তার থেকে বাচ্চাদের বঞ্চিত করা যাবে না। প্রচণ্ড গরমে বাচ্চাদের অধিকাংশ স্কুলে তাড়াতাড়ি ছুটি দেওয়ার সিদ্ধান্তও নেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ আমাদেরও এখন থেকে মেয়েকে স্কুল থেকে আনতে আগেভাগে যেতে হবে।

এই বছরে তীব্র গরমে নাভিশ্বাস উঠেছে গোটা ইউরোপের। দক্ষিণ ইউরোপের কয়েকটি দেশে ইতিমধ্যেই 'রেড অ্যালার্ট' জারি করা হয়েছে। তার মধ্যে স্পেন, পর্তুগাল, ইতালিতে ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াস ছাড়িয়েছে তাপমাত্রা। তীব্র তাপপ্রবাহে বেশ কয়েকজনের মৃত্যু হয়েছে এখনও পর্যন্ত। ইতালিতে প্রচণ্ড গরমে দাবানলের জন্য অনেক ঘরবাড়িও পুড়ে গিয়েছে। ফ্রান্স, জার্মানি, যুক্তরাষ্ট্রে তাপমাত্রা আরও বাড়বে বলে সতর্কতা জারি করা হয়েছে। উনিশ শতকের পর সার্বিয়াতে এই প্রথমবার এত গরম রেকর্ড করা হয়েছে, কিছু কিছু জায়গায় তো তাপমাত্রা ৪৬ ডিগ্রিও ছাড়িয়েছে।

উত্তর ইউরোপের দেশগুলোও এই গরমের হাত থেকে রেহাই পায়নি। নেদারল্যান্ডসের তাপমাত্রা ৩৫ ডিগ্রি ছাড়িয়েছে ১ জুলাই। বিগত ১০ বছরের মধ্যে এটাই সব থেকে বেশি। সরকারের তরফ থেকে রাস্তায় রাস্তায় সানস্ক্রিন মেশিন এবং ওয়াটার স্প্রে রাখা হয়েছে। দোকানগুলোতে ফ্যান বিক্রির চাহিদা অনেকটাই বেড়ে গেছে। চাহিদা এত বেড়েছে যে, তার জন্য প্রস্তুত ছিল না কোম্পানিগুলি। তাই অধিকাংশ দোকানেই সাপ্লাই নেই বললেই চলে। ফ্যান বা কুলার ছাড়াও এয়ারকন্ডিশনিং মেশিনের চাহিদাও দিন-দিন বাড়ছে এই নেদারল্যান্ডসে। স্কুলগুলিতে সর্বোচ্চ তলায় এয়ারকুলার বসানো হয়েছে। একতলা বা গ্রাউন্ড ফ্লোরে লাগানো হয়েছে ফ্যান। কিন্তু বাড়িতে লাগানোর জন্য ফ্যান কিনতে গিয়ে হতাশ হলাম। এত চাহিদা যে ফ্যান নেই বাজারে। সব শেষ।

ড্রিংকস-এর দোকানগুলোতে উপচে পড়া ভিড় লক্ষ করা যাচ্ছে। সুপার মার্কেটগুলোতে বরফের টুকরো বা আইস কিউব বিক্রি হত। সেগুলোর সাপ্লাইও একদম নেই বললেই চলে। স্থানীয় লোকেরা ইতিমধ্যেই কিনে নিয়ে বাড়িতে স্টক করে রেখেছে। তরমুজের বিক্রির পরিমাণ সব থেকে বেড়ে গিয়েছে। এখানকার বহু বাড়িতেই যতটা না ইট-কাঠের দেওয়াল তার চেয়ে বেশি কাচের দেওয়াল। আসলে সেগুলো দরজা বা জানলা। শীতকালে তা গরম ধরে রেখে বাড়ির বাসিন্দাদের যথেষ্ট আরাম দেয়। কিন্তু এই গরমে তা অসহনীয় হয়ে উঠেছে। অনেকে ওই কাচের অংশে সূর্যের আলো পড়া ঠেকাতে আলাদা স্ক্রিন লাগিয়েছে। অনেকে আবার বাগানে লাগানোর বড় ছাতা ব্যবহার করে দেওয়ালে রোদ পড়া আটকানোর চেষ্টা করে। কিন্তু বাজারে ছাতা কিনতে গিয়ে দেখা গেল তাও অমিল। আসলে আগে তো এসবের এত চাহিদা ছিল না। দরকারই পড়েনি।

যেহেতু ইউরোপের অন্যান্য দেশের মতো নেদারল্যান্ডসেও সূর্যের আলো অনেক রাত পর্যন্ত থাকে, তাই দুপুর দুটো থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত বাড়ির বাইরে বেরোনো দায়। ওই সময়টাতে সবাই বাড়ির মধ্যেই এখন থাকছে। সুইমিং পুল, নদী বা ছোট ছোট খালগুলোতে লোকজনের ভিড় দেখা যাচ্ছে। এখানে অতিবেগুনি রশ্মি বা ইউভি রে-র মাত্রা এতটাই বেশি যে, তাপমাত্রা ৩০ ডিগ্রি ছাড়ালেই সূর্যের আলোর তীব্রতা স্কিন বার্ন হওয়ার সম্ভাবনা বাড়িয়ে দিচ্ছে। তাই সানস্ক্রিন ছাড়া চলবে না। ভারতে সানস্ক্রিন যে বিক্রি হয় সেটা এসপিএফ৩০। কিন্তু নেদারল্যান্ডসে এখন এসপিএফ১০০ ছাড়া গায়ের চামড়া বাঁচানো অসম্ভব।

নেদারল্যান্ডস ফুলের দেশ। আর তাই রাস্তায় রাস্তায় প্রচুর ফুলের গাছ। রয়েছে অন্যান্য বড় বড় গাছও। এইসব গাছ যেন মরে না যায় তার জন্য সরকারের তরফ থেকে গাড়ি করে জল দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। আরেকটা উল্লেখযোগ্য ব্যাপার, নেদারল্যান্ডস বৃষ্টিপাতপ্রবণ দেশ। কিন্তু এই বছর মে থেকে জুলাই মাসে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ অনেকটাই কমে গিয়েছে। এবং সেই কারণেই মনে হয় গরমটা অনেক বেড়ে গিয়েছে। এর পাশাপাশি এখানকার চাষাবাদ ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ১৯৭৬ সালের পর এই বছরই সব থেকে বেশি 'শুষ্ক সাল' ঘোষণা হয়েছে সরকারের তরফ থেকে। যেহেতু জুন থেকে সেপ্টেম্বর হচ্ছে ইউরোপ ঘোরার জন্য প্রকৃত সময়, তাই অনেক পর্যটক ইতিমধ্যে এখানে এসে গিয়েছেন। জায়গায় জায়গায় সরকারের তরফ থেকে জলের বোতল বিলি করা হচ্ছে। তীব্র গরমে স্বস্তি খুঁজছেন স্থানীয় বাসিন্দা ও পর্যটকরা।

ইতিমধ্যেই নেদারল্যান্ডস সরকার 'রেড অ্যালার্ট' জারি করেছে সরকারি ও বেসরকারি কর্মচারীদের উদ্দেশে, যেন তাঁরা বেশিরভাগ সময় বাড়ি থেকেই কাজকর্ম করেন এবং যতটা সম্ভব অফিসে না আসেন। ট্রেন এবং ট্রামও সংখ্যায় অনেক কমে গিয়েছে। তীব্র তাপপ্রবাহের হাত থেকে বাঁচতে সবাই এখন তাকিয়ে রয়েছে বৃষ্টির দিকে।

(লেখক পেশায় আইটি কর্মী। বর্তমানে নেদারল্যান্ডসে কর্মরত)

আজ

২০২১

আজকের দিনে প্রয়াত হন কিংবদন্তি অভিনেতা দিলীপকুমার।

১৯৬৩

আজকের দিনে জন্ম অভিনেতা খরাজ মুখোপাধ্যায়ের ।

আলোচিত

২১ তারিখ নতুন চমক আসবে এবং সারা বাংলা দেখবে। দাবি করতে অসুবিধা কী! স্বপ্ন দেখুক সবাই। দিলীপ ঘোষ ফুল বদলায় না। ফুল ফোটায়। যেমন জঙ্গলমহলের রুক্ষ্ম মাটিতে ড্রাগন ফলিয়েছি। ফল তো সবে পাকতে শুরু করেছে।

- দিলীপ ঘোষ

ভাইরাল/১

কয়েকজন বনের ধারে নদীতে স্নান করতে নেমেছিল। একজন পাড়ে বসে। হঠাৎ এক অজগর তার ঘাড়ে কামড়ানোর চেষ্টা করে। জলে লাফ মেরে উলটো পাড়ে চলে আসে সে। অন্যরা প্রাণ বাঁচাতে দৌড় দেয়। ভিডিও ভাইরাল।

ভাইরাল/২

মোষের গুন্ডামি। উত্তরপ্রদেশের এক পুরসভায় ঢুকে পড়ে মোষটি। বাইরে রাখা টবগুলি ভেঙে চুরমার করে। তাড়াতে গেলে শিং উঁচিয়ে তেড়ে যায়। তার তাণ্ডবে সেখানে রাখা ফাইলগুলি ছড়িয়ে ছিটিয়ে একাকার। ভয়ে পালাতে থাকেন কর্মীরা।

জনমন জনমত

সাংস্কৃতিক মঞ্চ হোক পতিরামে

পুণ্যসলিলা আত্রেয়ী নদীর তীরে ইতিহাস ও সংস্কৃতির সাক্ষ্য বহন করে চলেছে পতিরাম। একদিকে ইংরেজ শাসনকালের ডাকবাংলো, অন্যদিকে ইছামতী নদীর প্রাচীন ইতিহাস যেন আজও পর্যটকদের আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু। সেই আটের দশক থেকে যাত্রাশিল্পের নাম উঠলেই আজও উঠে আসে পতিরামের নাম। আজও পতিরামের বুকে সংস্কৃতির এক মেলবন্ধন বয়ে চলেছে সমান্তরালভাবে। কবি, চিত্রকর, লেখক, সাহিত্যিক, গবেষক হিসেবে অনেকেই আজ শুধুমাত্র স্থানীয় ক্ষেত্রেই নয়, রাজ্য ও জাতীয় স্তরে সুনাম অর্জন করেছেন পতিরামের নাগরিক হিসেবে। নাটকের ধারাবাহিকতা বজায় রেখে চলেছেন দিশারি নাট্য সংস্থা, আনন্দ নাট্যনিকেতন, পতিরাম নাগরিক ও যুবসমাজের নাট্যশিল্পীরা।

কিন্তু সাংস্কৃতিক এত পৃষ্ঠপোষকতা থাকলেও এলাকার রুচিশীল নাগরিকদের আক্ষেপ, আজও পতিরামে কোনও নাট্যমঞ্চ বা নাট্যতীর্থ হয়নি। কোনও নাটক উপস্থাপন করতে চরম সমস্যায় পড়ে নাট্য আয়োজক সংস্থা। এই নিয়ে প্রশাসনের কাছে বারবার জানিয়েছেন এলাকার সংস্কৃতিমনস্ক নাগরিকরা। দিনে দিনে সাংস্কৃতিক পরিধি বাড়ছে, সেখানে একটি স্থায়ী নাট্যমঞ্চ হলে দীর্ঘদিনের অভাব পূরণ হবে বলে মনে করছেন সকলে। এখন অপেক্ষার প্রহর গোনা, প্রশাসনের তরফে কবে সবুজ সংকেত মেলে।

শংকর সাহা
পতিরাম, দক্ষিণ দিনাজপুর।

পথকুকুরদের নিরাপত্তা চাই

রাস্তাঘাট বিশেষ করে জাতীয় সড়কের মতো গুরুত্বপূর্ণ ও ব্যস্ত সড়কে প্রতিনিয়ত চোখে পড়ছে কুকুর ও বিড়ালের লাশ। বেশিরভাগ লাশ ছিন্নভিন্নভাবে অথবা গাড়ির ধাক্কায় রাস্তার ধারে ছিটকে পড়ে থাকে এবং ক্রমাগত তা পচে দুর্গন্ধ ছড়ায়, যা পথচলতি মানুষজনের কাছে যথেষ্ট বিরক্তির কারণ হয়ে ওঠে। দ্রুতগতিতে চলা গাড়ির চালকরা অনেক সময় রাস্তা পারাপারকারী এইসব কুকুর ও বিড়ালকে তোয়াক্কা না করে গাড়ি চালিয়ে দেন। এইসব নিরীহ পশু রাস্তা পারাপারের সময় তো বুঝবে না যে, গাড়ির ধাক্কায় তারা বেঘোরে প্রাণ হারাবে। চালকদের উচিত, রাস্তা পারাপারের সময় এইসব নিরীহ পশুর সুরক্ষার ব্যাপারে নজর রাখা, যেন কোনওভাবেই তাদের পিষে দেওয়া না হয়।

বেপরোয়া গতিতে চলাচলকারী গাড়ির চালকদের প্রতি আবেদন, একজন মানুষের রাস্তা পারাপারের ক্ষেত্রে যতটা সাবধানতা অবলম্বন করে থাকেন, ঠিক তেমনই ভাবে রাস্তা দিয়ে অন্যান্য প্রাণীর পারাপারের সময়েও যেন একই সিদ্ধান্ত থাকে। তাহলেই বেঁচে যাবে নিরীহ প্রাণীগুলো।

রমেন রায়
রথেরহাট, ময়নাগুড়ি।

মিষ্টি হোক বা তেতো দিনটা চকোলেটের

ভ্যালেন্টাইন্স সপ্তাহে চকোলেট দিবস রয়েছে। কিন্তু আজকের দিনটাও যে চকোলেটে নিবেদিত তা অনেকের জানা নেই।

অরিন্দম ঘোষ

ছবি : এআই

আমাদের ছোটবেলায় বয়স্ক মানুষরা কেউ কেউ গাল টিপে হাতে লজেন্স গুঁজে দিতেন। তখন বাজারে চকোলেট থাকলেও তার একচ্ছত্র আধিপত্য শুরু হয়নি। বাচ্চারা একটা লজেন্স পেলেই দারুণ খুশি হয়ে যেত। আর চকোলেট পেলে তো কথাই নেই, নিজেকে মনে হত সম্রাট।

এখন তো সুদৃশ্য শপিং মলের কোনও কোনওটায় আলাদা করে চকোলেট সেকশন থাকে। দেশি-বিদেশি নানা ধরনের চকোলেট সাজানো থাকে সেখানে। এত ধরনের চকোলেট থেকে নিজের মনের মতো চকোলেট বেছে নেওয়া খুবই শক্ত ব্যাপার। কিছুদিন আগে, একটি শিশুকে আমি সেই চকোলেট সেকশনে মুখ হাঁ করে বিভোর হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছি। আমি সেই শিশুটির স্বপ্নালু চোখের দিকে তাকিয়ে বেশ আনন্দ পেলাম। প্রথম প্রেমে পড়লে চোখের দৃষ্টি এরকম হয়।

সেদিক থেকে দেখতে গেলে, চকোলেট আসলে শৈশবের প্রথম প্রেম। পড়াশোনা তখন উচ্ছের মতো তেঁতো লাগে, আর চকোলেট মিষ্টি। তবে চকোলেটের সঙ্গে যে দুটি বস্তুর সম্পর্ক খুব গভীর, সে দুটি হল মন আর দাঁত। চকোলেট খেলে মন ভালো হয়, আবার চকোলেট খেলেই দাঁত খারাপ হয়। আমি লক্ষ করে দেখেছি, যারা নিয়মিত চকোলেট খেতে খুব পছন্দ করে, তারা সাধারণত কিছুতেই প্রকাশ্যে নিজের ওজন মাপাতে চায় না। আমি নিজেও অবশ্য সে দলেই পড়ি। আমার এক ছাত্র দুবাই থেকে আমার জন্য এক বাক্স চকোলেট নিয়ে এসেছিল, প্রায় ১০-১২টা চকোলেট, খেতে খুবই সুস্বাদু, ফলে অতগুলো চকোলেট একদিনেই শেষ হয়ে গিয়েছিল। অবশ্য যাঁরা স্বাস্থ্য নিয়ে মাথা ঘামান, তাঁরা বলেন, ডার্ক চকোলেট নাকি স্বাস্থ্যের পক্ষে বেশ ভালো, ইদানীং তাই অনেকে ডার্ক চকোলেটই পছন্দ করছেন।

আমাদের সমস্ত সিনেমায় রোমান্টিক নায়করা অনেকসময় কোমল ব্যবহার আর মিষ্টি হাসি দিয়ে নায়িকাদের মন জয় করে নেয়, তখন তাদের বলা হয় 'চকোলেট হিরো'। সিনেমার বাইরেও এই শব্দটার প্রয়োগ হতে হামেশাই দেখেছি। আকর্ষণীয়, সফট নেচারের ভদ্র, কিউট ছেলেদের 'চকোলেট বয়' নামে ঠাট্টা করে ডাকতে শুনেছি।

অনেক তারিখ মনে এভাবে গেঁথে যায় যে কিছুতেই ভোলা যায় না। 'চকোলেট ডে' এই কথাটি বললেই আমাদের মন চলে যায় ৯ ফেব্রুয়ারিতে। ৭ জুলাই আন্তর্জাতিক চকোলেট দিবসের কথা আমরা অনেকেই জানি না। নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের মধ্যে ভ্যালেন্টাইন্স সপ্তাহ বেশ জনপ্রিয় হলেও আমার মনে হয়, সেই সপ্তাহের অনেকগুলো দিবসের মাঝে 'চকোলেট ডে' কেমন যেন হারিয়ে যায়। সেই দিক থেকে দেখতে হলে ৭ জুলাই দিনটি যেন বিচ্ছিন্ন, একা। চকোলেট ডে এরকম একটা আলাদা দিনেই পালিত হওয়া উচিত।

আর একটি কথা। যখন যা জনপ্রিয় হয়, অনেকসময় সবকিছুতেই তার অতিরিক্ত ব্যবহার চলে। চকোলেট-এর জনপ্রিয়তার কারণে সব খাবারেরই এখন চকোলেট ফ্লেভার পাওয়া যায়। যেমন অকারণে চকোলেট মোমো নামের একটি বিচিত্র খাবারও মার্কেটে এসেছে। আমার মতে, সব জিনিসের মধ্যে এভাবে জোর করে চকোলেট ঢোকাবার কোনও দরকার নেই, চকোলেট নিজের মতো করে থাকুক। স্বমহিমায়।

(লেখক সাহিত্যিক। শিলিগুড়ির বাসিন্দা)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে।
ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান।
মেল—ubsedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪১৮৫

১		২	★	৩	★	★	★
	★	৪			★	৫	৬
৭			★		★	★	
★	★	★	★	৮			
৯			১০	★	★	★	★
	★	★		★	১১		১২
১৩		★	১৪			★	
★	★	★		★	১৫		

পাশাপাশি : ১। গভীর রাত ৪। চ্যাপ্টা হাঁড়িবিশেষ ৫। প্রতিপদযুক্ত পূর্ণিমা তিথি ৭। পাহাড়ের গুহা, কাঁধ ৮। বিবাহিতা তরুণী, সধবা নারী ৯। যে দূত যুদ্ধে ব্যর্থতা বা পরাজয়ের খবর নিয়ে আসে ১১। বর্ণনা, মুখ ১৩। নম্বরের সংক্ষিপ্ত রূপবিশেষ ১৪। বলিষ্ঠ, লম্বাচওড়া ১৫। আগুন জ্বালাবার উপকরণ।

উপর-নীচ : ১। সাপের খোলস, আবরণ ২। মুরগিজাতীয় পাখিবিশেষ ৩। শ্রীকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ৬। বন, উপবন ৯। দেবতার মহিমাকীর্তন ও স্তুতি ১০। টাটকা, জীবন্ত ১১। জাঁক, যোগমায়া নামে পরিচিত বৃন্দাবনের যে বৃদ্ধা রাধাকৃষ্ণের মিলন ঘটিয়েছিলেন ১২। পুত্র, আনন্দদায়ক।

সমাধান ■ ৪১৮৪

পাশাপাশি : ১। দুর্বিপাক ৩। চড়ক ৫। কটকবালা ৭। পতগ ৯। কবিতা ১১। বকধার্মিক ১৪। তকলি ১৫। রঘুবর।

উপর-নীচ : ১। দূরালাপ ২। কয়েক ৩। চন্দক ৪। কইলা ৬। বাতাবি ৮। তড়াক ১০। তালেবর ১১। বনাত ১২। ধামালি ১৩। কন্দর।

বিন্দুবিসর্গ

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

শেষপর্যন্ত নয়া দলের ঘোষণা মাস্কের

ওয়াশিংটন, ৬ জুলাই : আর রাখঢাক গুড়গুড় নয়। মার্কিন রাজনীতির স্থিতাবস্থা ভাঙার চেষ্টা শুরু করে দিলেন এলন মাস্ক। রিপাবলিকান ও ডেমোক্র্যাট পার্টির বিরুদ্ধে লড়াইয়ের ডাক দিয়ে শনিবার নতুন দলের ঘোষণা করেছেন তিনি। তবে মাস্কের মূল লক্ষ্য যে পুরোনো বন্ধু ডোনাল্ড ট্রাম্প, তা নিয়ে ধোঁয়াশা নেই। এক্স হ্যান্ডেলে করা পোস্টে মাস্ক লিখেছেন, 'দুর্নীতি এবং বেহিসেবি খরচের মাধ্যমে আমাদের দেশকে দেউলিয়া অবস্থার দিকে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে। আমরা আদতে একটা একদলীয় ব্যবস্থার মধ্যে বাস করছি। এখানে গণতন্ত্র নেই। আপনাদের স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে আজ আমেরিকা পার্টি গঠিত হল।' এদিন পর্যন্ত দলটির নথিভুক্তি সংক্রান্ত কোনও বিজ্ঞপ্তি জারি করেনি ইউএস ফেডারেল ইলেক্টোরাল কমিশন।

বহুদলীয় গণতন্ত্র হলেও বরাবর রিপাবলিকান ও ডেমোক্র্যাট পার্টির মধ্যে মেরুকরণ দেখতে অভ্যস্ত মার্কিনীরা। যদিও সেখানে লিবার্টেরিয়ান পার্টি, গ্রিন পার্টি ও পিপলস পার্টি প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রার্থী দেয়। কিন্তু এখনও পর্যন্ত রিপাবলিকান ও ডেমোক্র্যাট বাদে কোনও দলই প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে উল্লেখযোগ্য ভোট পায়নি। প্রাদেশিক আইনসভা এবং মার্কিন কংগ্রেসের দু-কক্ষের ছবিটাও আলাদা নয়। এই পরিস্থিতিতে মাস্কের নতুন দল গঠনের সিদ্ধান্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। দল তৈরি করলেও আমেরিকার বাইরে জন্ম নেওয়া মাস্ক নিজে কখনও প্রেসিডেন্ট ভোটে লড়াই করতে পারবেন না। তবে আমেরিকায় জন্মগ্রহণকারী কাউকে প্রার্থী করলে তাঁর দলের প্রেসিডেন্ট ভোটে লড়াই করতে বাধা নেই।

পর্যবেক্ষকদের মতে, অর্থের অভাব না থাকায় নতুন দলকে

প্রচারের আলোয় রাখতে মাস্কের সমস্যা হবে না। কিন্তু আমেরিকার সাধারণ মানুষের কাছে আমেরিকা পার্টি কতটা গ্রহণযোগ্য হবে, তার আঁচ পেতে কয়েকবছর সময় লাগবে। কয়েকসপ্তাহ আগেও ট্রাম্পের পরামর্শদাতাদের মধ্যে প্রথমসারিতে ছিলেন মাস্ক। গত প্রেসিডেন্ট ভোটে ট্রাম্পের বিপুল জয়ের পিছনেও তাঁর অর্থ এবং কৌশলগত সাহায্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল। সরকার গঠনের পর মাস্ককে ডিপার্টমেন্ট অফ গভর্নমেন্ট এফিশিয়েন্সি'র প্রধানের দায়িত্ব দিয়েছিলেন ট্রাম্প। মাস্কের কাজ ছিল সরকারের খরচ যথাসম্ভব কমিয়ে আনা। মাস্কের সুপারিশ মেনে বিপুল সংখ্যক ফেডারেল কর্মীকে চাকরিচ্যুত করেছিলেন ট্রাম্প।

দুই বন্ধুর মধ্যে দূরত্ব তৈরি হয়েছে ট্রাম্পের 'ওয়ান বিগ বিউটিফুল' বিলকে কেন্দ্র করে। মাস্কের মতে, এর ফলে আমেরিকার বাজেট ঘাটতি ধরাছোঁয়ার বাইরে চলে যাবে। শুক্রবার মার্কিন কংগ্রেসে পাশ হওয়া বিলে সই করে সেটিকে আইনে পরিণত করেছেন ট্রাম্প। এর ২৪ ঘণ্টার মধ্যে নতুন দল গঠনের কথা ঘোষণা করলেন মাস্ক।

বৃষ্টি-বন্যায় টেক্সাসে মৃত বেড়ে ৫১

টেক্সাস, ৬ জুলাই : টানা বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত আমেরিকার টেক্সাস। রবিবার পর্যন্ত মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫১। মৃতদের মধ্যে রয়েছে ১৫টি শিশু। বাড়ছে নিখোঁজের সংখ্যা। ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে কের কাউন্টি। বৃষ্টি অব্যাহত থাকায় সান অ্যান্টোনিও শহরে জারি হয়েছে বন্যা সতর্কতা। খবর মেলেনি সামার ক্যাম্পে যোগ দিতে আসা ২৭ পড়ুয়ার। বাড়ছে উদ্বেগ। ভেসে গিয়েছে বাড়ি-ঘর, গাড়ি, উপড়ে পড়েছে বহু গাছপালা। গাছের ডাল ধরে ঝুলে প্রাণ বাঁচিয়েছেন অনেকে। যুদ্ধকালীন তৎপরতায় কাজ চালাচ্ছে উদ্ধারকারী দল। প্রায় ৮৫০ বাসিন্দাকে সরানো হয়েছে নিরাপদ জায়গায়। উদ্ধারকাজে নামানো হয়েছে নৌকা, হেলিকপ্টার, ড্রোন।

মৃতদের পরিবারকে সমবেদনা জানিয়েছেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং ফার্স্ট লেডি মেলানিয়া ট্রাম্প। বন্যায় মৃত্যুর ঘটনায় শোকপ্রকাশ করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, 'টেক্সাসের ভয়াবহ বন্যায় বহু মানুষ বিশেষত শিশুদের মৃত্যুতে গভীরভাবে দুঃখিত। মার্কিন সরকার এবং ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারবর্গের প্রতি আমার সমবেদনা রইল।'

স্কার্ট, জিনসে মন্দিরে প্রবেশ বন্ধে ফতোয়া

ভোপাল, ৬ জুলাই : জিনস, মিনি স্কার্ট কিংবা পশ্চিমী পোশাকে মন্দিরের ভিতরে ঢোকা যাবে না। মন্দিরে ঢুকতে হলে কিশোরী, তরুণী ও মহিলাদের ভারতীয় সংস্কৃতি অনুযায়ী পোশাক পরে মাথা ঢাকতে হবে। মধ্যপ্রদেশের জবলপুরের অন্তত ৪০টি মন্দিরের বাইরে এমন পোস্টার পড়েছে। একটি দক্ষিণপন্থী সংগঠনের সাঁটানো পোস্টার ঘিরে হইচই পড়ে গিয়েছে শহরে। বিষয়টির তীব্র সমালোচনা করেছেন নারী অধিকার কর্মীরা।

নারী অধিকার কর্মী, আইনজীবী রঞ্জনা কুরারিয়া বলেছেন, 'পোশাক পরা আমাদের অধিকারের মধ্যে পড়ে। আমরা যাতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করব, তাই পরব। কী পোশাক পরব সেটা আমরাই ঠিক করব, কারও নির্দেশে নয়।' তিনি জানিয়েছেন, পোশাক নিয়ে ফতোয়ায় ভারতীয় সংস্কৃতির উল্লেখ করা হয়েছে। রঞ্জনার প্রশ্ন, 'ভারতীয় সংস্কৃতি কী? আমরা অতীতের দিকে তাকালে দেখব, একটা সময়ে সেলাই করা পোশাক এদেশে পাওয়া যেত না। আনা হত বিদেশ থেকে।'

পোস্টার টাঙানোর কথা স্বীকার করে মহাকাল সংঘ আন্তর্জাতিক বজরং দলের জেলা মিডিয়া ইনচার্জ অঙ্কিত মিশ্র বলেছেন, 'ধর্মীয় বিষয়ে মেয়েরা অগ্রণী ভূমিকা নেন। ভারতীয় সংস্কৃতি রক্ষা করা তাঁদের হাতে। মন্দিরে যাওয়ার জন্য ভারতীয় ঐতিহ্য অনুসারে তাঁরা পোশাক পরুন।' তিনি এও জানিয়েছেন, পোস্টারে যা বলা হয়েছে তা অনুরোধ, নির্দেশ নয়।

সার্ভিস বন্দুকের গুলিতে মৃত্যু

শ্রীনগর, ৬ জুলাই : নিজের সার্ভিস রাইফেলের গুলিতেই মৃত্যু হল রাষ্ট্রীয় রাইফেলস-এর এক জওয়ানের। জম্মু ও কাশ্মীরের রাজৌরির শিবিরে ঘটনাটি ঘটেছে শনিবার গভীর রাতে। ৫৪ নম্বর রাষ্ট্রীয় রাইফেলসের ওই জওয়ান নিজের অসাবধানতায় এই ঘটনা ঘটিয়েছেন নাকি তিনি আত্মঘাতী হয়েছেন তা এখন বলা যাচ্ছে না। পুলিশ জানিয়েছে, বিষয়টি নিতে তদন্ত শুরু হয়েছে। ঘটনার সময় ক্যাম্পে আর কেউ ছিলেন কি না তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ময়নাতদন্তের জন্য দেহ নিয়ে যাওয়া হয়েছে। জওয়ানের বাড়িঘর, পরিজন সম্পর্কে কিছু জানা যায়নি।

ভালো থাকুন... জন্মদিনে দলাই লামাকে শুভেচ্ছা হলিউড অভিনেতা রিচার্ড গেরের। রবিবার ধরমশালায়।

বিহারে সুর বদল নির্বাচন কমিশনের

ভোটারদের এখনই নথি দরকার হবে না

নয়াদিল্লি ও পাটনা, ৬ জুলাই : বিরোধী শিবিরের লাগাতার চাপের মুখে অবশেষে বিহারে ভোটার তালিকার স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন (এসআইআর) নিয়ে সুর বদল করল নির্বাচন কমিশন। মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিক (সিইও) জানিয়েছেন, এসআইআরের জন্য এখনই কোনও নথি লাগবে না। বাধ্যতামূলক নথিগুলি জমা না দিয়েও ভোটাররা ভোটার তালিকায় নাম রয়েছে কি না, তা যাচাই করতে পারবেন।

রবিবার বিহারের সমস্ত স্থানীয় সংবাদপত্রে নির্বাচন কমিশনের তরফে এই সংক্রান্ত একটি বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে, 'ভোটাররা যদি প্রয়োজনীয় নথিগুলি দিয়ে দেন তাহলে নির্বাচনি রেজিস্ট্রেশন অফিসার (ইআরও)-র পক্ষে ভোটারদের আবেদন যাচাই করা সুবিধাজনক। যদি ভোটাররা সেই প্রয়োজনীয় নথিগুলি জমা দিতে না পারেন, তাহলে তদন্ত করে বা অন্যান্য তথ্যপ্রমাণের ভিত্তিতে ইআরও সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন।' ভোটার তালিকা সংশোধন ঘিরে বিতর্কের মধ্যেই কমিশনের এই বিজ্ঞপ্তিকে স্বাভাবিকভাবেই পিছু হটার ইঙ্গিত বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল। সিইও-র দপ্তর থেকে বলা হয়েছে, 'ভোটাররা ফর্মগুলি পূরণ করে নথি ও ছবি সহ যত দ্রুত সম্ভব বুথ লেভেল অফিসারদের (বিএলও) কাছে জমা দিন। যদি প্রয়োজনীয় নথি কাছে না থাকে তাহলে ফর্মগুলি ভরে সেগুলি জমা দিন।' এসআইআর প্রক্রিয়ায় আধার, প্যান, মনরেগা কার্ড, ভোটার কার্ড, ড্রাইভিং লাইসেন্স, ব্যাংক পাসবুক গ্রাহ্য করা হবে না। জন্মের শংসাপত্র, পাসপোর্ট, শিক্ষাগত যোগ্যতার শংসাপত্রের মতো ১১টি নথি গ্রাহ্য করা হবে।

এদিকে নির্বাচন কমিশনের ভোটার তালিকা সংশোধনের

একনজরে

- নথি এখন না লাগলেও পরে তা জমা দিতে হবে
- ভোটাররা প্রয়োজনীয় নথিগুলি জমা দিতে না পারলে তদন্ত করা হবে
- এসআইআর প্রক্রিয়ায় আধার, প্যান, মনরেগা কার্ড, ভোটার কার্ড, ড্রাইভিং লাইসেন্স, ব্যাংক পাসবুক গ্রাহ্য করা হবে না
- জন্মের শংসাপত্র, পাসপোর্ট, শিক্ষাগত যোগ্যতার শংসাপত্রের মতো ১১টি নথি গ্রাহ্য করা হবে

নির্দেশের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে এবার মামলা করেছেন তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্র। তাঁর দাবি, অবিলম্বে ওই নির্দেশ বাতিল করতে হবে। বিহারের মতো নির্দেশ পশ্চিমবঙ্গ সহ অন্য কোনও রাজ্যে যাতে না দেওয়া হয়, সেই আবেদনও করেছেন তিনি। কমিশনের নির্দেশের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে একাধিক মামলা দায়ের হয়েছে। শনিবার মামলা করেছে অ্যাসোসিয়েশন ফর ডেমোক্র্যাটিক রিফর্মস বা এডিআর। মহুয়ার বক্তব্য, 'কমিশনের নির্দেশ ভারতের সংবিধানের ১৪, ১৯ (১), ২১, ৩২৫, ৩২৬ নম্বর অনুচ্ছেদ, জনপ্রতিনিধি আইন এবং ভোটার নিবন্ধনের নিয়ম লঙ্ঘন করছে। এই নির্দেশ যদি বাতিল না করা হয়, এর ফলে বহু মানুষ ভোটাধিকার হারাবেন। এটা গণতন্ত্রের অসম্মান এবং দেশে অবাধ সুষ্ঠু নির্বাচনের কাঁটা।' এর আগে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে তৃণমূলের একটি প্রতিনিধি দল নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে দেখা করে ভোটার তালিকা সংশোধনের নির্দেশের বিরোধিতা করেছিল। কংগ্রেস সহ বিরোধী শিবিরের বড় অংশেরই অভিযোগ, বৈধ ভোটারদের ভোটার তালিকা থেকে বাদ দিতেই নতুন নির্দেশ জারি করা হয়েছে।

এদিকে কমিশনের নতুন বিজ্ঞপ্তি সম্পর্কে বিহারের প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি রাজেশ কুমার বলেন, 'এই প্রক্রিয়া কি শাসকদলকে সুবিধা করে দেওয়ার সুপরিকল্পিত চক্রান্ত? ভোটার তালিকার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ইআরও-র বিবেচনার ওপর ছেড়ে দিলে বিজেপি-জেডিইউয়ের ভোটার তালিকা সাজানো হবে। বিহারে ৮ কোটি ভোটারকে ভোট থেকে বঞ্চিত করার ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে। এর বিরুদ্ধে আমরা লড়াই চালিয়ে যাব।'

দলাইয়ের উত্তরসূরি, চিনকে বার্তা আমেরিকার

ধরমশালা, ৬ জুলাই : নব্বইয়ে পা দিলেন তিব্বতিদের আধ্যাত্মিক গুরু দলাই লামা। এই উপলক্ষ্যে রবিবার হিমাচলপ্রদেশের ধরমশালার তাসুগলাখাং মঠে বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। বৃষ্টি ও তুষারপাত উপেক্ষা করে সেখানে স্থানীয় বাসিন্দা, ভারতে থাকা তিব্বতি শরণার্থীদের পাশাপাশি গোটা বিশ্ব থেকে আসা দলাই-অনুরাগীরা ভিড় জমিয়েছিলেন। ছিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কিরেন রিজিজু, রাজীবরঞ্জন সিং,অরুণাচলের মুখ্যমন্ত্রী পেমা খান্ডু, সিকিমের মন্ত্রী সোনম লামা, হলিউড তারকা রিচার্ড গের প্রমুখ। শুভেচ্ছা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এক্স হ্যান্ডেলে তিনি লিখেছেন, '৪০ কোটি ভারতবাসীর সঙ্গে আমিও দলাই লামাকে তাঁর ৯০তম জন্মদিনে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। তিনি প্রেম, করুণা, ধৈর্য এবং নৈতিক শৃঙ্খলার প্রতীক। তাঁর বক্তব্যে সব ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা এবং প্রশংসার প্রতিফলন ঘটেছে। আমরা তাঁর সুস্বাস্থ্য এবং দীর্ঘায়ু কামনা করছি।'

জন্মদিনের অনুষ্ঠান শুরু হয় দলাই লামার কেক কাটার মধ্যে দিয়ে। এক ছোট্ট লামার উপস্থিতিতে কেক কেটে দলাই লামা বলেন, 'মানুষের ভালোবাসা আমাকে অনুপ্রাণিত করে। ব্যক্তিগতভাবে আমি বোধিসত্ত্বচর্যাবতারের অনুসারী। জীব সেবাই আমার জীবনের লক্ষ্য।' তাঁর কথায়,

জন্মদিনে তিব্বতি ধর্মগুরুকে শুভেচ্ছা মোদির

'নিজেকে বড় বলে জাহির করা নয়, অন্যকে গুরুত্ব দেওয়াকে আমি নিজের কর্তব্য বলে মনে করি। মানুষ আমার চারপাশে ভিড় জমান এই কারণে। ভালোবাসার টানে আপনারা আমার জন্মদিনে এসেছেন। কেউ এজন্য আপনাদের বাধ্য করেনি।'

দলাই লামা আরও বলেন, 'মনে হয় আমি জীবনটাকে অকারণে ব্যয় করিনি। দলাই লামা হওয়ার পরেও অহংকার আমার মধ্যে বাসা বাঁধেনি। আমি একজন ভিক্ষু এবং ভগবান বুদ্ধদেবের অনুসারী হয়ে রয়ে গিয়েছি।' চতুর্দশ দলাই লামার জন্মদিনে তাসুগলাখাং মঠে তিব্বতি, ভারতীয় এবং পাশ্চাত্য ঘরানার নাচ-গানের আয়োজন করা হয়েছিল। শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন সুইৎজারল্যান্ড প্রবাসী তিব্বতি গায়িকা জাম্যান চোয়েদেন। নৃত্য পরিবেশন করেন মঙ্গোলিয়া এবং আলবেনিয়ার শিল্পীরা। এদিন দলাই লামাকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশ, বিল ক্লিন্টন এবং বারাক ওবামা।

তিব্বতি ধর্মগুরুকে শুভেচ্ছা জানাতে গিয়ে নাম না করে চিনকে বার্তা দিয়েছেন মার্কিন বিদেশ সচিব মার্কো রুবিও। এক বিবৃতিতে তিনি বলেছেন, 'একতা এবং শান্তির বার্তার মাধ্যমে দলাই লামা নিশ্চিতভাবে মানুষকে অনুপ্রাণিত করার কাজ চালিয়ে যাবেন। আমেরিকা সবসময় তিব্বতিদের মৌলিক অধিকার এবং মানবাধিকার রক্ষার পক্ষে।

তিব্বতিদের ভাষা, সংস্কৃতি, ধর্মীয় ঐতিহ্য এবং কারও হস্তক্ষেপ ছাড়া ধর্মীয় প্রধান স্থির করার অধিকারকে আমরা সমর্থন জানাই।' চিন অবশ্য দলাই লামার উত্তরসূরি বাছাই ইস্যুতে নিজেদের অবস্থানে অনড়। ভারতে চিনের রাষ্ট্রদূত জু ফেইহং বলেন, 'দলাই লামার পুনর্জন্মের বিষয়টি তাঁর (বর্তমান দলাই লামা) কাছ থেকে শুরু হয়নি। তাঁর জন্য এটা শেষও হবে না। বর্তমান দলাই লামা ৭০০ বছরের বেশি সময় ধরে বিস্তৃত ধর্মীয় ঐতিহ্যের একটি অংশ মাত্র।'

রিও ডি জেনেইরো পৌঁছে খুদের সঙ্গে এবং ডানদিকে বুয়েনস আয়ার্সে রবীন্দ্রমূর্তিতে শ্রদ্ধা মোদির।

প্রকাশ্যে এলেন খামেনেই

তেহরান, ৬ জুলাই : ইজরায়েলের সঙ্গে সংঘর্ষের পর এই প্রথম প্রকাশ্যে এলেন ইরানের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা আয়াতোল্লা আলি খামেনেই। শনিবার এক ধর্মীয় অনুষ্ঠানে চিরাচরিত কালো পোশাকে তাঁকে দেখা গিয়েছে। খামেনেইকে দেখে উচ্ছ্বসিত মানুষ। তিনি অনুষ্ঠানস্থলে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিত ব্যক্তিরা চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে তাঁকে অভিবাদন জানান। তাঁরা মুষ্টিবদ্ধ হাত ওপরে তুলে স্লোগান দেন, 'আমাদের শিরায় বয়ে যাওয়া রক্ত আমাদের নেতার জন্য।' ১৩ জুন ইজরায়েলের সঙ্গে ইরানের যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে আর প্রকাশ্যে দেখা যায়নি খামেনেইকে। ইজরায়েলের সঙ্গে সংঘর্ষের জেরে বাঙ্কারে আশ্রয় নিয়েছিলেনতিনি।

রয়টার্স কাণ্ড

নয়াদিল্লি, ৬ জুলাই : ভারতে রয়টার্সের এক্স হ্যান্ডেল বন্ধ করার ব্যাপারে কেন্দ্রের কোনও ভূমিকা নেই বলে সাফ জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। রবিবার কেন্দ্রের একটি সূত্র জানিয়েছে, তারা মোটেই এক্স কর্তৃপক্ষকে রয়টার্সের হ্যান্ডেল ব্লক করতে বলেনি। কেন্দ্রীয় তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রক বলেছে, সরকার এক্সের কাছে এর কারণ জানতে চেয়েছে। রয়টার্সের আরও অনেক হ্যান্ডেল দিব্যি চলছে। এক্সের তরফে কোনও প্রযুক্তিগত সমস্যার কারণেই এমনটা হয়েছে।

ওকাম্পোর দেশে বিশ্বকবিকে স্মরণ মোদির

বুয়েনস আয়ার্স, ৬ জুলাই : ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতিতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অবদান অনস্বীকার্য। আর্জেন্টিনায় পৌঁছে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকের পর বিশ্বকবিকে স্মরণ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। দিলেন বাংলায় পোস্ট।

প্রধানমন্ত্রী এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, 'গুরুদেবের প্রতি শ্রদ্ধা জানালাম বুয়েনস আয়ার্সে। ১৯২৪ সালে তিনি এসেছিলেন। সেটাই ছিল তাঁর প্রথম সফর। গুরুদেবের সেই সফর এখানকার শিক্ষার্থী, শিক্ষাবিদদের মনে প্রভাব ফেলেছিল। আমরা ভারতবাসীরা জাতির ইতিহাস ও সংস্কৃতিতে গুরুদেবের অবদান নিয়ে গর্বিত।'

রবীন্দ্রনাথের সেই আর্জেন্টিনা সফর ১৯২৪ সালে। এখন থেকে ঠিক ১০১ বছর আগে।

সেই সফরেই আর্জেন্টিনার সম্ভ্রান্ত তরুণী, কবি ও বুদ্ধিজীবী ভিক্টোরিয়া ওকাম্পোর সঙ্গে এক শুদ্ধতম ভালোবাসার সম্পর্ক গড়ে ওঠে রবিঠাকুরের, যাকে বলা যায় প্লেটোনিক লাভ। প্রেমের সঙ্গে শ্রদ্ধার যে নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে ওকাম্পোর সান্নিধ্যে এসে রবীন্দ্রনাথ তা হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করেছিলেন। তাঁর সেই উপলব্ধির নির্যাসই হল 'পূরবী' কাব্যগ্রন্থ। বইটি তিনি ওকাম্পোকেই উৎসর্গ করেন। ভিক্টোরিয়া ওকাম্পোকে রবীন্দ্রনাথ ডাকতেন 'বিজয়া' নামে। অসুস্থ কবিকে আতিথেয়তায় ভরিয়ে দিয়েছিলেন ওকাম্পো। নোবেলজয়ীর 'গীতাঞ্জলি' অনুবাদ পড়ে এক আশ্চর্য আনন্দে ভরে ওঠা ওকাম্পোকে রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্য এনে দেয় কবির অসুস্থতা। কবিকে হোটেল থেকে তাঁর আত্মীয়ের বাড়িতে নিয়ে এসে দু'মাসে সুস্থ করে তোলেন ওকাম্পো।

আর্জেন্টিনা, ওকাম্পো ও রবীন্দ্রনাথ যেন এক সুতোয় বাঁধা। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি আর্জেন্টিনায় পা রাখার পর বাঙালির সেই আবেগকে ছুঁলেন।

২০২৬ সালে পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা নির্বাচন। সে কথা মাথায় রেখে প্রধানমন্ত্রী বোঝাতে চাইলেন, রবীন্দ্রনাথ শুধু বাংলার নন, আপামর ভারতবাসীর গর্ব, ঠিক যেমন আসন্ন বিহার নির্বাচনের কথা বিবেচনা করে ত্রিনিদাদ ও টোবাগোর সঙ্গে বিহারের শিকড়ের সম্পর্ক ফলাও করে বলেছেন। আর্জেন্টিনায় তা জায়গা নিল রবীন্দ্রনাথে।

বাংলো ছাড়ছেন না চন্দ্রচূড়, কেন্দ্রকে চিঠি সুপ্রিম কোর্টের

নয়াদিল্লি, ৬ জুলাই : সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির পদ থেকে অবসরের পর কেটে গিয়েছে প্রায় ৮ মাস। অথচ এখনও ৫ কৃষ্ণ মেনন মার্গের বাংলোটি খালি করেননি প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়। তিনি যাতে অবিলম্বে ওই বাংলোটি ছেড়ে দেন, সেই মর্মে কেন্দ্রীয় আবাসন ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রককে একটি চিঠি দিয়েছে সুপ্রিম কোর্টের প্রশাসন। বর্তমানে প্রধান বিচারপতি বিআর গাভাই সহ সর্বোচ্চ আদালতের মোট বিচারপতি রয়েছেন ৩৩ জন। সূত্রের খবর, তিনজন বিচারপতি বর্তমানে সুপ্রিম কোর্টের ট্রানজিট অ্যাপার্টমেন্টে থাকেন। একজন বিচারপতি থাকেন স্টেট গেস্ট হাউসে। সেই কারণে দেশের প্রধান বিচারপতির সরকারি বাংলোটি ফেরত চেয়েছে সুপ্রিম কোর্ট।

প্রধান বিচারপতির জন্য একটি টাইপ-৮ বাংলো বরাদ্দ রয়েছে। অবসরের পর একটি টাইপ-৭ সরকারি বাংলো প্রাক্তন প্রধান বিচারপতির জন্য বরাদ্দ করা হয়। ৬ মাস পর্যন্ত তিনি বিনা ভাড়ায় ওই ধরনের বাংলোতে থাকতে পারেন। চন্দ্রচূড় গতবছর ১০ নভেম্বর অবসর নেন। অবসরের পরও তিনি ৫ কৃষ্ণ মেনন মার্গের বাংলোটি ছাড়েননি। তাঁর পরবর্তী দুই উত্তরসূরি প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খান্না এবং বর্তমান প্রধান বিচারপতি বিআর গাভাই ওই বাংলোয় যেতে রাজি হননি। ১ জুলাই কেন্দ্রকে সুপ্রিম কোর্টের প্রশাসনের তরফে অনুরোধ করা হয়েছে, অবিলম্বে ৫ কৃষ্ণ মেনন মার্গের বাংলোটি যেন খালি করে দেওয়া হয়।

চন্দ্রচূড় অবশ্য সাফাই দিয়েছেন, তিনি মোটেই সরকারি বাংলোয় নির্ধারিত সময়ের পরও থাকার পক্ষপাতী নন। তিনি বলেন, 'আমার মেয়েদের জন্য বিশেষ ধরনের ব্যবস্থা রয়েছে এমন বাংলো

> আমার মেয়েদের জন্য বিশেষ ধরনের ব্যবস্থা রয়েছে এমন বাংলো দরকার। ফেব্রুয়ারি থেকে আমি বাড়ি খুঁজছি। আমাদের বড় মেয়ের জন্য আইসিইউয়ের ধাঁচে ব্যবস্থা তৈরি করেছি। যেহেতু আমাদের চাহিদা অন্যরকম সেইরকম বাড়ি পাওয়াও মুশকিল।
> **ডিওয়াই চন্দ্রচূড়**

দরকার। ফেব্রুয়ারি থেকে আমি বাড়ি খুঁজছি। আমাদের বড় মেয়ের জন্য আইসিইউয়ের ধাঁচে ব্যবস্থা তৈরি করেছি। যেহেতু আমাদের চাহিদা অন্যরকম সেইরকম বাড়ি পাওয়াও মুশকিল। আমাদের ব্যাগপত্র গোছানো শেষ। যেদিন ওই বাড়ির সংস্কারকার্য শেষ হয়ে যাবে তার পরের দিনই আমি চলে যাব।'

চন্দ্রচূড় ২৮ এপ্রিল তৎকালীন প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খান্নাকে চিঠি লিখে নিজের সমস্যার কথা জানান। তাঁর কথায়, 'কেন্দ্রীয় সরকার অস্থায়ীভাবে আমাকে একটি বাড়ি খুঁজেও দিয়েছিল। কিন্তু সেই বাংলোটির গত ২ বছর ধরে কোনওরকম সংস্কারই করা হয়নি। এখন মেরামতের কাজ চলছে। কাজ শেষ হলেই আমি সেখানে চলে যাব।'

রাহুলের তোপে নীতীশ

'অপরাধীদের মরূদ্যান'

নয়াদিল্লি ও পাটনা, ৬ জুলাই : বিহারে অপরাধীদের বাড়বাড়ন্তে মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারের সরকারকে তীব্র ভাষায় বিঁধলেন রাহুল গান্ধি। শুক্রবার রাতে ব্যবসায়ী তথা বিজেপি নেতা গোপাল খেমকাকে পাটনার অভিজাত গান্ধি ময়দান এলাকায় গুলি করে খুন করে আততায়ীরা। পাটনা সহ গোটা বিহারে অপরাধীদের তাণ্ডব ক্রমশ বেলাগাম হওয়ায় রবিবার সমাজমাধ্যমে ক্ষোভ উগরে দেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা। তিনি লিখেছেন, 'পাটনায় প্রকাশ্যে ব্যবসায়ী গোপাল খেমকাকে গুলি করে খুনের ঘটনা আরও একবার প্রমাণ করে দিল বিজেপি এবং নীতীশ কুমার মিলেমিশে বিহারকে ভারতের অপরাধের রাজধানীতে পরিণত করে ফেলেছেন।' রাহুল বলেন, 'এখন বিহার লুট, গুলি, এবং হত্যার ছায়ায় বেঁচে রয়েছে। এখানে অপরাধ নিউ নর্মালে পরিণত হয়েছে। আর সরকার পুরোপুরি ব্যর্থ। বিহারের ভাইবোনেরা, এই অন্যায় আর সহ্য করা যাচ্ছে না। যে সরকার আপনাদের বাচ্চাদের সুরক্ষিত রাখতে পারে না, তারা আপনাদের ভবিষ্যতের দায়িত্বও নিতে পারবে না।'

আগামী নির্বাচনে বিহারে এনডিএ সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করার বার্তা দিয়ে রায়বেরেলির সাংসদের সাফ কথা, 'প্রত্যেকটি হত্যা, লুট, গুলি একটি পরিবর্তনের জোরালো আওয়াজ। এবার নতুন বিহারের সময় যেখানে ভয় নয়, উন্নয়ন হবে। এবার শুধু সরকার বদলের জন্য নয়, বিহারকে বাঁচানোর স্বার্থে ভোট দিন।' বিহারের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতিকে সামনে রেখে ভোট-বাজারে সুর চড়াচ্ছে বিরোধী মহাজোট। গোপাল খেমকার হত্যার প্রতিবাদে আগেই সরব হয়েছেন আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদব। তিনি বলেন, 'বিহারে কেউই আর নিরাপদ নন। মুখ্যমন্ত্রী অচৈতন্য রয়েছেন। উনি ক্লান্ত। আমলারাই সরকার চালাচ্ছেন।'

২৪ বছর পর ধৃত সিরিয়াল কিলার

নয়াদিল্লি, ৬ জুলাই : চব্বিশ বছর পর পুলিশের জালে সিরিয়াল কিলিং গ্যাংয়ের মূল মাথা। গ্যাংয়ের দুই সদস্যকে গ্রেপ্তার করলেও দীর্ঘ দু-দশক গা-ঢাকা দিয়ে ছিল মূল পান্ডা অজয় লাম্বা (৪৮)। ২০০১ সালের ঘটনা। সিনেমার প্লট সাজিয়ে সিরিয়াল কিলিংয়ে নেমেছিল তিন সদস্যের দলটি। দিল্লি, উত্তরপ্রদেশ ও উত্তরাখণ্ড জুড়ে ট্যাক্সিচালকদের নিশানা করত তারা। ঘোরার জন্য ট্যাক্সি ভাড়া করত অজয় ও তার সঙ্গীরা। তারপর নির্জন জায়গায় নিয়ে গিয়ে গাড়ির মধ্যে চালককে শ্বাসরোধ খুন করত। দেহ খাদে ফেলে গাড়ি পাচার করে দিত নেপালে। একই কায়দায় চারটি খুন করে ছিল তারা। মামলার তদন্তভার যায় দিল্লি পুলিশের অপরাধদমন শাখার হাতে। উদ্ধার হয়েছিল এক চালকের দেহ। সেই খুনের সূত্র ধরে অবশেষে অজয়কে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

ক্রমবর্ধমান আর্থিক বৈষম্য, সরব গড়করি

নয়াদিল্লি, ৬ জুলাই : মোদি জমানায় ভারতে দারিদ্র্য দ্রুত কমেছে বলে বারবার দাবি করে বিজেপি। কিন্তু গেরুয়া শিবিরের সেই দাবিকে এবার খারিজ করে দিলেন খোদ কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা প্রাক্তন বিজেপি সভাপতি নীতিন গড়করি। তাঁর দাবি, ভারতে আর্থিক বৈষম্য ক্রমশ বাড়ছে। শনিবার নাগপুরে একটি অনুষ্ঠানে আরএসএসের 'ঘরের ছেলে' গড়করি বলেন, 'অর্থনীতির কেন্দ্রীয়করণ ঘটছে। দেশে ধীরে ধীরে গরিব মানুষের সংখ্যা বাড়ছে। অন্যদিকে মুষ্টিমেয় কিছু ধনকুবেরের হাতে দেশের সম্পদ কেন্দ্রীভূত হচ্ছে। এটা হওয়া উচিত নয়।' স্বচ্ছভাবে উন্নয়নের স্বার্থে সম্পদের বিকেন্দ্রীকরণের দাবিও তুলেছেন তিনি। স্বাভাবিকভাবে তাঁর এই মন্তব্যে শোরগোল পড়েছে। কারণ দেশে ধনী আরও ধনী হচ্ছেন এবং গরিবরা আরও গরিব হচ্ছেন বলে বারবার সুর চড়ান লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি। মোদি সরকার শুধুমাত্র আদানি, আম্বানিদের জন্য কাজ করেন বলেও নিরন্তর তোপ দাগেন তিনি।

এই অবস্থায় গড়করির বক্তব্য বিরোধীদের হাতে অস্ত্র তুলে দিয়েছে। সম্প্রতি বিশ্বব্যাংক একটি রিপোর্টে জানিয়েছিল, ২০১১-১২ থেকে ২০২২-২৩-এর মধ্যে ভারতে বৈষম্য

তাৎপর্যপূর্ণভাবে কমে গিয়েছে। আর্থিক সাম্যের দিক থেকে বিশ্বের মধ্যে চতুর্থ দেশ বলে জানানো হয়েছিল তাতে। সেখানে বলা হয়েছিল, ভারতের চরম দারিদ্র্যের হার ১১ বছরে ১৬.২ শতাংশ থেকে ২.৩ শতাংশে নেমে এসেছে। সেই প্রসঙ্গ তুলে কংগ্রেস নেতা জয়রাম রমেশ এক বিবৃতিতে বলেছেন, ২০২৫ সালের এপ্রিলে একটি রিপোর্ট দিয়েছিল বিশ্বব্যাংক। এর তিন মাস পর মোদি সরকারের প্রচারকরা ওই রিপোর্টের তথ্য বিকৃত করে বিভ্রান্তিকর দাবি করতে শুরু করেছে। তাঁরা বলছেন, 'ভারত নাকি আর্থিক সাম্যের দিক থেকে বিশ্বের মধ্যে অন্যতম।'

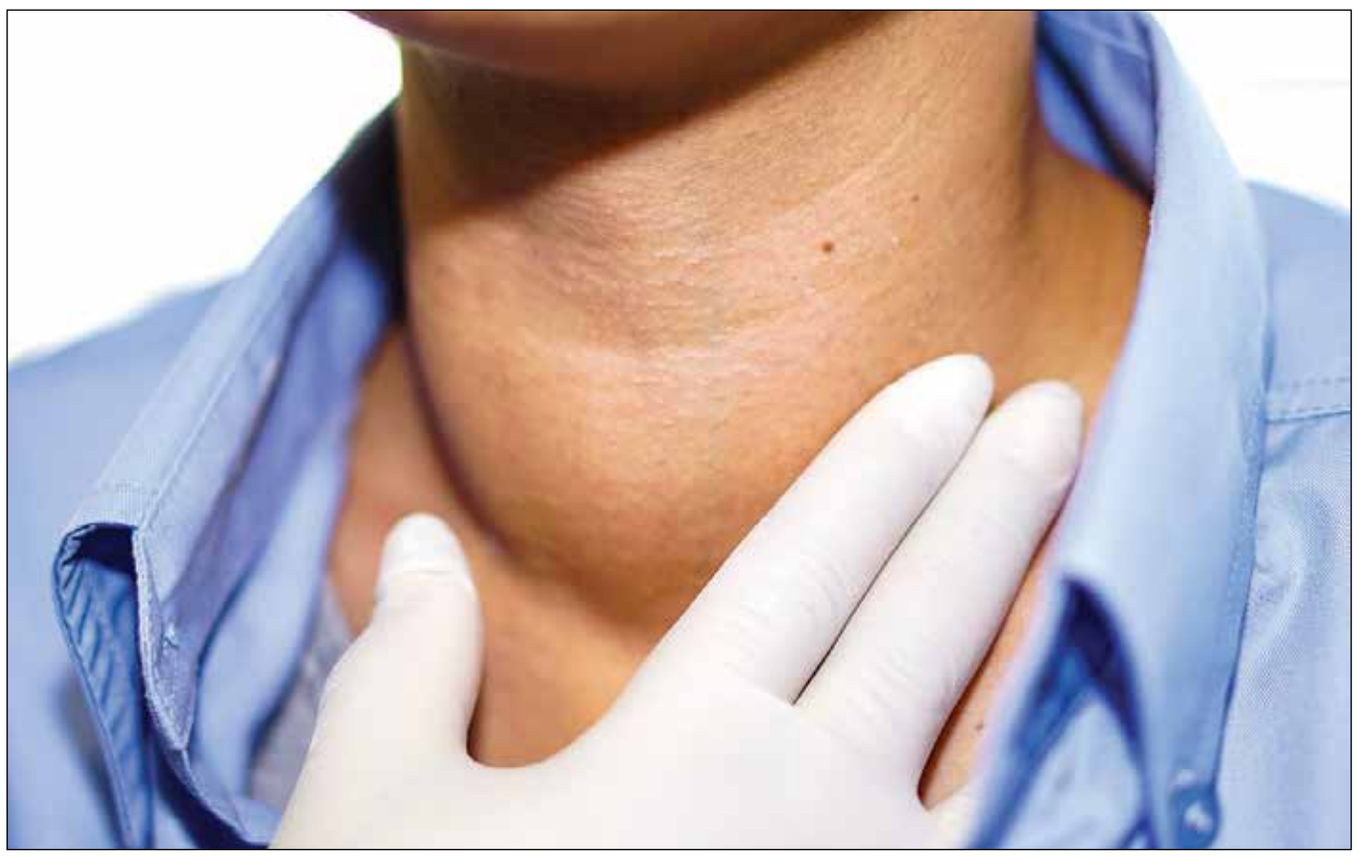

হাইপারথাইরয়েডিজম

হাইপারথাইরয়েডিজম একটি উদ্বেগজনক স্বাস্থ্য সমস্যা, যা সারাবিশ্বের লক্ষ লক্ষ মানুষকে প্রভাবিত করে। এক্ষেত্রে থাইরয়েড গ্রন্থি আপনার শরীরে প্রয়োজনের চেয়ে বেশি থাইরয়েড হরমোন উৎপাদন ও নিঃসরণ করে। এই অবস্থায় কী করবেন, রোগ নির্ণয়ের উপায়ই বা কী, চিকিৎসাই বা কী, আলোচনায় জেনারেল ফিজিশিয়ান **ডাঃ এসএ মল্লিক**

থাইরয়েড একটি ছোট প্রজাপতি আকৃতির গ্রন্থি, যা আমাদের গলার সামনের অংশে থাকে। এটি শরীরের বিপাক প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে। যখন এই গ্রন্থিটি অতিরিক্ত থাইরয়েড হরমোন তৈরি করে, তখন তাকে হাইপারথাইরয়েডিজম বলা হয়। এই রোগ ধীরে ধীরে শরীরের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ওপর প্রভাব ফেলে। বিশেষ করে হৃদযন্ত্র, স্নায়ুতন্ত্র এবং হরমোন নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় এর প্রভাব পড়ে।

কারণ

গ্রেভস ডিজিজ : এটি সবচেয়ে সাধারণ কারণ। এটি একটি অটোইমিউন সমস্যা, যেখানে শরীরের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা থাইরয়েড গ্রন্থিকে অতিরিক্ত হরমোন উৎপাদনে বাধ্য করে।

থাইরয়েড নোডিউল : থাইরয়েড গ্রন্থিতে এক বা একাধিক গুটি তৈরি হয়, যা অতিরিক্ত হরমোন উৎপাদন করে।

থাইরয়েডাইটিস : থাইরয়েড গ্রন্থির প্রদাহ, যা অস্থায়ীভাবে হরমোন নিঃসরণ বাড়িয়ে দেয়।

অতিরিক্ত আয়োডিন গ্রহণ : অনেক সময় খাবারে বা ওষুধে অতিরিক্ত আয়োডিন থাকলে থাইরয়েড হরমোন বেড়ে যায়।

থাইরয়েড হরমোনের ওষুধের অতিরিক্ত ব্যবহার : হাইপোথাইরয়েডিজমের চিকিৎসায় ব্যবহৃত ওষুধ অতিরিক্ত মাত্রায় নিলে হাইপারথাইরয়েডিজম হতে পারে।

উপসর্গ

- দ্রুত হৃৎস্পন্দন বা বুক ধড়ফড়
- অস্বাভাবিক ওজন হ্রাস
- অতিরিক্ত ঘাম হওয়া বা গরম লাগা
- অনিদ্রা ও উদ্বেগ
- হাত কাঁপা
- মাসিক অনিয়ম (মহিলাদের ক্ষেত্রে)

- চোখ বড় হয়ে যাওয়া (গ্রেভস ডিজিজে)
- দুর্বলতা বা ক্লান্তি

রোগ নির্ণয়

রক্ত পরীক্ষা : T3 এবং T4 হরমোনের মাত্রা বেশি এবং TSH কম থাকে।

থাইরয়েড অ্যান্টিবডি পরীক্ষা : গ্রেভস ডিজিজ শনাক্তকরণে সহায়তা করে।

থাইরয়েড স্ক্যান বা আল্ট্রাসনোগ্রাফি: থাইরয়েড গ্রন্থির গঠন ও কার্যকারিতা জানা যায়।

চিকিৎসা ও ব্যবস্থাপনা

ওষুধ : যেমন কার্বিমাজোল বা প্রোপিলথাইওইউরাসিল, যা থাইরয়েড হরমোন উৎপাদন কমায়।

বেটা-ব্লকার : হৃদস্পন্দন ও কাঁপুনির মতো উপসর্গ কমায়।

রেডিওঅ্যাকটিভ আয়োডিন থেরাপি : থাইরয়েড গ্রন্থিকে ধ্বংস করতে ব্যবহার করা হয়।

সার্জারি : থাইরয়েড গ্রন্থি অপসারণ করা হয়, যখন ওষুধ বা অন্যান্য চিকিৎসায় সাড়া মেলে না।

জীবনযাত্রায় কিছু পরিবর্তন

- আয়োডিনসমৃদ্ধ খাবার পরিমিতভাবে গ্রহণ করা উচিত।
- চা-কফির মতো ক্যাফিনযুক্ত পানীয় খাওয়া কমিয়ে দেওয়া।
- নিয়মিত ঘুম ও মানসিক চাপ নিয়ন্ত্রণ।
- ওষুধ সঠিকভাবে খাওয়া এবং নিয়মিত ফলোআপ করানো।

হাইপারথাইরয়েডিজম একটি নিয়ন্ত্রণযোগ্য সমস্যা। তবে দীর্ঘদিন অবহেলা করলে এটি হৃদরোগ, হাড় ক্ষয়, এবং মানসিক অস্থিরতার মতো জটিলতা তৈরি করতে পারে। তাই উপসর্গ দেখা দিলে দেরি না করে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত।

ডায়াবিটিকদের পাতেও থাকুক আম

এই মরশুমে আম খাওয়ার লোভ সামলানো ভারী মুশকিল। বিশেষ করে যাঁরা ডায়াবিটিক রোগী তাঁরা আম খাওয়া নিয়ে সংশয়ে থাকেন। তাঁদের একটাই প্রশ্ন, তাঁরা পাকা আম খেতে পারবেন কি না। খেলেও কতটা খাওয়া উচিত, জানালেন পুষ্টিবিদ **দীপিকা ব্যানার্জি**

আমে আছে ভরপুর পুষ্টি আর ক্যালোরি। এই ফলে রয়েছে ভিটামিন-এ, ভিটামিন-সি, ফাইবার ম্যাঙ্গানিজ, জিঙ্ক, পটাশিয়াম। এছাড়া পর্যাপ্ত পরিমাণে রয়েছে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট পলিফেনল, যা শরীরের কোষগুলিকে রক্ষা করে। তাই আম খেলে শরীর সার্বিকভাবে সুস্থ থাকে।

এবারে আসি ডায়াবিটিকদের আম খাওয়ার প্রসঙ্গে। যদি কোনও ডায়াবিটিক রোগীর সুগার নিয়ন্ত্রণে থাকে, অর্থাৎ HbA1C যদি <7 থাকে তাহলে সেই রোগী অবশ্যই আম খেতে পারবেন, তবে সেটা পরিমাণ মেপে। আমের গ্লাইসেমিক ইনডেক্স মোটামুটি ৫১ থেকে ৫৬, যা মিড লেভেল গ্লাইসেমিক ইনডেক্স। তাই আম খাওয়া নিয়ে খুব বেশি ভয় পাওয়ার কারণ নেই।

এবার প্রশ্ন হল, কখন খাবেন? বড় মিলের সঙ্গে অর্থাৎ সকাল, দুপুর এবং রাতের খাবারের সঙ্গে খাওয়া যাবে না। ভারী খাবারের সঙ্গে আম খেলে রক্তে শর্করার পরিমাণ বাড়ার আশঙ্কা থেকে যাবে, তাই সকালের এবং দুপুরের খাবারের মাঝামাঝি সময় অথবা দুপুরের ও রাতের খাবারের মাঝে ৭০-১০০ গ্রাম খাওয়া খেতে পারে। অবশ্যই গোটা আম খাবেন, রস বানিয়ে নয়।

হাঁটু প্রতিস্থাপনে উপকার কতটা

হাঁটুব্যথা এমন একটি সমস্যা যা বিশ্বব্যাপী লক্ষ লক্ষ মানুষকে প্রভাবিত করে। অনেকের ক্ষেত্রে, এটি দৈনন্দিন কাজকর্মকে উল্লেখযোগ্যভাবে ব্যাহত করতে পারে এবং সামগ্রিক জীবনযাত্রায় প্রভাব ফেলে। হাঁটু প্রতিস্থাপন সার্জারি সম্পর্কিত বিস্তারিত আলোচনায় অর্থোপেডিক এবং স্পোর্টস মেডিসিন বিশেষজ্ঞ **ডাঃ মৃত্যুঞ্জয় রায়**

সম্পূর্ণ হাঁটু প্রতিস্থাপন সার্জারি এমন একটি শল্য চিকিৎসা যেখানে সার্জন কৃত্রিম পদার্থ বা একটি ইমপ্ল্যান্টের সাহায্যে হাঁটুর জয়েন্ট গঠন করেন। অনেকেই ভাবেন, জয়েন্ট গঠনে হাড়ের অংশগুলি সরানো হয়, যা একেবারে ভুল ধারণা। বরং ক্ষতিগ্রস্ত অংশটি কেটে ফেলা হয় এবং হাড়ের শেষ প্রান্তে কৃত্রিম উপাদান যুক্ত করা হয়। এই পদ্ধতিকে হাঁটু রিসার্ফেসিং অপারেশনও বলা যেতে পারে।

অস্টিওআরথ্রাইটিসে আক্রান্ত রোগীদের জয়েন্টে ব্যথা এবং অক্ষমতা দূর করতে এই পদ্ধতিটি প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। রিউমাটয়েড আরথ্রাইটিস, ট্রমা বা আঘাতের ক্ষেত্রে এটি হাঁটুর কার্যকারিতা উন্নত করতে পারে।

অন্যদিকে, আংশিক হাঁটু প্রতিস্থাপনের ক্ষেত্রে শুধু আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হাঁটুতেই শল্য চিকিৎসা করা হয়। সাধারণত কমবয়সি রোগীদের ক্ষেত্রেই এই পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়।

হাঁটু প্রতিস্থাপন সার্জারি কখন করাবেন

ক্রমাগত ব্যথা : দীর্ঘস্থায়ী হাঁটুব্যথা প্রায়শই অন্তর্নিহিত গুরুতর সমস্যার প্রথম বা প্রাথমিক লক্ষণ। যদি আপনার ক্রমাগত ব্যথা হতে থাকে এবং তা বিশ্রাম বা ফিজিওথেরাপি নিলে কিংবা ওষুধ খাওয়ার পরেও না কমলে সতর্ক হতে হবে। এই ধরনের ব্যথা তীব্র হয় এবং হাঁটা, সিঁড়ি বেয়ে ওঠা বা দীর্ঘসময় ধরে দাঁড়িয়ে থাকলে অবস্থা আরও খারাপ হয়।

সক্রিয়তা কমলে : হাঁটু শক্ত হয়ে যাওয়া, হাঁটু বাঁকানো বা সোজা করতে অসুবিধা হলে, দীর্ঘ দূরত্ব হাঁটতে না পারলে, সিঁড়ি বেয়ে উঠতে কষ্ট হলে বুঝতে হবে সক্রিয়তা কমছে। সেক্ষেত্রে হাঁটু প্রতিস্থাপনের প্রয়োজন হতে পারে।

ফোলাভাব ও প্রদাহ হলে : হাঁটুর জয়েন্টে ফোলাভাব এবং প্রদাহ বিভিন্ন অবস্থার ইঙ্গিত দিতে পারে, যার মধ্যে আরথ্রাইটিস বা আঘাত অন্তর্ভুক্ত। যদি আপনি লক্ষ করেন, আপনার হাঁটু ঘনঘন ফুলে যাচ্ছে, বিশেষ করে কাজের পরে, তাহলে এটি জয়েন্টের অবনতির লক্ষণ হতে পারে।

অস্থিরতা এবং দুর্বলতা : এটি এমন এক অবস্থা যাতে হাঁটা, দৌড়ানো বা খেলাধুলোয় অংশগ্রহণ করা কঠিন হয়ে পড়ে। এই লক্ষণের সঙ্গে প্রায়শই হাঁটুর জয়েন্টে দুর্বলতার অনুভূতি হতে পারে।

চিরাচরিত চিকিৎসা ব্যর্থ হলে : অনেক রোগী হাঁটু ব্যথার জন্য চিরাচরিত চিকিৎসা করিয়ে থাকেন, যেমন - ফিজিওথেরাপি, ওষুধ, কর্টিকোস্টেরয়েড ইনজেকশন নেওয়া প্রভৃতি। এছাড়া জীবনযাত্রার পরিবর্তন তো রয়েইছে। যদি এসব করেও কোনও উন্নতি না হয় তাহলে বুঝতে হবে আপনার অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যেখানে আরও ব্যাপক হস্তক্ষেপের প্রয়োজন।

প্রতিস্থাপনের পদ্ধতি

- এক্ষেত্রে সাধারণ অ্যানাস্থিশিয়ার সাহায্য নেওয়া হয়।
- এরপর হাঁটুর সামনের অংশে ত্বকে একটি ছেদ করা হয় যা প্যাটেলা পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে। তারপর প্যাটেলাটিকে বাইরের দিকে ঘুরিয়ে নেওয়া হয় যাতে ভেতরের ক্ষতিগ্রস্ত অংশ ভালোভাবে দেখা যায়।
- ফিমারের নীচের প্রান্তটি (উরুর হাড়) পরে পরিমাপ করা হয় এবং পুনরুত্থিত করা হয়। হাড় এবং কার্টিলেজের ক্ষতিগ্রস্ত অংশটি বিশেষ যন্ত্র ব্যবহার করে ফিমারের নীচের প্রান্ত থেকে কেটে বাদ দেওয়া হয় এবং তারপরে কৃত্রিম হাঁটুর ধাতব ফিমোরাল উপাদানটি ফিট হয়।
- টিবিয়ার উপরের প্রান্ত থেকে ক্ষতিগ্রস্ত হাড় এবং কার্টিলেজকে সরিয়ে প্লাস্টিক বা ধাতব টিবিয়াল উপাদানটিকে ফিট করার জন্য পুনরায় আকার দেওয়া হয়।
- প্যাটেলার পুনরায় আকার দেওয়ার পর ঘর্ষণ এড়াতে সার্জন ফিমোরাল এবং টিবিয়াল উপাদানগুলির মধ্যে একটি প্লাস্টিকের স্পেসার যুক্ত করেন।
- সাধারণত কৃত্রিম অংশটি হাড়ের সঙ্গে সার্জিক্যাল সিমেন্ট দ্বারা যুক্ত করা হয় এবং এটি সিমেন্টেড প্রস্থেসিস নামেও পরিচিত।
- ইমপ্ল্যান্টের কার্যকারিতা হাঁটু বাঁকিয়ে পরীক্ষা করা হয় এবং হাঁটুর সামনের অংশে করা ছেদটি সেলাই করে অথবা সার্জিকাল স্ট্যাপল দিয়ে বন্ধ করা হয়।

- হাঁটু প্রতিস্থাপনের আগে চিকিৎসক কয়েকটি পদ্ধতি বলে থাকেন। যেমন- ফিজিওথেরাপি, ওজন কমানো, জয়েন্টের প্রদাহ কমাতে ওষুধ, কার্টিলেজ মেরামতের সাপ্লিমেন্ট এবং আকুপ্রেশার। এইসব উপায় কাজে না এলে তখনই অস্ত্রোপচার করা হয়।
- এই ধরনের অস্ত্রোপচার সম্পন্ন হতে এক থেকে দেড় ঘণ্টা সময় লাগে।
- অস্ত্রোপচারের পরের দিন থেকেই ব্যথা ধীরে ধীরে কমতে থাকবে এবং সপ্তাহখানেকের মধ্যে ব্যথা একেবারে কমে যাবে।
- সঠিকভাবে হাঁটু প্রতিস্থাপন করা হলে তা ২০ থেকে ২৫ বছর কার্যকারিতা দেয়।
- সাধারণত অস্ত্রোপচারের ১২ থেকে ১৮ ঘণ্টার মধ্যেই ক্রাচ নিয়ে রোগীকে হাঁটানো হয়ে থাকে। তারপর ধীরে ধীরে ব্যায়াম এবং শরীরচর্চার মাধ্যমে শীঘ্রই স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসা সম্ভব।

ছোট্ট তারা

পুরাতন মালদা শহরের কাটরা বাজারের সাত বছরের খেলোয়াড় অদিত্রী দাস মালদা জেলা তাইকোন্ডো প্রতিযোগিতায় ব্রোঞ্জ পদক পেয়েছে।

নিস্তব্ধ।। গঙ্গারামপুরে পুনরভবা নদীর ছবিটি তুলেছেন চয়ন হোড়।

চুরি করতে এসে চাউমিন রান্না

বিশ্বজিৎ সরকার

রায়গঞ্জ, ৬ জুলাই : বিছানায় পড়ে থালা-বাসন। তাতে পড়ে চাউমিন অবশিষ্টাংশ, সঙ্গে কাঁটা চামচ। তছনছ অবস্থা রান্নাঘরের। বাড়িতে এখানে-ওখানে ছড়িয়ে জিনিসপত্র, পোশাক ইত্যাদি। চুরির অভিযোগ পেয়ে তদন্তে গিয়ে পুলিশ হতবাক। যদিও ঘটনাটি বুঝতে সময় লাগেনি পোড়খাওয়া আধিকারিকদের। চুরি করতে এসে ঘর ফাঁকা পেয়ে এসি চালিয়ে আয়েশ করে বিছানায় শুয়ে-বসে, চাউমিন রান্না করে খেয়ে গিয়েছে দুষ্কৃতী দল।

রায়গঞ্জ সিজেএম আদালতের সরকারি আইনজীবী দীপ্তেশ ঘোষ বলেন, ‘ধৃতের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করেছে পুলিশ। তদন্তের স্বার্থে একদিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক।’

রায়গঞ্জ পূর্ব নেতাজিপল্লির ওই বাড়ির বাসিন্দা সিদ্ধার্থশংকর বসু বলেন, ‘আমি গত ১৮ মে চিকিৎসা করানোর জন্য কলকাতায় গিয়েছিলাম। এলাকার বাসিন্দাদের সূত্রে খবর পাই, চলতি মাসের চার তারিখে আমার বাড়িতে চুরি হয়েছে। খবর পেয়ে রায়গঞ্জ ফিরি। কিছু নগদ টাকা, সোনা-রুপোর গয়না, কাঁসার বাসন সহ বেশকিছু দামি জিনিস চুরি হয়েছে। শনিবার রায়গঞ্জ থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছি। সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ দেখে পুলিশ একজনকে গ্রেপ্তার করেছে।’

সিসিটিভি ফুটেজ থেকে পুলিশ জানতে পারে, ৭-৮ জনের দল চুরি করতে এসেছিল রায়গঞ্জ শহরের পূর্ব নেতাজিপল্লির ওই বাড়িতে। সেই সূত্র ধরে মালদার কালিয়াচকের সুজাপুর সংলগ্ন ঝাবরা জৈনপাড়া এলাকা থেকে আনিকুল কাজি নামে বছর ৩৬-এর এক তরুণকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ধৃতের বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ৩০৩(২) ধারায় মামলা রুজু হয়েছে। রবিবার তাঁকে রায়গঞ্জের মুখ্য বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট একদিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন।

ছবি : এআই

পরিবারটি চিকিৎসা করাতে কলকাতা যাওয়ায় ওই বাড়ি ফাঁকা ছিল। সেই সুযোগে চুরি করতে ঢোকে দুষ্কৃতী দল। পুলিশের দাবি, বাড়ি ফাঁকা থাকায় চুরি করতে গিয়ে হাতে প্রচুর সময় পেয়েছিল দুষ্কৃতীরা। পিঠটান দেওয়ার আগে আমোদ-প্রমোদে মজে তারা। শুধু এসি চালিয়ে বিছানায় শুয়ে-বসে সময় কাটানো নয়, রান্নাঘরে চাউমিন যা ছিল, তাই দিয়ে উদরপূর্তি করে। পুলিশ পৌঁছে দেখে, বাড়িতে লন্ডভন্ড পরিস্থিতি। মেঝে, বিছানায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে খাবারের নমুনা। রান্নাঘরে আধখোলা খাবারের প্যাকেট। শোয়ার ঘর এবং রান্নাঘরের আলমারি খোলা।

ধৃত তরুণ

সিসিটিভি ফুটেজ থেকে পুলিশ জানতে পারে, ৭-৮ জনের একটি দল চুরি করতে এসেছিল

বাড়ি ফাঁকা থাকায় চুরি করতে এসে হাতে প্রচুর সময় পেয়েছিল দুষ্কৃতীরা

এসি চালিয়ে বিছানায় শুয়ে-বসে সময় কাটানো নয়, রান্নাঘরে চাউমিন যা ছিল তাই দিয়ে উদরপূর্তি সারে

মালদার কালিয়াচক থেকে আনিকুল কাজি নামে বছর ৩৬-এর এক তরুণকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ

ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ৩০৩(২) ধারায় মামলা রুজু হয়েছে ধৃতের বিরুদ্ধে

রায়গঞ্জ মুখ্য বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেটের এজলাসে তোলা হলে বিচারক একদিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দেন

টুকরো খবর

থিমে অন্নপূর্ণা

ডালখোলা, ৬ জুলাই : খুঁটিপুজো করে রবিবার দুর্গাপুজোর মণ্ডপ তৈরির কাজ শুরু করল সুভাষপল্লি সর্বজনীন দুর্গাপুজো কমিটি। কমিটির সম্পাদক রাকেশ সরকার জানান, এইবছর এই পুজোর ৬৮তম বর্ষ। এইবছর তাঁদের পুজোর থিম কর্মই ধর্ম। থিমটি ফুটিয়ে তুলতে মণ্ডপটি হাট ও বাজারের অনুকরণে তৈরি করা হবে। দুর্গা প্রতিমা তৈরি হবে দেবী অন্নপূর্ণার রূপে। দেবী গৃহিণী রূপে বাজার নিয়ন্ত্রণ করবেন। মণ্ডপের কাজের জন্য দক্ষিণবঙ্গ থেকে শিল্পী অর্ধেন্দু পাল আসবেন। খুঁটিপুজো উপলক্ষ্যে উপস্থিত ছিলেন ডালখোলা পুরসভার চেয়ারম্যান স্বদেশচন্দ্র সরকার, পুজোর অন্যতম উদ্যোক্তা সুজিত সরকার, রাজা ভগৎ প্রমুখ।

প্রস্তুতি সভা

রায়গঞ্জ, ৬ জুলাই : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারি কর্মচারী ফেডারেশনের উদ্যোগে ২১ জুলাইয়ের কর্মসূচিকে সামনে রেখে রবিবার রায়গঞ্জের সুপার মার্কেটে অবস্থিত দলীয় কার্যালয়ে প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের জেলা সভাপতি সুবীর মজুমদার, সুব্রত চক্রবর্তী প্রমুখ। অন্যদিকে এদিন রায়গঞ্জ জেলা তৃণমূল কার্যালয়ে প্রস্তুতি সভার আয়োজন করে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রাথমিক শিক্ষক সংগঠন। উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের জেলা সভাপতি গৌরাঙ্গ চৌহান।

রক্তদান

রায়গঞ্জ, ৬ জুলাই : আর মাস তিনেক পরে দুর্গাপুজো। রায়গঞ্জের উদয়পুর বারোয়ারি দুর্গাপুজোর প্রস্তুতি পর্ব শুরু হল রবিবার। ৭৫তম বর্ষে খুঁটিপুজোর পাশাপাশি আয়োজিত রক্তদান শিবিরে ৩০ জন রক্তদান করেন। সন্ধেয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়। উপস্থিত ছিলেন মন্দির কমিটির সভাপতি ধ্রুব সাহা সহ অন্যরা।

সচেতনতা

কালিয়াগঞ্জ, ৬ জুলাই : মহিলাদের ক্যানসার সংক্রান্ত বিষয়ে সচেতনতা শিবির হল কালিয়াগঞ্জ রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে। জরায়ু ও ব্রেস্ট ক্যানসার বিষয়ে আলোচনা করলেন রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজের চিকিৎসক ডাঃ তন্ময় বসাক। সেবাশ্রমের সম্পাদক পরিতোষমোহন চৌধুরী বলেন, ‘৭১ জন মহিলা রবিবারের এই শিবিরে যোগ দিয়েছেন। আগামীদিনে মহিলা স্কুলগুলিতেও সচেতনতা শিবিরের আয়োজন করা হবে।’

দুর্ঘটনা

বালুরঘাট, ৬ জুলাই : বালুরঘাটের চকভৃগুর মামনা গলাকাটা মোড়ে রবিবার ট্র্যাক্টরের সঙ্গে সংঘর্ষে গুরুতরভাবে জখম হন এক সাইকেলচালক। বেপরোয়া গতির ট্র্যাক্টরটির সঙ্গে ধাক্কা লাগে উলটোদিক থেকে আসা সাইকেলের। স্থানীয়রা গুরুতর জখম সাইকেলচালককে বালুরঘাট জেলা হাসপাতালে নিয়ে যান। পুলিশ ট্র্যাক্টরটি বাজেয়াপ্ত করেছে। ট্র্যাক্টরচালক পলাতক।

পুলিশের ‘প্রণাম’ বন্ধে অসহায় প্রবীণরা

সুবীর মহন্ত

বালুরঘাট, ৬ জুলাই : একাকী প্রবীণ নাগরিকদের দেখভাল ও সহযোগিতা করার লক্ষ্যে একসময় ‘প্রণাম’ প্রকল্প চালু করেছিল পুলিশ। তবে বছর দুয়েক হল আর কেউ খোঁজ নিতে আসেন না বলে অভিযোগ বালুরঘাটের একা থাকা প্রবীণ নাগরিকদের একাংশের। যদিও মাস ছয়েক আগে যোগ দেওয়া বালুরঘাট থানার আইসি সুমন্ত বিশ্বাস এই প্রকল্পের বিষয়ে জানেন না বলে জানিয়েছেন। তিনি বলেন, ‘আমাদের কাছে ফোন এলে বা অন্য সূত্রে খবর পেলে মানুষের পাশে গিয়ে দাঁড়াই। যথাসাধ্য সহায়তা করি। কিন্তু প্রণাম প্রকল্প কেন বন্ধ হল, আমার জানা নেই। খোঁজ নিয়ে দেখব।’

শহরের প্রবীণেরা কিন্তু চান এই প্রকল্প চালু থাকুক। তাঁদেরও খোঁজখবর কেউ রাখুক, চাইছেন নিঃসঙ্গ প্রবীণেরা। শুধু অসুস্থতা নয়, আজকাল সাইবার অপরাধীরা নানা অছিলায় বয়স্কদের ফোন করে ব্যক্তিগত তথ্য জেনে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা হাতিয়ে নিচ্ছে। সম্প্রতি বালুরঘাট থানার সাইবার ক্রাইম বিভাগে এমন বেশ কয়েকটি মামলা রুজু হয়েছে। পুলিশের তরফে নিয়মিত তাঁদের খোঁজখবর নেওয়ার ব্যবস্থা চালু থাকলে অসুবিধা হত না বলে মনে করছেন অসহায় প্রবীণদের অনেকে।

২০২০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে বালুরঘাট শহরে প্রথম চালু হয়েছিল ‘প্রণাম’ প্রকল্প এবং হেল্পলাইন নম্বর। একা থাকায় অনেক সময় প্রবীণ নাগরিকদের নানা অপরাধমূলক কাজের শিকার হতে হয়। এছাড়া হঠাৎ অসুস্থতার কারণে বিপদ হতে পারে। তাই একাকী প্রবীণ নাগরিকদের চিহ্নিত করে, নিয়মিত তাঁদের খোঁজ রাখা ও সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে পুলিশ প্রকল্পটি চালু করেছিল। কিন্তু ২০২২-’২৩ সাল থেকে পরিষেবা বন্ধ রয়েছে বালুরঘাটে। কর্মসূত্রে যাঁদের সন্তান বাইরে থাকেন কিংবা নিঃসন্তান বা অবিবাহিত প্রবীণদের সংখ্যা খুব বেশি নয় বালুরঘাটে। প্রথমে এমন প্রায় ৪০ জনকে চিহ্নিত করা হয়েছিল।

দীপা চৌধুরীর ছেলে কলকাতায় বেসরকারি সংস্থায় কাজ করেন। তিনি বালুরঘাটে একা থাকেন। দীপা বলেন, ‘করোনার সময়ে পুলিশের পক্ষ থেকে খোঁজ নেওয়া, সহায়তা করা হত। পরেও দু-একবার খোঁজখবর নিতে এসেছেন সিভিক ভলান্টিয়াররা। এখন কেউ খোঁজ নিতে আসেন না। আমরা একা থাকি। পুলিশ আগের মতো খোঁজ নিলে ভালোই হত। একটু সাহস পেতাম।’

তিন সন্তানের মা, বালুরঘাটের বস্তি এলাকার বাসিন্দা ষাটোর্ধ্ব অর্চনা দাস এখনও পরিচারিকার কাজ করে দিন গুজরান করেন। একা থাকা এই বৃদ্ধার আক্ষেপ, ‘ছেলেমেয়েরা তো খোঁজ নেয় না। কবে বাড়িতেই মরে পড়ে থাকব, কেউ টের পাবে না।’

বালুরঘাটের তরুণ সুরজ সাহা বলেন, ‘মা-বাবার বয়স হয়েছে। দাদা বাইরে চাকরি করে। ওঁদের একা ছেড়ে যেতে ভয় পাই। আমার কলকাতায় যাওয়ার কথা থাকলেও যেতে পারি না।’

উদ্যোগ

- একাকী প্রবীণ নাগরিকদের সহযোগিতার লক্ষ্যে ২০২০-তে ‘প্রণাম’ প্রকল্প চালু করেছিল পুলিশ। চালু হয় হেল্পলাইন নম্বর
- প্রথমে এমন প্রায় ৪০ জনকে চিহ্নিত করা হয়
- কিন্তু ২০২২-’২৩ সাল থেকে পরিষেবা বন্ধ হয়েছে বালুরঘাটে
- শহরের প্রবীণেরা চান, এই প্রকল্প চালু থাকুক। তাঁদেরও কেউ খোঁজখবর রাখুক
- হঠাৎ অসুস্থতার কারণে কোনও বিপদ হতে পারে। সাইবার প্রতারণার শিকার হতে হচ্ছে

অকেজো জলের মেশিন

তীব্র গরমে নাকাল তহবাজার

পঙ্কজ মহন্ত

বালুরঘাট, ৬ জুলাই : তীব্র গরমে হাঁসফাঁস অবস্থা সকলের। বালুরঘাট শহরের তহবাজারে হোটেল, সবজি বাজার, পাইকারি সহ একাধিক দোকান রয়েছে। সকালবেলা শহরের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে খদ্দেররা সেখানে মাছ, মাংস বা সবজি ক্রয় করার জন্যে ভিড় জমান। এমন পরিস্থিতিতে কয়েক বছর আগে লক্ষাধিক টাকা ব্যয়ে মাছবাজার সংলগ্ন এলাকায় বসানো হয়েছিল পরিস্রুত ঠান্ডা পানীয় জলের মেশিন। উদ্দেশ্য ছিল ক্রেতা ও বিক্রেতা সকলের জন্য ঠান্ডা জলের ব্যবস্থা করা। বাজার করতে এসে তেষ্টা পেলে, ভরসা বলতে ছিল ওটাই। কিন্তু বাস্তবে এখন ছবিটা একেবারেই উলটো হয়ে দাঁড়িয়েছে।

অবস্থা এমন যে, ভরদুপুরে বাজারে এসে তৃষ্ণার্ত হয়ে ফিরতে হচ্ছে অনেককে। কারণ, দীর্ঘদিন মেশিনটি অকেজো হয়ে পড়ে রয়েছে। বর্তমানে মেশিনে পড়েছে ধুলোর আস্তরণ, পাইপে মরচে। আর বোতাম চাপলেও একফোঁটা জল পড়ে না। দোকানদার থেকে শুরু করে ক্রেতারা তাই বাধ্য হচ্ছেন টিউবওয়েল কিংবা কেনা বোতলের ওপর ভরসা করতে। ফলে, অভিযোগ শোনা যাচ্ছে কান পাতলেই।

স্থানীয় এক ব্যবসায়ী সমীর কর্মকার বললেন, ‘এখানে প্রতিদিন কয়েকশো মানুষ বাজার করতে আসেন। বাজারে জলের ব্যবস্থা না থাকাটা খুবই সমস্যার। মেশিনটি দীর্ঘদিন ধরে খারাপ হয়ে পড়ে রয়েছে। অন্যদিকে, টিউবওয়েলের জলের গুণগত মান ভালো নয়। তবুও সেটির জল পান করতে হচ্ছে আমাদের। জলের অভাবে গরমে কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লে দায়িত্ব কে নেবে?’

বিশ্বাসপাড়া থেকে ওই বাজারে কেনাকাটা করতে আসেন অবিনাশ সরকার। তাঁর কথায়, ‘শুধু মেশিন বসিয়ে দায় সারা হয়েছে যেন! রক্ষণাবেক্ষণের কোনও বালাই নেই। এত তাড়াতাড়ি তো এই উন্নতমানের মেশিন খারাপ হওয়ার কথা নয়। মেশিন মেরামতি হলে ভালো, না হলে বুঝতে হবে, পুরো টাকাটাই জলে গিয়েছে।’

তবে মেশিনটির মেরামতের আশ্বাস দিয়েছে বালুরঘাট পুরসভা। জল দপ্তরের এমসিআইসি অনোজ সরকার বলেন, ‘জলের মেশিনটি খারাপ হয়ে পড়ে থাকার কথা নয়। সমস্যাটি আমাদের জানানো হয়নি। স্থানীয় কাউন্সিলারের মাধ্যমে অথবা সরাসরি পুরসভায় অভিযোগ জানালে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কর্মী নিযুক্ত রয়েছে। অভিযোগ পাওয়া মাত্রই দ্রুত মেরামতির কাজ শুরু হয়।’

অভিযোগ

- গরমে জলের সমস্যা মেটাতে কয়েকবছর আগে তহবাজারের মাছবাজার সংলগ্ন এলাকায় বসানো হয়েছিল ঠান্ডা পানীয় জলের মেশিন
- কিন্তু কিছুদিন থেকে বিকল হয়ে পড়ে রয়েছে সেটি
- ফলে, বাজার করতে এসে তেষ্টা পেলে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে অনেককে
- তবে, মেশিনটি মেরামতের আশ্বাস দিয়েছে বালুরঘাট পুরসভা

কান ঝালাপালা শহরবাসীর

সন্ধ্যার পর মোটরবাইকের দৌরাত্ম্য

সিদ্ধার্থশংকর সরকার

পুরাতন মালদা, ৬ জুলাই : বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা হতেই পুরাতন মালদা শহরের শান্ত পরিবেশ বিঘ্নিত হচ্ছে কানফাটা আওয়াজে। শুরু হচ্ছে মোটরবাইকের মডিফায়েড সাইলেন্সারের দৌরাত্ম্য। এমন বাইক নিয়ে শহরের রাস্তাগুলির দখল নিচ্ছে কিছু উঠতি তরুণ। তীব্র গতি আর কান ফাটানো হর্ন যে শুধু শব্দ দূষণ ঘটাচ্ছে তা নয়, ব্যাঘাত ঘটাচ্ছে নাগরিকদের দৈনন্দিন সুস্থ জীবনের। পথ নিরাপত্তা নিয়েও প্রশ্ন তুলে দিচ্ছে। শহরের কানাগলি থেকে রাজপথে এমন বাইকের দাপট থাকলেও, কেন পুলিশের নজর পড়ছে না, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। যদিও পদক্ষেপের আশ্বাস মিলছে পুলিশের তরফে।

শান্ত পরিবেশ অশান্ত হয়ে উঠছে মোডিফায়েড সাইলেন্সার লাগানো মোটরবাইকের দৌরাত্ম্যে। সন্ধ্যার পর কান ঝালাপালা হওয়ায় বিরক্ত শহরবাসী। যেমন ফুটানি মোড় এলাকার বাসিন্দা অনিলকুমার ঘোষ ক্ষোভ প্রকাশ করে বললেন, ‘দিনভর কাজের শেষে মানুষ যখন একটু শান্তির আশায় ঘরে ফেরে, তখনই শুরু হয় বাইকের তাণ্ডব। পুলিশকে যেন পাত্তাই দেয় না। এটা মোটেও উচিত নয়, বরং অত্যন্ত আপত্তিকর।’

সাধারণ মানুষের অভিযোগের প্রেক্ষিতে জেলার ডেপুটি পুলিশ সুপার (ট্রাফিক) মঙ্গেস সুব্বা বলেন, ‘মডিফায়েড সাইলেন্সার লাগানো বাইকের বিরুদ্ধে পুলিশের অভিযান কোনওভাবেই থেমে নেই। আমরা প্রতিনিয়ত এই ধরনের বেআইনি কাজের বিরুদ্ধে অভিযান চালাচ্ছি এবং জড়িতদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নিচ্ছি।’ এ বিষয়ে অত্যন্ত কড়া পদক্ষেপের আশ্বাসও দিয়েছেন তিনি।

এমন প্রবল শব্দ শুধু সাধারণ মানুষের বিরক্তি বাড়াচ্ছে না, বহু অসুস্থ মানুষ, বিশেষ করে হৃদরোগী বা বয়স্কদের জন্য বিপদ ডেকে আনছে। চিকিৎসকদের বক্তব্য, ভবিষ্যতে সমস্যায় পড়তে পারে আজকের শিশুরা। এমন পরিস্থিতির পরিবর্তনের জন্য পুলিশি ব্যবস্থার দাবি উঠছে পুরাতন মালদা শহরে। শুধু জরিমানা নয়, সুস্থ পরিবেশের তাগিদে বাইক আটক বা বাজেয়াপ্ত করার দাবি তুলেছেন অনেকে।

বাইকের গতিতে রাস্তায় যাতায়াত করতে ভীত সকলে। উল্লেখ্য, শহরের প্রধান রাস্তাগুলিতে পুলিশি অভিযান চলে। তবে এমন অভিযান কার্যত সীমাবদ্ধ দিনেরবেলা। যে কারণে সন্ধ্যার পর উৎপাত শুরু হয়ে যায় বলে মনে করেন শহরবাসীর একাংশ।

> মডিফায়েড সাইলেন্সার লাগানো বাইকের বিরুদ্ধে পুলিশের অভিযান কোনওভাবেই থেমে নেই। আমরা প্রতিনিয়ত এই ধরনের বেআইনি কাজের বিরুদ্ধে অভিযান চালাচ্ছি এবং জড়িতদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নিচ্ছি।
>
> **মঙ্গেস সুব্বা** *জেলার ডেপুটি পুলিশ সুপার (ট্রাফিক)*

> দিনভর কাজের শেষে মানুষ যখন একটু শান্তির আশায় ঘরে ফেরে, তখনই শুরু হয় বাইকের তাণ্ডব। পুলিশকে যেন পাত্তাই দেয় না। এটা মোটেও উচিত নয়, বরং অত্যন্ত আপত্তিকর।
>
> **অনিলকুমার ঘোষ**

ছুটির মেজাজে মহরম মালদা শহরে

হরষিত সিংহ ও জসিমুদ্দিন আহম্মদ

মালদা, ৬ জুলাই : রোজকার মতো টিউশনি পড়ানো শেষে বাড়ি যাওয়ার জন্য টোটোর অপেক্ষা করছিলেন দীপান্বিতা গোস্বামী। রবীন্দ্র অ্যাভিনিউ রাস্তার এক নম্বর কলোনির গলিতে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে। অন্যদিন রাস্তার পাশে দাঁড়ালেই একের পর এক টোটো, কোথায় যাবেন বলে দাঁড়িয়ে পড়ে। কিন্তু মহরমের রবিবার দুপুরে চিত্র একেবারেই আলাদা। দীপান্বিতার কথায়, ‘এদিন বাড়ি থেকে বেরিয়েও টোটো পেতে সমস্যা হচ্ছিল। পড়ানো শেষে দুপুরে দাঁড়িয়ে আছি এখনও টোটো পাচ্ছি না। বাঁশবাড়ি এলাকায় আমার বাড়ি। দুই-একটা টোটো দেখছি রাস্তায়। কিন্তু বাঁশবাড়ি যেতে চাইছে না।’

এদিন দুপুরে বাইক নিয়ে কাজে বেরিয়েছিলেন বিট্টু দাস। শহরের রাস্তা প্রায় টোটোশূন্য। একেবারেই ভিড় নেই রাস্তায়। বাইক চালিয়ে যেতে কোনও সমস্যাই হচ্ছিল না। বিট্টু দাস বললেন, ‘গৌড় রোড থেকে চিত্তরঞ্জন মার্কেটে এলাম। রাস্তা একরকম ফাঁকা বললেই চলে। মহরম তাই হয়তো ফাঁকা রাস্তা।’

সরকারি, বেসরকারি অফিস, প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি রবিবার সাধারণত মালদা শহরের সমস্ত মার্কেটগুলি বন্ধ থাকে। যদিও দৈনিক বাজার ও ফুটপাথে কিছু দোকান খোলা থাকে। এদিন শহরের নেতাজি মোড় থেকে পোস্ট অফিস মোড় সহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ মোড়গুলির ফুটপাথের বেশির ভাগ দোকান বন্ধ ছিল। কিছু ফাস্ট ফুড ও চায়ের দোকান খোলা থাকলেও বিক্রি খুব কম। চা বিক্রেতা রবি মণ্ডলের কথায়, ‘রবিবার একবেলা দোকান করি। আজ মহরম তাই দোকান খুলেছি। কিন্তু বিক্রি খুব কম।’

পিরের মাজারের চাদর নিয়ে মালদা শহরে ভক্তরা। - সংবাদচিত্র

সকাল থেকে তাজিয়া সাজানো থেকে মিছিলের শেষ পর্যায়ের মহড়াতে ব্যস্ত সকলে। মহরম রবিবার পড়ায় ছুটির আমেজ সকলের মধ্যে। তাই হয়তো মালদা শহরের রাস্তা এদিন একেবারেই শুনসান। লাকি শেখ জানালেন, আজ সকাল থেকেই মহরমের প্রস্তুতি চলছে। মহরমের মিছিলের মহড়া থেকে তাজিয়া সাজানো অন্যান্য কাজ চলছে। এদিন শহরের বিভিন্ন রাস্তার মোড় থেকে শোভাযাত্রার পথে পুলিশ, সিভিক ভলান্টিয়ার মোতায়েন করা হয়েছে।

মহরমে জোড়া উরস উদযাপিত হল মালদা শহরে। শহরের সংখ্যালঘু ভবনে অবস্থিত পিরত্তর জাহান পির ওয়াকাফ এস্টেটের পরিচালনায় রবিবার সকালে পিরবাবার মাজারের উরস ধর্মীয় আচার মেনে শুরু হয়। মাজারে চাদর চড়ানোর উদ্দেশ্যে এক মিছিল শহর পরিক্রমা করে। ওয়াকফ কমিটির সদস্যদের সঙ্গে হাজির ছিলেন পুরসভার সিআইসি শুভময় বসু, রাজ্য সংখ্যালঘু কমিশনের সদস্য শাহনাজ কাদেরি প্রমুখ। অনুষ্ঠান শেষে ভক্তদের মধ্যে শিরনী পোলাও বিতরণ করা হয়। জাহান পির ওয়াকফ এস্টেটের সম্পাদক সামিম আনিশ জানান, ‘শহরের বিভিন্ন মহরমের আখরা থেকে তাজিয়া শোভাযাত্রা মাজার প্রাঙ্গণে এসে জড়ো হয়।’ ২৮ নম্বর ওয়ার্ডে ঘোড়াপির মাজারে দুপুরে উরস পর্ব পালিত হয়। রবিবার মালদায় সাড়ম্বরে পালিত হল মহরমের দশমী। মসজিদে মসজিদে কোরান পাঠ, ফাতেহাখানি, দোয়াপাঠ, শিরনী বিতরণ। সন্ধ্যায় শহরের রাস্তায় নামল মহরমের লাঠিখেলার শোভাযাত্রা। শহরের ২০টি লাঠিখেলা দল সুসজ্জিতভাবে মিরচক ইমামবাড়া হয়ে শোভাযাত্রা বের করে। নেতাজি মোড় থেকে অতুল মার্কেট পর্যন্ত রাস্তার দু’ধারে দর্শনার্থীদের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো। শোভাযাত্রা সম্পন্ন করতে মোতায়েন ছিল প্রচুর পুলিশ।

সম্পর্কের টানাপোড়েনের জের

ছাত্রীর ওপর ছুরি নিয়ে হামলা

বিশ্বজিৎ প্রামাণিক

পতিরাম, ৬ জুলাই : নাছোড় প্রেমিকার থেকে রেহাই পেতে শেষে স্কুল পড়ুয়ার ওপর প্রাণঘাতী হামলা চালাল এক তরুণ। বর্তমানে দ্বাদশ শ্রেণির ওই ছাত্রী হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছে। এই ঘটনা ঘিরে শোরগোল ছড়িয়েছে পতিরামে। শনিবার সন্ধ্যায় পতিরাম থানার একটি এলাকায় ঘটনাটি ঘটেছে। অজ্ঞাতপরিচয় দুই তরুণ বাইকে এসে ওই নাবালিকার রাস্তা আটকায়। তারপর মাথায় ও গলায় ধারালো কিছু দিয়ে আঘাত করে। মেয়েটি চিৎকার করতে করতে লুটিয়ে পড়ে। তার চিৎকার শুনে এক টোটোচালক এগিয়ে এলে হামলাকারীরা পালিয়ে যায়।

পরে স্থানীয় বাসিন্দারা খবর দেন পতিরাম থানায়। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে আশঙ্কাজনক অবস্থায় নাবালিকাকে উদ্ধার করে বালুরঘাট জেলা হাসপাতালে ভর্তি করে। সেখানে সে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, আহত কিশোরী স্থানীয় পঞ্চায়েত এলাকার বাসিন্দা। শনিবার সে এলাকারই এক বান্ধবীর বাড়ি গিয়েছিল নোটস আনতে। সেখান থেকে ফেরার পথে হামলার শিকার হয়।

প্রাথমিক তদন্তের পর পুলিশের অনুমান, প্রেমঘটিত কারণে এই হামলা। রাকেশ সরকার নামে এক তরুণের সঙ্গে কিশোরীর প্রেমের সম্পর্ক ছিল। রাকেশের বাড়ি মাধবপুরে। তবে কয়েকমাস আগে দুজনের সম্পর্ক ভেঙে যায়। তবে তারপর ওই কিশোরী রাকেশের বাড়ির সামনে ধর্নায় বসেছিল। মেয়েটি সম্পর্ক ভাঙতে চাইছিল না। এই পরিস্থিতিতে রেহাই পেতে ওই তরুণ হামলা চালায় বলে মনে করছেন তদন্তকারীরা।

যা ঘটেছিল

- ওই নাবালিকা শনিবার সন্ধ্যায় বান্ধবীর বাড়ি থেকে ফিরছিল
- পথে দুই অজ্ঞাতপরিচয় তরুণ রাস্তা আটকে তার মাথায় ও গলায় আঘাত করে
- এক টোটোচালক ঘটনাস্থলে এলে হামলাকারীরা পালিয়ে যায়
- নাবালিকার পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে এক তরুণকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে

মেয়েটির জামাইবাবু পতিরাম থানায় ওই তরুণের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। সেখানে তিনি ছক কষে খুনের চেষ্টা এবং শ্লীলতাহানির চেষ্টার অভিযোগ এনেছেন। সেইসঙ্গে দুজন অজ্ঞাত ব্যক্তিরও উল্লেখ করেছেন।

পতিরাম থানার পুলিশ জানিয়েছে, তদন্ত শুরু হয়েছে। পতিরাম থানার ওসি সৎকার স্যাংবো বলেন, 'অভিযোগ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রাকেশকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। রবিবার তাকে বালুরঘাট আদালতে তোলা হয়। বিচারক তিনদিনের হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন। আমরা বাকিদের খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছি।'

এদিকে, এই ঘটনায় এলাকাজুড়ে তীব্র ক্ষোভ এবং আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে। স্থানীয় মানুষ দ্রুত দোষীদের গ্রেপ্তার এবং দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছেন। মেয়েদের নিরাপত্তা নিয়ে ফের প্রশ্ন তুলে দিল এই মর্মান্তিক ঘটনা।

এলাকার বাসিন্দাদের প্রশ্ন, দিনের আলো কমলেই কি মেয়েরা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগবে? আক্রান্ত ছাত্রীর দিদির বক্তব্য, 'ওরা আমার বোনকে মেরে ফেলার জন্যই এই আক্রমণ করেছিল। ভাগ্যিস সে সময়ে এক টোটোচালক পৌঁছে গিয়েছিলেন। নাহলে যে কী হত? আমরা এর বিহিত চাই।' তাঁর সংযোজন, 'ওই তরুণই এই কাজ করিয়েছে। এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত সকলের শাস্তি চাই।'

তপনের বিজেপি বিধায়ক বুধরাই টুডু এই ইস্যুতে তোপ দেগেছেন রাজ্যের শাসকদলকে। তাঁর কটাক্ষ, 'এরাজ্যের মহিলারা নিরাপদে নেই। আমি এই ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ জানাই।'

লাথিতে নষ্ট গর্ভস্থ ভ্রূণ

স্বামী ও দেওর গ্রেপ্তার

বিশ্বজিৎ সরকার

হেমতাবাদ, ৬ জুলাই : স্বামীর পরকীয়ার প্রতিবাদ করায় অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রীর তলপেটে লাথি মেরে গর্ভস্থ ভ্রূণ নষ্টের অভিযোগে স্বামী ও দেওরকে গ্রেপ্তার করল হেমতাবাদ থানার পুলিশ। ধৃত স্বামীর নাম কিসমত আলি ও দেওর লিয়াকত আলি। দুজনেই পেশায় নির্মাণশ্রমিক। তাঁদের বাড়ি কালিয়াগঞ্জ থানার বাঘন সংলগ্ন তিলগাঁও গ্রামে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, তাঁদের বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতা আইনে ভ্রূণহত্যা, গৃহবধূকে খুনের চেষ্টা, অতিরিক্ত পণের দাবি সহ একাধিক জামিন অযোগ্য ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে। রবিবার ধৃতদের রায়গঞ্জ মুখ্য বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে তোলা হলে বিচারক কিসমত আলিকে ১৪ দিনের জেল হেপাজতে পাঠান।

রায়গঞ্জ সিজেএম আদালতের সরকারি আইনজীবী নীলাদ্রি সরকার বলেন, 'ধৃতদের বিরুদ্ধে বধূ নির্যাতন, খুনের চেষ্টা, গর্ভস্থ ভ্রূণহত্যা সহ একাধিক ধারায় মামলা রুজু করেছে পুলিশ। স্বামীকে জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক। তবে ঘটনার সঙ্গে দেওরের প্রত্যক্ষ যোগ না মেলায় তাঁর শর্তসাপেক্ষে জামিন মঞ্জুর হয়েছে।'

পাঁচ বছর আগে হেমতাবাদ থানার নুরপুর এলাকার বাসিন্দা হাসিনা বানুর সঙ্গে কিসমত আলির বিয়ে হয়। বিয়ের সময় কনেপক্ষ থেকে নগদ তিন লক্ষ টাকা, পাঁচ ভরি সোনার গয়না, ছয় ভরি রুপোর অলংকার, একটি মোটর সাইকেল সহ নানা সামগ্রী পণ হিসেবে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু বিয়ের কিছুদিন পর থেকেই শ্বশুরবাড়িতে হাসিনার উপর শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন শুরু হয় বলে অভিযোগ। বিয়ের এক বছরের মধ্যেই বধূ অন্তঃসত্ত্বা হলে তাঁকে মারধর করে গর্ভপাত ঘটানো হয়। একই ধরনের ঘটনা ঘটে আরও একবার। মাস তিনেক আগে ফের অন্তঃসত্ত্বা হন ওই গৃহবধূ। অভিযোগ, গত ৪ জুলাই স্বামীর পরকীয়ার প্রতিবাদ করায় ফের গণ্ডগোল বাধে। তখনই স্বামী কিসমত আলি স্ত্রীর তলপেটে লাথি মারেন বলে অভিযোগ। গুরুতর জখম অবস্থায় ওই গৃহবধূকে রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। গাইনি ওয়ার্ডের কর্তব্যরত চিকিৎসক জানিয়েছেন, বাইরে থেকে গুরুতর আঘাত করার ফলেই গর্ভস্থ ভ্রূণ নষ্ট হয়ে গিয়েছে।

হেমতাবাদ থানার আইসি সুজিত লামা বলেন, 'নির্যাতিতার অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযুক্ত স্বামী ও দেওরকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ঘটনায় মোট ১০ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের হয়েছে। তদন্ত চলছে। ওই বধূর মেডিকেল রিপোর্ট চাওয়া হয়েছে।'

নির্যাতিতা বধূর দাদা আকবর আলি বলেন, 'এর আগেও বোনকে মারধর করে পরপর দুইবার গর্ভপাত ঘটানো হয়েছে। তখন আমরা পুলিশের কাছে যাইনি, কারণ ভেবেছিলাম সংসারটা রক্ষা পাবে। বোনজামাই পাশের গ্রামের এক তরুণীর সঙ্গে পরকীয়া সম্পর্কে জড়ায়। তা নিয়ে অশান্তি বাধলে বোনের পেটে লাথি মেরে ফের একবার ভ্রূণ নষ্ট করল বোনজামাই। আমরা ওর কঠোর শাস্তি চাই।'

কী অভিযোগ

- স্বামীর পরকীয়ার প্রতিবাদ করতেই স্ত্রীর তলপেটে লাথি
- গুরুতর আহত স্ত্রীকে রায়গঞ্জ মেডিকেলে ভর্তি করা হয়
- তিন মাসের গর্ভস্থ ভ্রূণ নষ্ট
- অভিযোগের ভিত্তিতে স্বামী ও দেওর গ্রেপ্তার

গাঁজা বাজেয়াপ্ত

বহরমপুর, ৬ জুলাই : উত্তরবঙ্গ থেকে সড়কপথে প্রাইভেট গাড়িতে গাঁজা আমদানি করে অন্যত্র পৌঁছে দেওয়ার আগেই মধ্যরাতে বমাল মুর্শিদাবাদে পাকড়াও কারবারি। ঘটনায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায় মুর্শিদাবাদের জঙ্গিপুর মহকুমার সামশেরগঞ্জ এলাকায়। ধৃতের নাম আলি হোসেন। পুলিশ জানিয়েছে ,২৭ কেজি ৫০০ গ্রাম গাঁজা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।

শারীরিক হেনস্তা

প্রথম পাতার পর

এই ভিডিও দেখার পরেই স্কুলের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। স্কুলের প্রধান শিক্ষক সব ঘটনা জানার পরেও আইনি ব্যবস্থা না নিয়ে বৈঠকের মীমাংসার পথে হাঁটলেন কেন, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। স্কুলে তো কোনও পড়ুয়ার মোবাইল নিয়ে আসা বারণ। তারপরেও ক্লাসরুমের ভেতরে সেই ভিডিও কে তুলল, সেই প্রশ্নও উঠেছে। যদি অন্য সহপাঠীরা ঘটনাস্থলে থাকে, তাহলে কেউ থামাতে গেল না কেন?

স্কুলের অপর এক পড়ুয়ার অভিভাবকের কথায়, 'ক্লাসরুমের পরিবেশ এরকম হলে মেয়েদের স্কুলে পাঠানো নিয়ে ভাবতে হচ্ছে। স্কুল কর্তৃপক্ষ কী কারণে ঘটনাটি ধামাচাপা দিচ্ছে, সেটা জানতে হবে। অবিলম্বে ছাত্রটির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক।'

প্রধান শিক্ষক প্রণয়কুমার বর্মন বলেন, 'অন্য পড়ুয়াদের কাছ থেকে ঘটনা সম্পর্কে জেনেছি। দুই পড়ুয়ার অভিভাবকদের ডেকে কথা বলা হয়। ছাত্রের পরিবার ও ছাত্রটি ভুল স্বীকার করে নেয়। দুই পক্ষকেই বুঝিয়ে বলা হয়েছে।' তবে সেই ঘটনার ভিডিও কে করল, সেই প্রশ্ন করলে অস্বস্তিতে পড়ে যান প্রধান শিক্ষক। বলেন, 'শনিবার এই ঘটনার একটি ভিডিও ভাইরাল হয়েছে। কারা কীভাবে ভিডিও করল, সেটা স্কুল খুললে খোঁজ নেব। প্রয়োজনে আবার অভিভাবকদের ডাকা হবে।'

এদিকে, সেই ভিডিও ভাইরাল হওয়ার পর থেকে ছাত্রীটির পরিবার বাড়িতে নেই। ছাত্রটিও বাড়িতে নেই। ছাত্রের ঠাকুরদা জানালেন, তাঁর নাতি ভুল করেছে। তাকে বোঝানো হয়েছে। ভুল স্বীকার করানো হয়েছে। বিষয়টি দুই পরিবার মিলে মীমাংসা করা হয়েছে। এরপরে কারা ভিডিওটি ভাইরাল করল তা তিনি জানেন না।

ওদিকে ছাত্রীর এক আত্মীয়ের কথায়, 'সহপাঠীদের সঙ্গে সকলের মাঝেমধ্যে ঝামেলা হয়। তাই বিষয়টি হালকাভাবে নিয়ে মীমাংসা করা হয়। হেনস্তার ভিডিও প্রকাশ্যে আসার পর আমরা বুঝেছি, পরিস্থিতি গুরুতর। অভিযুক্ত ছাত্রের শাস্তির দাবি জানাব পুলিশ প্রশাসনের কাছে।'

ফকিরাগ্রাম ইয়ার্ড আধুনিকীকরণ

নিউজ ব্যুরো

৬ জুলাই : আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের অধীনে ফকিরাগ্রাম স্টেশনে ইয়ার্ড লেআউট সংশোধন করেছে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে। ২ জুলাই কাজটি করা হয়। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের প্যানেল ইন্টারলকিং সিস্টেমে জটিল পরিবর্তনগুলি দক্ষতার সঙ্গে শেষ করেছে। উন্নয়নের অংশ হিসেবে ৭৮২টি নতুন বৈদ্যুতিক সংযোগ ইন্টিগ্রেটেড হয়েছে, ২৮টি রুট দক্ষতার সঙ্গে অপ্টিমাইজড করা হয়েছে ও তিনটি অতিরিক্ত রুট সফলভাবে চালু করা হয়েছে। অপারেশনাল এক্সিলেন্স মজবুত করতে ২ পয়েন্ট, চারটি আপগ্রেডেড ট্র্যাক সার্কিটের ব্যবস্থার সঙ্গে একটি নতুন হাইগেইন মেইন সিগন্যাল রাখা হয়েছে। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কপিঞ্জলকিশোর শর্মা জানান, এই আধুনিকীকরণের ফলে উন্নত এবং সুরক্ষিত ট্রেন চলাচল নিশ্চিত হবে। যাত্রীদের উন্নত পরিষেবা দেওয়ার জন্য এই পরিকাঠামোগত উন্নয়ন।

মন্ত্রীর সামনেই

প্রথম পাতার পর

ঘটনাস্থলে উপস্থিত নেতারা কোনওরকমে পরিস্থিতি সামাল দেন।

এহেন কাণ্ডের পর শাসক শিবিরে জোর বিতর্ক শুরু হয়েছে। কর্মীরা আড়ালে-আবডালে আলোচনা করছেন, এভাবে নিজেদের মধ্যে লড়াই বেধে গেলে ভোটবাক্সে বড় প্রভাব পড়বে। স্থানীয় স্তরে সংগঠনে ঘুণ ধরলে, তা মারাত্মক ক্ষতিকর হতে পারে দলের জন্য। কটাক্ষ করা হচ্ছে, শাসক নেতারা নিজেরাই যদি ঝামেলায় পড়েন, তবে বিরোধীদের আর কী দরকার। ওরা ফাঁকা মাঠে গোল দেবে।

এই ঘটনা নিয়ে কথা বলতে মন্ত্রীকে ফোন করা হলে বলেন, 'এরকম কিছুই হয়নি।' তবে বুলবুলের বক্তব্যে স্পষ্ট সভায় গণ্ডগোল হয়েছে। তাঁর কথায়, 'গত বিধানসভা নির্বাচনে আমিও টিকিটের দাবিদার ছিলাম। টিকিট না পেলেও মন্ত্রীর হয়ে কাজ করেছি। আমি সব থেকে বেশি লিড দিয়েছি। তারপরেও আমাকে নিয়ে মন্ত্রীর দুশ্চিন্তা কেন, জানি না। আমার কাছে আগে দল। দলের প্রত্যেকটি কর্মসূচিতে থাকি। ব্লক কমিটিকে সভা ডাকতে বলেছি। সেখানে ব্লকের মূল দল ও শাখা সংগঠনের নেতারা থাকবেন। মন্ত্রী থাকবেন। মন্ত্রীকে আমার প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে আর আমার ত্রুটি থাকলে রাজনীতি ছেড়ে দেব।'

অপর বিতর্ক অর্থাৎ সরকারি হলঘরে প্রস্তুতি সভার আয়োজন। কীভাবে একটি রাজনৈতিক দলের সভা হল সেখানে, প্রশ্ন তুলে সরব বিরোধীরা। বিজেপির জেলা সাধারণ সম্পাদক কিষান কেডিয়ার ক্ষোভ, 'সরকারি ভবনে ছুটির দিনে একটি পার্টির মিটিং হল কার অনুমতিতে, সেটাই বড় প্রশ্ন। তৃণমূল সরকারি দপ্তরকে নিজেদের পার্টি অফিস বলেই ভাবে।' ফরওয়ার্ড ব্লকের জেলা কমিটির সদস্য অজিত সাহাও বললেন, 'আমাদের দলের মিটিংয়ের জন্য কোনওদিন সরকারি ভবন ব্যবহার করতে পারি না। তাছাড়া বৈঠকে গণ্ডগোল হওয়াটা ওদের সংস্কৃতি।'

হরিশ্চন্দ্রপুর-২ ব্লকের বিডিও তাপসকুমার পালের যুক্তি, 'আজ ছুটি। সদভাব মণ্ডপ (হলঘর) বন্ধ থাকার কথা। আমি এব্যাপারে কিছুই জানি না।'

এদিনের সভায় ঝামেলা বা হলঘর ব্যবহার নিয়ে তৃণমূলের ব্লক ও জেলা নেতৃত্ব মুখ খুলতে চাননি। বৃহস্পতিবার মালদায় তৃণমূল যুব কংগ্রেসের প্রস্তুতি সভায় আঙুল উঁচিয়ে তর্কে জড়াতে দেখা গিয়েছিল রতুয়ার বিধায়ক সমর মুখোপাধ্যায় ও তৃণমূলের জেলা মুখপাত্র আশিস কুণ্ডুকে। শনিবার রতুয়ায় উলটোরথে আশিস ঢুকতেই বেরিয়ে যান বিধায়ক। ফের দ্বন্দ্বের ছবিতে অস্বস্তি বাড়ল শাসক শিবিরে।

শিশু পাচার রুখতে প্রচার

বহরমপুর, ৬ জুলাই : সীমান্ত লাগোয়া অঞ্চলে শিশু পাচার ঠেকাতে অভিনব উদ্যোগ নিল প্রশাসন। শনিবার মুর্শিদাবাদের বহরমপুর মহকুমার অন্তর্গত হরিহরপাড়ায় ট্যাবলো ব্যবহার করে প্রশাসনকে সঙ্গে নিয়ে পথে নামে কিশোরীরা। কখনও মাইক হাতে যাত্রীবোঝাই বাসে উঠে, কখনও ট্যাবলো নিয়ে রাস্তার ধারে পথচারীদের শিশু পাচার সম্পর্কে সচেতন করতে দেখা যায় তাদের। প্রচার অভিযানে অংশগ্রহণ করা মিতালি হালদার নামে এক কিশোরী বলে, 'এলাকায় কোনও সন্দেহজনক ব্যক্তির গতিবিধি নজরে এলেই পুলিশকে জানানোর কথা বলছি সকলকে।

তাছাড়া, শিশু পাচার নিয়ে সচেতনতামূলক প্রচার তো রয়েছেই।' পাশাপাশি, জেলা প্রশাসনের এক আধিকারিক বলেন, 'শিশু পাচার একটা বড় সমস্যা। এটা বন্ধ করতে এলাকার তরুণীরা যেভাবে এগিয়ে এসেছে, সেটা সত্যিই প্রশংসাযোগ্য।'

শাপমোচন

প্রথম পাতার পর

৭২/৩ থেকে শুরু করে ইংল্যান্ড দ্রুত ৮৩/৫। জয়ের গন্ধে গ্যালারিতে ততক্ষণে ভারত-আর্মির উৎসব শুরু। বাড়তি উদ্যমে ফুটছেন মহম্মদ সিরাজ থেকে ওয়াশিংটন সুন্দর, প্রত্যেকে। যা আটকানোর রসদ ছিল না বেন স্টোকস (৩৩), জেমি (৮৮), ক্রিস ওকসদের কাছে (৭)। স্মিথ-স্টোকস কিছুটা প্রতিরোধ গড়ার প্রয়াস চালালেও তা সাময়িক।

ব্যাটারদের নাকের ডগায় একঝাঁক ফিল্ডার রেখে পেস-স্পিনের ককটেল। যে জাঁতাকলে লাঞ্চের ঠিক আগে থামে স্টোকসের লড়াই। সুন্দরের বল পা বাড়িয়ে ডিফেন্স করতে মিস। মরিয়া স্টোকস লেগবিফোরের বিরুদ্ধে রিভিউ নিলেও লাভ হয়নি।

স্টোকস ফিরতেই লাঞ্চ। ইংল্যান্ড ১৫৩/৬। বাকি সময়ে জেমি (৮৮) আগ্রাসী ইনিংসটুকু সরিয়ে রাখলে ভারতের জয় সময়ের অপেক্ষা মাত্র ছিল। বাউন্সারে ওকস-কাঁটা সরিয়ে দেন প্রসিধ। সহজ ক্যাচ সিরাজের হাতে। যা ধরার পর সিরাজের সেলিব্রেশনে ম্যাচ যেন পকেটে পোরার উচ্ছ্বাস। অথচ, তখনও দরকার আরও তিন উইকেট!

আসলে দুটি রাস্তা কার্যত খোলা ছিল। হয় ভারত জিতবে কিংবা ড্র। ম্যাককুলামরা বুঝে যান, ছয়শো প্লাস রান তাড়া অসম্ভব। অতএব বাজবল ছেড়ে ড্রয়ের লক্ষ্যে খেলা। কিন্তু আকাশরা সেই সুযোগ দেওয়ার মেজাজে একেবারেই ছিলেন না। সকালে আতঙ্ক ছড়ালেও, আবহাওয়াও বাদ সাধেনি বাকি সময়ে।

চেতন শর্মার (১০/১৮৮, ১৯৮৬) পর দ্বিতীয় ভারতীয় বোলার হিসেবে ইংল্যান্ডে দশ উইকেট নিয়ে নজির গড়েন আকাশ। সিরাজের সাত উইকেট, দুই ইনিংসে শুভমানের স্বপ্নের ব্যাটিং এবং তরুণ ব্রিগেডের নাছোড় প্রত্যাঘাত- বার্মিংহামে প্রাপ্তির ঘরা পূর্ণ ভারতীয় ব্রিগেডের।

সংখ্যালঘুদের উচ্ছেদের অভিযোগ

সায়নদীপ ভট্টাচার্য

বক্সিরহাট, ৬ জুলাই : নিম্ন অসমের বিলাসীপাড়ায় উচ্ছেদ হওয়া পরিবারগুলিকে এককালীন ক্ষতিপূরণ বাবদ পঞ্চাশ হাজার টাকার চেক বিলি শুরু করল ধুবড়ি জেলা প্রশাসন। রবিবার ক্ষতিপূরণ হিসেবে সেই চেক তুলে দেন অতিরিক্ত জেলা শাসক প্রীতিলেখা ডাকাই। অন্যদিকে, তাপবিদ্যুৎকেন্দ্র তৈরির জন্য পাঁচ হাজার বিঘা জমিতে উচ্ছেদ অভিযান চালাতে তৎপর হয়েছে প্রশাসন। রবিবার বিলাসীপাড়ায় নামানো হল শয়ে-শয়ে বুলডোজার। অশান্তি এড়াতে দিনভর দফায় দফায় চলছে পুলিশি টহলদারি।

এবিষয়ে ধুবড়ির অতিরিক্ত জেলা শাসক প্রীতিলেখা ডাকাই বলেন, 'রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে ভূমিহীনদের পঞ্চাশ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়েছে। ধীরে ধীরে সকলেই সেই ক্ষতিপূরণ পেয়ে যাবেন।'

তাপবিদ্যুৎ প্রকল্পের জন্য বিলাসীপাড়ায় প্রায় পাঁচ হাজার বিঘা জমি চিহ্নিত করেছে সরকার। এই পাঁচ হাজার বিঘা জমির মধ্যে পাঁচশো বিঘা জমির পাট্টা রয়েছে। বাকি সবটা সরকারি জমি। ইতিমধ্যেই প্রস্তাবিত সেই তাপবিদ্যুৎকেন্দ্র এলাকা পরিদর্শন করেছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা। প্রায় চল্লিশ হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে সেই তাপবিদ্যুৎ প্রকল্প গড়ে তোলা হবে বলে প্রশাসন জানিয়েছে।

প্রশাসন সূত্রে খবর, ধুবড়ির বিলাসীপাড়ার সন্তোষপুর, চিরাকুটার বাসিন্দাদের বাড়িঘর অন্যত্র সরিয়ে নিতে শনিবারই ২৪ ঘণ্টা সময়সীমা বেঁধে দিয়েছিল সেখানকার প্রশাসন। এরপরেই বাসিন্দাদের একাংশ নিজে থেকে ঘরবাড়ি ভেঙে অন্যত্র সরিয়ে নিচ্ছেন। রবিবার সেই ভূমিহীন পরিবারগুলিকে ক্ষতিপূরণ হিসেবে এককালীন ৫০ হাজার টাকার চেক বিলির কাজ শুরু করল জেলা প্রশাসন।

রবিবার গুয়াহাটিতে সাংবাদিক সম্মেলনে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'বিলাসীপাড়ার সকলকে জমি খালি করে দেওয়ার অনুরোধ করা হচ্ছে না। সরকার কোনওরকম ঝামেলার পক্ষপাতী নয়।'

এই উচ্ছেদকে ঘিরে গর্জে উঠেছে আমছুর পার্টি। এদিন বিলাসীপাড়ায় সভা করে আমছুর পার্টির সভাপতি রেজাউল করিম সরকার বলেন, 'সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে টার্গেট করে উচ্ছেদ অভিযান চালানো হচ্ছে। সংখ্যালঘু মানুষের ওপর বুলডোজার চালাচ্ছে বিজেপি সরকার।'

যদিও এমনটা মানতে নারাজ বিজেপি। বিজেপির প্রাক্তন বিধায়ক অশ্বিনী সরকার জানালেন, রাজ্যে বিদ্যুতের ঘাটতি মেটাতে তাপবিদ্যুৎকেন্দ্র তৈরির উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। সরকার উন্নয়নের পক্ষে। জবরদখলদারিদের ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করেছে সরকার।

অভিযোগ

- শনিবার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে বিলাসীপাড়ার সন্তোষপুর, চিরাকুটার বাসিন্দাদের বাড়িঘর অন্যত্র সরানোর নির্দেশ দেয় প্রশাসন
- এরপরে বাসিন্দাদের একাংশ নিজে থেকে ঘরবাড়ি ভেঙে অন্যত্র সরিয়ে নিচ্ছেন
- রবিবার ভূমিহীন পরিবারগুলিকে এককালীন ৫০ হাজার টাকার চেক দিতে শুরু করল জেলা প্রশাসন

সন্তোষপুরের বাসিন্দা মজিবর আলি বলছেন, 'আমাদের এমন পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হবে তা কল্পনাও করতে পারিনি। ছেলেমেয়েদের জন্য রান্না করার সময়টুকু পর্যন্ত দেওয়া হয়নি। ঘরবাড়ি ভেঙে নেওয়ার জন্য প্রশাসনের তরফে বারবার হুমকি দেওয়া হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আমাদের অনুরোধ, যে ঘরগুলি ভাঙা হয়েছে, তাদের বিকল্প বাসস্থানের ব্যবস্থা করুন।'

ফুটবলে প্রীতিকার স্বপ্নের উড়ান

বিশ্বজিৎ সরকার

রায়গঞ্জ, ৬ জুলাই : হোক না অভাবের সংসার, জেদ ও ইচ্ছাশক্তি যেন উড়ান দিল।

বেঙ্গালুরু উড়ে গেল প্রীতিকা বর্মন। রায়গঞ্জের এই নবম শ্রেণির ছাত্রীটি অনূর্ধ্ব ১৭ জাতীয় মহিলা ফুটবল দলে ট্রায়ালে সুযোগ পেয়েছে। রায়গঞ্জের হাতিয়া হাইস্কুলের ছাত্রীটির এই উড়ান কিন্তু সহজ ছিল না। প্রীতিকার বাবা কাশীরাম বর্মনের রোজগারের নিশ্চয়তা নেই। মাঝেমধ্যে অন্যের টোটো চালিয়ে কোনওমতে সংসার চালান। বাড়িতে প্রীতিকা ছাড়া আরও দুই মেয়ে, স্ত্রী ও দুই ছেলে আছে।

ছোটবেলা থেকে চরম অভাবের সঙ্গে লড়াই করতে হয়েছে প্রীতিকাকে। কিন্তু ফুটবলের প্রতি ভালোবাসা ছিল অদম্য। খেলার প্রতি গভীর নিষ্ঠা ও সুশৃঙ্খল জীবনযাপন তাকে এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ করে দিয়েছে। জাতীয় মহিলা ফুটবলের প্রশিক্ষণের সুযোগ পাওয়ায় আরও আত্মবিশ্বাসী সে।

প্রীতিকার কথায়, 'ছোটবেলায় বুঝে গিয়েছিলাম, অভাবের কথা কাউকে বলে কিছু হবে না। খেলতে যে পরিমাণ শারীরিক কসরত করতে হয়, সেই তুলনায় পুষ্টিকর খাবার কোনওদিন জোটেনি। কিন্তু সেসব কথা কোনওদিন ভাবিনি। মন দিয়ে পরিশ্রম করে গিয়েছি।' সেই নিষ্ঠা ও পরিশ্রমের ফল মিলেছে।

প্রীতিকা বর্মন।

সাফল্য

- জাতীয় মহিলা ফুটবল দলে ট্রায়ালের সুযোগ নুরপুর গ্রামের প্রীতিকার
- অভাবের সঙ্গে লড়াই করেও ফুটবলের প্রতি প্রীতিকার ভালোবাসা একফোঁটা কমেনি
- রবিবার প্রশিক্ষণের জন্য বেঙ্গালুরুতে পাড়ি দেয় প্রীতিকা

কিশোরীটির মা পুতুল বর্মন বলেন, 'প্রাথমিক স্কুলে পড়ার সময় থেকেই ফুটবল খেলার প্রতি ওর ঝোঁক। এত বছরের পরিশ্রমের ফলে মেয়ে এবার জাতীয় মহিলা ফুটবল দলে প্রশিক্ষণের সুযোগ পেয়েছে।' মেয়ে ভবিষ্যতে আরও এগিয়ে যাবে বলে তিনিও আত্মবিশ্বাসী। বেঙ্গালুরু রওনা হওয়ার আগে শনিবার রায়গঞ্জ থানার গৌরী গ্রাম পঞ্চায়েতের নুরপুর হাইস্কুলের মাঠে অনুশীলন করেছিল প্রীতিকা।

তখনই সে জানায়, এবারই আসল পরীক্ষা। এই পরীক্ষায় সফল হতেই হবে বলে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ সে। হাতিয়া হাইস্কুলের সব শিক্ষক ও ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি অরিজিৎ ঘোষ মিলে প্রায় ৪০ হাজার টাকা তুলে দিয়েছেন প্রীতিকার হাতে। স্কুলের প্রধান শিক্ষক অনিরুদ্ধ সিনহা বলেন, 'আমাদের স্কুলের অত্যন্ত গরিব পরিবারের ছাত্রী প্রীতিকার জাতীয় ফুটবল দলে ট্রায়ালের সুযোগ পাওয়া আমাদের জন্য খুব গর্বের বিষয়।'

রবিবার সকালে বাগডোগরা বিমানবন্দর থেকে বেঙ্গালুরুতে রওনা হয় প্রীতিকা। সোমবার থেকে শুরু হবে প্রশিক্ষণ। তার বোন লতিকাও ফুটবল খেলায় যথেষ্ট আগ্রহী। দিদি জাতীয় দলে প্রশিক্ষণের সুযোগ পাওয়ায় লতিকার উৎসাহ আরও বেড়ে গিয়েছে।

পুকুর ভরাট

প্রথম পাতার পর

রায়গঞ্জ ব্লক ভূমি ও ভূমি রাজস্ব আধিকারিক সৌমেন চট্টোপাধ্যায় এ বিষয়ে মুখ খুলতে চাননি। ফোনে তাঁকে এই প্রসঙ্গে প্রশ্ন করা হলে সৌমেনবাবু বলেন, 'মহকুমা ভূমি ও ভূমি রাজস্ব আধিকারিকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।' যদিও তাঁর দাবি, 'আইন মেনে জমির চরিত্র বদল করাই যায়।'

মহকুমা শাসক কিংশুক মাইতি বলেন, 'জমির শ্রেণি পরিবর্তন করে পুকুরটিকে বাস্তু করা হয়েছে। ভূমি রাজস্ব দপ্তরেই কোনওভাবে তা করা হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে সমস্যা তৈরি হয়েছে। আমি কাজ বন্ধ রাখার নোটিশ জারির নির্দেশ দিয়েছি। পরবর্তী পদক্ষেপ করবে উচ্চতর কর্তৃপক্ষ।'

প্রসঙ্গত, রায়গঞ্জ শহরের রমেন্দ্রপল্লি, পশ্চিম বীরনগর, অশোকপল্লি ও উকিলপাড়া এলাকায় নিয়মিতভাবে পুকুর ভরাটের ঘটনা ঘটছে। পরিবেশবিদদের আশঙ্কা, এভাবে জলাশয় হারাতে থাকলে শহরের জলনিকাশির সমস্যা ভয়াবহ রূপ নেবে। স্থানীয়রা তাই চান, পুকুরটির আগের অবস্থান ফিরিয়ে এনে সংরক্ষণের উদ্যোগ নিক সরকার।

উত্তরের নাট্যচর্চায় আশাভঙ্গের হাহাকার

প্রথম পাতার পর

নাট্যতীর্থ, মালদার আগামী- এরকম প্রায় আশিটার কাছাকাছি নাট্যদল নিয়মিত নাটক করে চলেছে। এই নাট্যগোষ্ঠীগুলি অদ্ভুত কিছু উপায়ে টিকে যাচ্ছে। যেমন- নিজেদের মধ্যে সাংস্কৃতিক বন্ধন বাড়ানোর জন্য পূর্ণ নাটক, একাঙ্ক, অণুনাটকের উৎসব করে যাচ্ছে। যার ফলে উত্তরের বিভিন্ন জেলার নাট্যদর্শকের মধ্যে একটা কালচারাল বন্ডিং অগোচরে হয়েই যায়। আরেকটা নতুন ট্রেন্ড দেখা যাচ্ছে যেটা নাটকের পক্ষে শুভ তা হল, কোনও নাটকের দল বন্ধ হয়ে গেলে তাদের কুশীলবরা অন্য দলে নাটকে যোগ দিচ্ছে। কোনও কোনও নাট্যদল যেমন দক্ষিণ দিনাজপুরের বালুরঘাট নাট্যকর্মী প্রায় নয় বছর ধরে জেলায় নাট্য আগ্রহ বাড়ানোর লক্ষ্যে স্কুল ড্রামা ফেস্টিভাল করে চলেছে তাতে দর্শকের ঘাটতি হচ্ছে না। কিন্তু সমস্যা একটা থেকেই যাচ্ছে, রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকারের অনুদান নাট্যদলকে দেওয়া হলেও সেই সংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট নয়। কারণ, একটি নাটকে কুশীলব ছাড়াও মেকআপ ম্যান, আলো বিকারক ও সাহায্যকারী অনেক মানুষ যুক্ত থাকেন। সরকারি অনুদান এতদূর পর্যন্ত হয়তো পৌঁছায় না। কলকাতায় নাটকের মানুষেরা পেশাদার হওয়ার ঝুঁকি নিতে পারেন, কারণ তাঁদের সামনে টিভি ও সিনেমাতে অভিনয়ের সুযোগ থাকে। কিন্তু উত্তরের নাটকে নতুন নতুন যে শিক্ষিত ছেলেমেয়েরা আসছে তাদের ভবিষ্যৎ কিছু নেই।

শিলিগুড়িতে একটা ফিল্ম সিটি গড়ে উঠল না কিংবা ফিল্ম ইনস্টিটিউট। অথচ উত্তরবঙ্গের ডুয়ার্সে, পাহাড়ে নিয়মিত সিনেমার শুটিং হয়, তাতে এখানকার কতজন ছেলেমেয়ে সুযোগ পান? অভিনয় শিক্ষার জন্যও কোনও আধুনিক ভাবনায় উত্তরবঙ্গের জন্য কেউ এগিয়ে আসেনি অথচ উত্তরবঙ্গের স্থানীয় স্তরে অনেক প্রতিভাবান অভিনেতা আছেন। শুধুমাত্র সংস্কৃতিচর্চার মধ্যে জীবিকার অভাব এ যুগে পূরণ করাই মুশকিল। উত্তরবঙ্গের নাট্যচর্চার আরেকটি বাস্তবতা, জেলাগুলি থেকে অনেক লিটল ম্যাগাজিন প্রকাশ পায় কিন্তু তার মধ্যে নতুন নাট্যকার কোথায়? সেই মন্মথ রায়, হরিমাধব মুখোপাধ্যায়ের মতো পশ্চিমবঙ্গ আদৃত নাট্যকার হয়ে ওঠার মতো উৎসাহ কম। উত্তরের নাট্যচর্চা জেলা সদর ও গঞ্জগুলিতে যেটুকু আছে তা একজন বা দুজন মানুষের নাট্য আন্দোলনকে বলয় করে গড়ে উঠেছে অর্থাৎ এর কোনও চিরাচরিত ধারার প্রবহমানতার উপর নির্ভরশীল নয়। তার উপর রাষ্ট্রের যদি যুক্তির প্রসারতা ও সংবেদনশীলতা কম থাকে সেক্ষেত্রে আপসকামী হওয়া ছাড়া কোনও পথ থাকে কি? তার ফলে সাংস্কৃতিক উৎকর্ষতার মানের অধোগামী হওয়া ছাড়া উপায়ও থাকে না।

সরকারি বদান্যতায় যে ক'টি নাটকের উৎসব হয় সেখানে নাটক বাছাইয়ের ক্ষেত্রে প্রচ্ছন্ন সেন্সরশিপের রক্তচক্ষু থাকলে মেধার আপসকামিতায় নতুন প্রজন্ম ও দর্শক মুখ ফিরিয়েও নিতে পারে। মুক্ত অর্থনীতির দুনিয়ায় সরকারি প্রতিষ্ঠানে কাজ কমে যাওয়া, উত্তরবঙ্গে বড় ও ভারী শিল্পের অভাব- সব মিলিয়ে মধ্যবিত্ত শ্রেণির শূন্যতা এবং চা বাগান সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিয়মিত কর্মসংকোচন এবং সোশ্যাল মিডিয়া, ওয়েব সিরিজ এইসব নানা কারণে নাটক দেখার মাধ্যমে মানুষের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উষ্ণতার মিলনক্ষেত্র আজ বিপন্ন ও অসহায়।

আমরা গড়ি কিন্তু কর্ষণ করি না। যেমন উত্তরবঙ্গের নাট্য উৎকর্ষ কেন্দ্র কোটি কোটি টাকা খরচ করে গড়া হল, সঙ্গে অত্যাধুনিক ব্ল্যাকবক্স। নাট্যামোদীদের দু'চোখে স্বপ্ন যে, উত্তরবঙ্গের মাটিতে নাটকের নিয়মিত সৃজন হবে। কেউ কেউ ভাবলেন এখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর বিভাগে পড়ানো হবে। উত্তরবঙ্গ সহ ভারতের বিভিন্ন নাট্যকেন্দ্র থেকে বিদ্বজ্জনরা এসে নাটকের পাঠ নেবেন। রোমের কলোসিয়ামের স্বপ্ন নিয়ে ভিসুভিয়াসের উদ্গিরণে উত্তরবঙ্গ জেগেছিল। উত্তরবঙ্গের সেই নাট্যপীঠ আশাভঙ্গের মূর্ছনার হাহাকারে ডুবে আছে। বছরের চার-পাঁচদিন সরকারি সাহায্যে নাট্য উৎসবের কল্লোলে জাগে তারপর সারা বছর অন্ধকারে। নিবন্ধের শেষ আবেদন, নাটকের সাজানো বাগানে রাজারা যেন হৃদয়ের ক্ষত নিয়ে মঞ্চশাসন না করেন, তাহলে উত্তর প্রজন্মের কাছে মুখ লুকোব কোন লজ্জায়।

(লেখক- প্রাবন্ধিক ও নাট্য সমালোচক। বালুরঘাটের বাসিন্দা)

নতুন ইতিহাস লিখছ স্টার বয় গিলকে বিরাট

ইংল্যান্ড সিরিজে ভারতের রান মেশিন হয়ে উঠেছেন শুভমান গিল।

লন্ডন, ৬ জুলাই : বিরাট কোহলির জুতো পা রাখা শুধু নয়। ব্যাটন যে সঠিক লোকের কাঁধেই, বিরাটের চার নম্বর ব্যাটিং অর্ডারে খেলতে নেমে প্রতি ইনিংসে বোঝাচ্ছেন ভারতীয় ক্রিকেটের 'নয়া রান মেশিন' শুভমান গিল।

অধিনায়ক হয়ে প্রথম টেস্টেই ১৪৭ দিয়ে শুরু। বার্মিংহামে দ্বিতীয় ম্যাচে ২৬৯ ও ১৬১। এক টেস্টে ৪৩০ রান। ভারতীয় ক্রিকেটারদের মধ্যে যা সবাধিক রান। শুভমানের যে রূপকথার ব্যাটিংয়ে মুগ্ধ ক্রিকেট দুনিয়া। ব্যতিক্রম নন বিরাট কোহলিও।

পত্রপাঠ সাবাশি জানিয়েছেন সতীর্থ তথা উত্তরসূরিকে। 'কিং' কোহলির কথায়, শুভমান নতুন করে ইতিহাস লিখছে। 'দারুণ খেলেছ স্টারবয়। নতুন করে ইতিহাস লিখছ। এখান থেকে আরও এগিয়ে যাও। আরও উন্নতি করো। এই সবকিছুর যোগ্য তুমি,' সমাজমাধ্যমে গিলকে প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়ে লিখেছেন বিরাট।

বিরাটের থেকে টেস্ট ফরম্যাটে শুভমানের কাঁধে ব্যাটন বদল নিয়ে হেয়ালিভরা বক্তব্য প্রাক্তন ইংল্যান্ড ক্রিকেটার ডেভিড লয়েডের। বিরাট-শুভমানের প্রসঙ্গে জানিয়েছেন, আগের 'কিং'-এর মৃত্যু হয়েছে।

নয়া কিং শুভমান, বক্স অফিস পন্থ

সিংহাসনে নতুন রাজা। ঋষভ পন্থকে নিয়েও একইভাবে উচ্ছ্বসিত। লয়েডের মতে, মহেন্দ্র সিং ধোনির পর তৈরি শূন্যতা পূরণ করে দলকে ভরসা জোগাচ্ছে ঋষভ।

লয়েড লিখেছেন, 'মানুষ বলে বিশ্বমানের ক্রিকেটারদের শূন্যতা পূরণ হয় না। কিন্তু...। বাস্তব হল 'দ্য কিং' (বিরাট) মৃত। দীর্ঘজীবী হও কিং। আধুনিক ক্রিকেটে অন্যতম সেরা বিরাট কোহলির থেকে নির্বিঘ্নেই ব্যাটন নিজের হাতে নিয়ে নিয়েছে শুভমান গিল। তাও একেবারে বিরাটের মেজাজেই। ঋষভ বরাবরই বক্স অফিস। মহেন্দ্র সিং ধোনির পর ভারতীয় ক্রিকেটকে অন্য পর্যায়ে পৌঁছে দিয়েছে ঋষভ। দুইজনের উচ্চ প্রশংসা করতেই হচ্ছে।'

কুলদীপ যাদবকে দলে রাখা নিয়ে বিতর্ক তৈরি হলেও বার্মিংহাম টেস্টে এখনও পর্যন্ত মহম্মদ সিরাজ-আকাশ দীপরা সেই 'কান্না' ঢেকে দিচ্ছেন বলে মনে করেন। লয়েড বলেছেন, 'একজন রিস্ট স্পিনার হয়তো দরকার ছিল ভারতের। ওয়াশিংটন সুন্দরকে খেলানো নেতিবাচক সিদ্ধান্ত। পাটা পিচে এখনও পর্যন্ত সিরাজ-আকাশরা দুর্দান্ত বল করছে। এখন দেখার শেষদিনের উইকেটে কুলদীপের অভাব হয় কিনা?'

র‍্যাপিডের ছন্দ ব্লিৎজে হারালেন গুকেশ

জাগ্রেব, ৬ জুলাই : ডোম্মারাজু গুকেশ শুক্রবার সুপার ইউনাইটেড দাবায় র‍্যাপিড ফরম্যাটে শেষ করেছিলেন শীর্ষে থেকে। সেই ছন্দ শনিবার ব্লিৎজ ফরম্যাটের প্রথম দিন দেখাতে পারলেন না ১৮ বছরের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন। ৯ রাউন্ডের মধ্যে হারলেন ৭ রাউন্ডে। তাঁর সংগ্রহ

নয় রাউন্ডে সাত হার

মাত্র ১.৫ পয়েন্ট।

অথচ র‍্যাপিড ফরম্যাটের শেষে গুকেশ (১৪ পয়েন্ট) দ্বিতীয় স্থানে থাকা পোল্যান্ডের ইয়ান-কিজিসস্তভ দুদার (১১) থেকে ৩ পয়েন্টে এগিয়ে ছিলেন। তৃতীয় স্থানে ম্যাগনাস কার্লসেন (১০) ছিলেন আরও ১ পয়েন্ট পেছনে। শনিবারের জঘন্য পারফরমেন্সের পর গুকেশ নেমে আসেন তৃতীয় স্থানে। তাঁর পয়েন্ট ১৫.৫।

অন্যদিকে, ব্লিৎজ ফরম্যাটে স্বমহিমায় ফিরেছেন এক নম্বর দাবাড়ু কার্লসেন। শনিবার ব্লিৎজে সম্ভাব্য ৯ পয়েন্টের মধ্যে তিনি ৭.৫ পয়েন্ট তুলে নিয়েছেন।

গুকেশের সঙ্গে ব্লিৎজে ড্র করলেও প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন কার্লসেন।

একটিও ম্যাচ না হেরে নরওয়ের দাবাড়ু জিতেছেন ৬টি ম্যাচ, ড্র করেছেন ৩টি রাউন্ডে। ফলে শনিবার দিনের শেষে ১৭.৫ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে কার্লসেন। দ্বিতীয় স্থানে পোল্যান্ডের দুদা। তাঁর পয়েন্ট ১৬। ভারতের আর এক দাবাড়ু রমেশবাবু প্রজ্ঞানানন্দ ১৩.৫ পয়েন্ট নিয়ে পঞ্চম স্থানে রয়েছেন।

দাবার দ্রুততম ফরম্যাট ব্লিৎজে এদিন মনঃসংযোগের ঘাটতি লক্ষ্য করা গিয়েছে গুকেশের খেলায়। দিনের শুরুতে ওয়েসলি সো এবং নোদিরবেক আব্দুসাত্তোরভের বিরুদ্ধে ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ হাতে থাকা সত্ত্বেও অ্যান্ড গেমে ভুল চালে জয় হাতছাড়া করেন চেন্নাইয়ের দাবাড়ু। তারপর গোটা দিনই তিনি ছন্দ হাতড়েছেন। পরাজয় স্বীকার করেন কার্লসেন এবং স্বদেশীয় রমেশবাবু প্রজ্ঞানানন্দের কাছে। ব্লিৎজে গুকেশের এখনও সময় প্রয়োজন বলে মন্তব্য করেছেন রাশিয়ান গ্র্যান্ডমাস্টার গ্যারি কাসপারভ। তিনি বলেছেন, 'এটা দাবার দ্রুততম ফরম্যাট। এবং গুকেশ এখনও পুরোপুরি তৈরি নয় বলে মনে হচ্ছে।'

সংগীতার আলোয় উজ্জ্বল হাসপাতাল কোয়ার্টার্স

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৬ জুলাই : হাসপাতাল কোয়ার্টার্সের এক চিলতে ঘরটাতেও আজ হাজার ওয়াটের আলো। যে আলোর নাম সংগীতা বাসফোর।

হতাশায় হাবুডুবু খাচ্ছে ভারতীয় ফুটবল। না, ভারতীয় ফুটবল বললে ভুল হবে। সুনীল ছেত্রীদের ধারাবাহিক ব্যর্থতার মাঝেও প্রথমবার মহিলাদের এশিয়ান কাপে যোগ্যতা অর্জন এক টুকরো আশার আলো। 'ব্লু টাইগ্রেস'-দের এই সাফল্যে বড় অবদান রেখেছেন বাংলার সংগীতা বাসফোর। তাঁর বেড়ে ওঠা নদিয়া জেলার কল্যাণীতে। তবে কর্মসূত্রে বর্তমান ঠিকানা শিলিগুড়ি। পুলিশে চাকরিরত।কল্যাণীর সেই ডাকাবুকো মেয়েটার জোড়া গোলেই মহাদেশীয় মঞ্চে দেশের পতাকা ওড়ানোর স্বপ্ন দেখছে ভারত।

প্রাক্তন ফুটবলার বিজয় বাসফোর সম্পর্কে তাঁর মামা। প্রথম কোচও। সংগীতার গল্পটা আর পাঁচজন মহিলা ফুটবলারের মতোই। খোঁজ নিয়ে জানা গেল, সংগীতার বয়স তখন দশের আশপাশে। পরিবারের সম্মতি ছিল না। মাঠের ধারে দাঁড়িয়ে খেলা দেখত ছোট্ট মেয়েটা। ফুটবলে আগ্রহ দেখে বিজয় বাসফোরই কাঠখড় পুড়িয়ে পরিবারের সম্মতি আদায় করেন। তাঁরই অ্যাকাডেমিতে সংগীতার ফুটবলে হাতেখড়ি। সেখান থেকে অনূর্ধ্ব-১৬ জাতীয় শিবির হয়ে সিনিয়ার দলে। যাত্রাটা সহজ ছিল না। আজ সংগীতা যখন সাফল্যের মধ্যগগনে দাঁড়িয়ে, গর্বিত তাঁর প্রথম কোচ। বিজয় বলছিলেন, 'আজ খুব আনন্দ হচ্ছে। ও আরও অনেক দূর যাবে।'

সংগীতা বাবাকে হারিয়েছেন বেশ কয়েকবছর আগে। মা পেশায় কল্যাণীর এক হাসপাতালের সাফাইকর্মী। ওখানেই কোয়ার্টার্সের এক চিলতে ঘরে সংগীতার বেড়ে ওঠা। ঘরের মেয়ের সাফল্যে কোয়ার্টার্সের সবাই আনন্দে উচ্ছ্বসিত। একরকম উৎসবের মেজাজ। তবে শনিবার রাতে সংগীতা যখন মাঠে গোল করছেন, তাঁর মা তখন হাসপাতালের কাজে ব্যস্ত। খেলা দেখা হয়নি। পরে ভিডিও কলে মেয়ের সঙ্গে কথা হয়েছে। মেয়ে মাকে কথা দিয়েছে 'এবার একটা বাড়ি করে দেবে। নিজের বাড়ি।' যে স্বপ্নটা দেখেছিলেন সংগীতার বাবা।

এদিকে, সাফল্যের জন্য সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন মহিলা দলকে আর্থিক পুরস্কার দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছে। ক্রিসপিন ছেত্রীর দলের হাতে প্রায় ৪২ লক্ষ টাকা তুলে দেওয়া হবে। একইসঙ্গে এশিয়ান কাপের প্রস্তুতিতে যাতে কোনও খামতি না থাকে এআইএফএফ তার উদ্যোগ নেবে বলেও জানানো হয়েছে।

থাইল্যান্ডের বিরুদ্ধে জোড়া গোল করে সংগীতা বাসফোর।

দর্শনীয় গোলের পথে রিয়াল মাদ্রিদের কিলিয়ান এমবাপে। নিউ জার্সিতে।

নাটকীয় জয়ে সেমিতে রিয়াল

শেষ চারে এমবাপে-পিএসজি

নিউ জার্সি, ৬ জুলাই : নাটকীয় বললেও বোধহয় কম হবে।

৯০ মিনিট দাপট রিয়াল মাদ্রিদের। ২-০ গোলে এগিয়ে। পরের ৮ মিনিটে আরও ৩ গোল। বরুসিয়া ডর্টমুন্ডের পক্ষে ২টি, ১টি রিয়ালের। শেষ পর্যন্ত ডর্টমুন্ডকে ৩-২ গোলে হারিয়ে ফিফা ক্লাব বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে খেলা নিশ্চিত করল মাদ্রিদ জায়েন্টরা।

শনিবার রাতে নিউ জার্সির মেটলাইফ স্টেডিয়ামে ম্যাচে ১০ মিনিটে নতুন আবিষ্কার গঞ্জালো গার্সিয়ার গোলে এগিয়ে যায় রিয়াল। ক্লাব বিশ্বকাপে এটি তাঁর চতুর্থ গোল। আরও ১০ মিনিট পর ২-০ করেন ফ্রান গার্সিয়া। পালটা বহু চেষ্টা করেও নির্ধারিত ৯০ মিনিটে একটি গোলও শোধ করতে পারেনি ডর্টমুন্ড। আসলে সব রোমাঞ্চ জমা ছিল সংযুক্ত সময়ের জন্য। যোগ করা সময়ের দ্বিতীয় মিনিটে একটি গোল শোধ করে বরুশিয়া। ৯৪ মিনিটে ফের কিলিয়ান এমবাপের গোলে ব্যবধান দাঁড়ায় ৩-১। এরই মাঝে ৯৬ মিনিটে লাল কার্ড দেখেন রিয়ালের দিয়ান হুইসেন। ওই ফাউল থেকে পাওয়া পেনাল্টিতেই ৩-২ করেন ডর্টমুন্ডের সেরহৌ গুইরেসি। শেষ পর্যন্ত আর কোনও অঘটন ঘটেনি।

সেমিফাইনালে রিয়াল মাদ্রিদের সামনে প্যারিস সাঁ জাঁ। ইউরোপ সেরাদের বিরুদ্ধে নামার আগে রিয়াল কোচ জাভি অলন্সো বলেছেন, 'ম্যাচটা দারুণ চ্যালেঞ্জিং হতে চলেছে। এই ম্যাচের ইতিবাচক দিকগুলো মাথায় নিয়ে ওই ম্যাচে মাঠে নামতে চাই।'

এদিকে, শনিবার ক্লাব বিশ্বকাপের কোয়ার্টার ফাইনালে বায়ার্ন মিউনিখের হয়ে শেষ ম্যাচটি খেলে ফেললেন টমাস মুলার। বিদায়ি ম্যাচটি অবশ্য সুখকর হয়নি। মুলারের পরবর্তী গন্তব্যও এখন নিশ্চিত নয়। তবে শোনা যাচ্ছে মেজর লিগ সকারের কোনও ক্লাবে নাম লেখাতে পারেন তিনি। পিএসজি-র বিপক্ষে এই ম্যাচেই মারাত্মকভাবে আঘাত পেয়েছেন বায়ার্নের জামাল মুসিয়ালা। গোলরক্ষক জিয়ানলুইজি

> ম্যাচটা দারুণ চ্যালেঞ্জিং হতে চলেছে। এই ম্যাচের ইতিবাচক দিকগুলো মাথায় নিয়ে ওই ম্যাচে মাঠে নামতে চাই।
>
> **জাভি অলন্সো**
> *(পিএসজি ম্যাচ নিয়ে)*

ডোন্নারুম্মার সঙ্গে সংঘর্ষে বাঁ পায়ের গোড়ালি ভেঙে গিয়েছে তাঁর। জার্মান সংবাদমাধ্যম সূত্রে খবর, সুস্থ হয়ে মাঠে ফিরতে মুসিয়ালার চার থেকে পাঁচ মাস সময় লাগতে পারে। ফলে বুন্দেশলিগার নতুন মরশুমের শুরুতে অনিশ্চিত তিনি। যা বায়ার্নের জন্য নিঃসন্দেহে দুঃসংবাদ।

নতুন কোচের মেয়াদ কি ডিসেম্বর পর্যন্ত?

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৬ জুলাই : নতুন কোচ কি ডিসেম্বর পর্যন্তই দায়িত্ব পেতে চলেছেন?

যা পরিস্থিতি তাতে সেরকম হলে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না। কারণ দিনকয়েক আগেই অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত নিজেদের বাজেট পাস করানো হয়েছে। যেহেতু রিলায়েন্সের সঙ্গে ডিসেম্বর পর্যন্তই চুক্তি, তাই তারপর কী পরিস্থিতি থাকবে সেটা না পরিষ্কার হলে বাজেট ঠিক করা সম্ভব নয়। ফলে কোচ নিয়োগও ওই সময় পর্যন্তই করতে হতে পারে ফেডারেশনকে। কারণ তারপরের চুক্তি করা সম্ভব কি না সেই প্রশ্নই উঠবে। এসব কারণেই ভারতীয় কোচ নিয়োগ করার ভাবনা। আর্থিক সমস্যার জন্যই ভারতীয় কোচের কথা ভাবা হচ্ছে। এদিকে, দুই মহিলা ফুটবলারের সঙ্গে অশালীন আচরণের জন্য সাসপেন্ড হওয়া দীপক শর্মা আবার কার্যনির্বাহী সমিতিতে ফিরে এসেছেন। তাঁকে চার বছরের জন্য ব্যান করা হলেও শৃঙ্খলারক্ষা কমিটি তাঁকে ছাড় দেয়। যা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। কীভাবে দুজন মহিলা ফুটবলারের সঙ্গে অন্যায় আচরণের পরও এক কর্তা ছাড় পেয়ে যান, প্রশ্ন সেখানেই।

ইস্টবেঙ্গলেই সৌভিক

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৬ জুলাই : আরও দুই বছর ইস্টবেঙ্গলের হয়ে খেলবেন মিডিও সৌভিক চক্রবর্তী। শনিবার তাঁর সঙ্গে দুই বছর চুক্তিবৃদ্ধির কথা জানিয়েছে লাল-হলুদ। এদিকে, ডায়মন্ড হারবার এফসি তাদের তৃতীয় বিদেশি হিসেবে স্প্যানিশ ডিফেন্ডার মাইকেল কর্টাজারকে চূড়ান্ত করেছে। ইতিমধ্যে তাদের নবাগত ব্রাজিলিয়ান স্ট্রাইকার ক্লেইটন সিলভা কলকাতায় এসে গিয়েছেন।

এনসি ক্লাসিকে পদকজয়ীদের সঙ্গে ট্রফি হাতে নীরজ চোপড়া।

স্বপ্নের মঞ্চে ট্রফি জিতে তৃপ্ত নীরজ

বেঙ্গালুরু, ৬ জুলাই : স্বপ্নের মঞ্চে সোনালি সাফল্য।

অলিম্পিক, কমনওয়েলথ, এশিয়ান গেমসে সোনা। বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ, ডায়মন্ড লিগে খেতাব জয়। জ্যাভলিনে প্রায় সব বড় শিরোপাই রয়েছে নীরজ চোপড়ার ঝুলিতে। তবে শনি সন্ধ্যায় যে সাফল্য পেলেন, নীরজের কাছে সেই স্বাদ একটু অন্যরকম।

'নীরজ চোপড়া ক্লাসিক'-এ চ্যাম্পিয়ন। ট্রফি হাতে ভারতের তারকা জ্যাভলিন থ্রোয়ার বলেছেন, 'নিজের নামাঙ্কিত চ্যাম্পিয়নশিপে সেরা হওয়ার অনুভূতি সত্যিই অন্যরকম।' বেঙ্গালুরুর কান্তিরাভা স্টেডিয়ামে ৯০ মিটারের লক্ষ্য নিয়ে নামলেও ৮৬.১৮ মিটারেই সন্তুষ্ট থাকতে হয় নীরজকে। সেই নিয়ে বলেছেন, 'আমার মনে হয়েছিল ৮৮ মিটার পার করতে পারবই। ৯০ হলেও হতে পারে। তবে পরিস্থিতি সঙ্গ দেয়নি। তবুও যা হয়েছে তাতেই খুশি।' জানালেন প্রথম থ্রো ফাউল হওয়ায় চাপে পড়ে যান। সেই সময় কোচ জান জেলেজনির পরামর্শেই সাফল্য। নীরজের কথায়, 'এমন উত্তাল হাওয়া আশা করিনি। কোচই আমাকে সোজা জ্যাভলিন ছোড়ার পরামর্শ দেন। সেটাই করেছি।'

> ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য এই টুর্নামেন্ট সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। আমি চাই এনসি ক্লাসিক একটা ব্র্যান্ড হয়ে উঠুক। যাতে ভারতের ছেলে-মেয়েরা অ্যাথলেটিক্স নিয়ে আরও মনোযোগী হয়। আমাদের দেশে প্রতিভার অভাব নেই। প্রয়োজন সুযোগ আর পরিকাঠামোর।
>
> **নীরজ চোপড়া**

'এনসি ক্লাসিক' নীরজের স্বপ্নের প্রতিযোগিতা। যার সলতে পাকানোর শুরুটা বছর খানেক আগে। সাফল্যের সঙ্গে চ্যাম্পিয়নশিপ আয়োজনের পর নীরজও তৃপ্ত। বলেছেন, 'ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য এই টুর্নামেন্ট সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। আমি চাই এনসি ক্লাসিক একটা ব্র্যান্ড হয়ে উঠুক। যাতে ভারতের ছেলেমেয়েরা অ্যাথলেটিক্স নিয়ে আরও মনোযোগী হয়। আমাদের দেশে প্রতিভার অভাব নেই। প্রয়োজন সুযোগ আর পরিকাঠামোর।'

প্যারিস সাঁ জাঁ-র গোলরক্ষক জিয়ানলুইগি ডোন্নারুম্মার সঙ্গে সংঘর্ষে পায়ে মারাত্মক চোট নিয়ে মাঠ ছাড়ছেন বায়ার্ন মিউনিখের জামাল মুসিয়ালা। শোনা যাচ্ছে, ৪-৫ মাসের জন্য খেলার জগৎ থেকে তিনি ছিটকে গেলেন।

উইনিং কম্বিনেশন ভাঙতে চাইছে না মোহনবাগান

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৬ জুলাই : কলকাতা লিগে একটা জয় কাটিয়ে দিয়েছে মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট শিবিরের গুমোট ভাব।

দ্বিতীয় ম্যাচে কালীঘাট লাভার্সকে ৪-০ গোলে হারিয়ে আত্মবিশ্বাসী ডেগি কার্ডোজোর ছেলেরা। সোমবার তাঁদের প্রতিপক্ষ রেলওয়ে এফসি। এই ম্যাচে ক্লান্তি চিন্তার কারণ হয়ে উঠতে পারে ডেগি কার্ডোজোর। তিনি বলেছেন, 'দ্বিতীয় ম্যাচের পর মাত্র তিনদিন সময় পেয়েছি আমরা। সেই অনুযায়ী খেলোয়াড়দের তৈরি করতে হয়েছে। ছেলেরা ইতিবাচক মানসিকতা নিয়ে মাঠে নামবে। ৩ পয়েন্ট আমার লক্ষ্য।'

প্রতিপক্ষ রেলওয়ে এফসি এখনও পর্যন্ত তিনটি ম্যাচ খেলে জয় পেয়েছে একটিতে। কিন্তু তারপরেও রেলকে মোটেও হালকাভাবে নিচ্ছে না তারা। কোচ ডেগি বলেছেন, 'কলকাতা লিগ যথেষ্ট কঠিন প্রতিযোগিতা। রেলওয়ে এফসি বেশ ভালো দল। অনেক অভিজ্ঞ খেলোয়াড় আছে। ওদেরকে গুরুত্ব দিতেই হবে।'

> **আজ কলকাতা লিগে**
>
> **মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট বনাম রেলওয়ে এফসি**
>
> **সময় :** দুপুর ৩টা
> **স্থান :** বিভূতিভূষণ স্টেডিয়াম, ব্যারাকপুর
> **সম্প্রচার :** এসএসইএন অ্যাপে

মোহনবাগানের মাঝমাঠকে ভরসা দিতে তৈরি হচ্ছেন সালাউদ্দিন আদনান। রবিবার।

আগের ম্যাচের উইনিং কম্বিনেশন ভাঙতে চাইছে না মোহনবাগান। ফলে আগের ম্যাচের প্রথম একাদশকেই মাঠে দেখা যেতে পারে। আসলে প্রতিপক্ষ রেল দলে তারক হেমব্রম, সায়ন দাস, অভিষেক আইচের মতো ময়দানের পরিচিত মুখ রয়েছে। ফলে তাদের বিরুদ্ধে কোনও ঝুঁকি নিতে নারাজ কার্ডোজো।

এদিন অনুশীলনের শেষের দিকে মাঠ ছেড়ে উঠে যান লিওয়ান কাস্তানা। যদিও কোচের দাবি, তার পায়ে হালকা ব্যথা ছিল। তবে পরের ম্যাচ খেলার জন্য তৈরি। তবে এই ম্যাচে ডাগআউটে কোচ কার্ডোজোর থাকা নিয়ে সংশয় রয়েছে। তিনি রাজারহাটে সেন্টার অফ এক্সেলেন্সে চারদিনের একটি কোচিং কোর্স করবেন। তাই তাঁর পক্ষে সময়মতো মাঠে পৌঁছোনো মুশকিল। একান্তই ডেগি না থাকলে দলের দায়িত্ব সামলাবেন সহকারী কোচ বিশ্বজিৎ ঘোষাল।

সমালোচনার জবাব রোনাল্ডোর বোনের

লিসবন, ৬ জুলাই : প্রয়াত পর্তুগিজ তারকা দিয়েগো জোটার শেষকৃত্যে দেখা গিয়েছে তাঁর একাধিক সতীর্থকে। অনুপস্থিত ছিলেন পর্তুগিজ মহাতারকা ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো।

রোনাল্ডোর অনুপস্থিতি নিয়ে প্রবল জল্পনা শুরু হয়েছে ফুটবল মহলে। জোটার মৃত্যুতে শোকবার্তা জানিয়েছিলেন সিআর সেভেন। কিন্তু শেষকৃত্যে না আসায় প্রবল সমালোচনার মুখে পর্তুগাল অধিনায়ক। যেখানে রুবেন নেভেস ক্লাব বিশ্বকাপের ম্যাচ খেলে জোটার শেষকৃত্যে আসতে পারল, সেখানে রোনাল্ডোর না থাকা নিয়ে ক্ষুব্ধ ফুটবলপ্রেমীরা।

তবে, এই পরিস্থিতিতে রোনাল্ডোর হয়ে মুখ খুললেন তাঁর বোন কাটিয়া অ্যাভেরিও। তিনি জানিয়েছেন, তাঁর পিতার প্রয়াণের পর সংবাদমাধ্যম ও উৎসাহী জনগণ সমবেদনা জানানোর পরিবর্তে সমাধীস্থলে ক্ষতিগ্রস্ত করেছিল। কাটিয়া বলেছেন, 'যখন আমাদের বাবা মারা যান, তখন সমাধিস্থলে প্রবল বিশৃঙ্খলা দেখা যায়। সংবাদমাধ্যমের কর্মীরা ও উৎসাহী জনতা সেখানে প্রবেশ করেন। একাধিক সমাধিও ক্ষতিগ্রস্ত করেন। এটা কখনই কাম্য নয়।' তিনি সমালোচকদের পালটা জবাব দিয়ে বলেছেন, 'দুই সদস্য মৃত্যুতে শোকাহত পরিবারকে সমবেদনা জানানোর পরিবর্তে কোনও বিশেষ ব্যক্তির অনুপস্থিতি নিয়ে উৎসাহী সবাই। তাঁকে নিয়ে সমালোচনা চলছে। এটা অত্যন্ত লজ্জাজনক বিষয়।'

জোটার শেষকৃত্যে অনুপস্থিত

এখনও পর্যন্ত রোনাল্ডো নিজের অনুপস্থিতি নিয়ে কিছুই বলেননি।

খুব দ্রুত টিম ইন্ডিয়ায় দেখব : শাস্ত্রী

আদর্শ গিলের মতো বৈভবের লক্ষ্য ২০০

বার্মিংহাম, ৬ জুলাই : মিশন ইংল্যান্ডে তরুণ ভারতের দাপট অব্যাহত।

টেস্ট ফর্ম্যাটে বেন স্টোকসদের বাজবলকে পালটা চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিচ্ছেন যশস্বী জয়সওয়াল, ঋষভ পন্থরা। সামনে থেকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন শুভমান গিল। অনূর্ধ্ব-১৯ ক্রিকেটে যেখানে শুভমানদের জায়গায় বৈভব সূর্যবংশী।

ইংল্যান্ড যুব দলের বিরুদ্ধে ৫২ বলে সেঞ্চুরিতে বিশ্বরেকর্ড গড়েছেন। ভাঙেন যুব ওডিআইয়ে পাকিস্তানের কামরান গুলামের দ্রুততম শতরানের নজির (৫৩ বলে)। সবমিলিয়ে ৭৮ বলে ১৪৩ (১৩টি চার ও ১০টি ছক্কা)। বছর চোদ্দোর ভারতীয় 'ওয়ান্ডার কিড'-এ মুগ্ধ নাকউঁচু ইংল্যান্ডের ক্রিকেটমহল। রবি শাস্ত্রীর মতো প্রাক্তনদের বিশ্বাস, ভারতীয় সিনিয়ার টিমে উত্তোরণ সময়ে অপেক্ষামাত্র। দ্রুত শুভমানদের সাজঘরে দেখা যাবে বৈভবকে।

বৈভবেরও লক্ষ্য স্থির। যুব পর্যায় হোক বা আইপিএল, স্বল্প সুযোগেই সাড়া ফেলে দিয়েছেন। টেমসের পাড়ে ঝড়ের গতি বেড়েছে। ১৪৩ রানের বিস্ফোরণেই থামতে নারাজ। প্রথম ব্যাটার হিসেবে অনূর্ধ্ব-১৯ ওডিআই ক্রিকেটে দ্বিশতরান করতে চান। এক্ষেত্রে বৈভবের আদর্শ শুভমানই।

ভারতীয় টেস্ট অধিনায়কের দুরন্ত ইনিংসের স্বাক্ষী ছিলেন। যুব দলের কোচ ভিভিএস লক্ষ্মণ বৈভব সহ পুরো টিমকে অনুমতি দিয়েছিলেন বার্মিংহামে মাঠে গিয়ে খেলা দেখার। শুভমানের দ্বিশতরান দেখার পর বৈভবের মাথায় এখন ডাবল সেঞ্চুরির ভাবনা ঘুরপাক খাচ্ছে।

বিস্ফোরক সেঞ্চুরির পর বৈভব সূর্যবংশী বলেছেন, 'শুভমান গিলের ১০০, ২০০ থেকে অনুপ্রেরণা পেয়েছি। আমার ইনিংসটাকে আরও লম্বা করা উচিত ছিল। যখন আউট হই, ২০ ওভার বাকি। ইনিংস আরও দীর্ঘ করার সুযোগ ছিল। যে শটে আউট হয়েছি, তা সঠিকভাবে মারতে পারিনি। জানতাম না রেকর্ড করেছি। টিম ম্যানেজার অঙ্কিত স্যর বলেন। ভালো লাগছে। তবে আরও কিছুক্ষণ ক্রিজে কাটাতে না পারায় কিছু আক্ষেপ রয়েছে।'

বিস্ফোরক ব্যাটিংয়ে বিশ্ব ক্রিকেটকে নড়িয়ে দিলেও এখনই উৎসবের রাস্তায় হাঁটতে নারাজ রাহুল দ্রাবিড়ের 'ছাত্র' (রাজস্থান রয়্যালস)। আরও উন্নতিতে মনোনিয়োগ করতে চান। বৈভব বলেছেন, 'সেলিব্রেশন বলতে সেরকম কিছু হয়নি। সবাই শুভেচ্ছা জানিয়েছে। বাবা-মা, বন্ধুদের সঙ্গে কথা বলেছি। ওরা খুশি। আমিও খুশি দলের হয়ে অবদান রাখতে পেরে। পরের লক্ষ্য ২০০ এবং পুরো ৫০ ওভার খেলা।'

বৈভবকে আরও বড় মঞ্চে দেখতে পাচ্ছেন রবি শাস্ত্রী। প্রাক্তন হেডকোচের মতে, আইপিএলের মতো মঞ্চটাতে দারুণভাবে কাজে লাগিয়েছে বৈভব। অনূর্ধ্ব-১৯ ক্রিকেটে অস্ট্রেলিয়ার পর ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধেও সফল। প্রথম শ্রেণির ঘরোয়া ক্রিকেটে সাফল্যের ধারা বজায় থাকলে খুলে যাবে সিনিয়ার দলের দরজাও। ১৪ বছর বয়সেই অনূর্ধ্ব-১৯ মঞ্চে দাপট দেখাচ্ছে। ইংলিশ কন্ডিশনে চলতি সাফল্য আরও এগিয়ে দেবে বৈভবকে।

লর্ডসে বুমরাহর সঙ্গে বোলিং করুক আকাশ

একমত সানি-পূজারা

বার্মিংহাম, ৬ জুলাই : হেডিংলে টেস্টে তিনি প্রথম একাদশে ছিলেন না। এজবাস্টন টেস্টে সুযোগ পেয়েই আকাশ দীপ প্রমাণ করেছেন, উইকেট নিতে তিনি জানেন। বিপক্ষ শিবিরে ত্রাস সঞ্চার করতেও তিনি জানেন। এহেন আকাশের বোলিংয়ে মুগ্ধ সুনীল গাভাসকার থেকে শুরু করে চেতেশ্বর পূজারা, সকলেই। সেই মুগ্ধতার রেশ এতটাই যে, এজবাস্টন টেস্টের চতুর্থ দিনের শেষে সম্প্রচারকারী চ্যানেলে সানি-পূজারারা একসুরে দাবি তুলেছেন ১০ জুলাই থেকে লর্ডসে শুরু হতে চলা সিরিজের তিন নম্বর টেস্টে আকাশই নতুন বলের দায়িত্ব সামলান। বিশ্রাম নিয়ে জসপ্রীত বুমরাহ লর্ডস টেস্টের প্রথম একাদশে ফিরলে তিনি আর আকাশ নতুন বলটা ভাগ করে নিন। গাভাসকারের কথায়, 'আকাশ দুর্দান্ত প্রতিভা। নতুন বলটা ব্যবহার করতে জানে। আমার মনে হয়, এজবাস্টনে যে ছন্দে ও বোলিং করছে, তারপর লর্ডসে তিন নম্বর টেস্টেও আকাশই বোলিং শুরু করুক। বুমরাহ ফিরলে ওর সঙ্গে আকাশই নতুন বলটা হাতে তুলে নিক।' পূজারাও একইভাবে আকাশের প্রশংসা করে বলেছেন, 'আকাশের বলে গতি রয়েছে। বলের সিমটা ব্যবহার করতে জানে ও। সঙ্গে সুইংও রয়েছে। আমার মনে হয়, পরের টেস্টে বুমরাহর সঙ্গে আকাশই বোলিং শুরু করুক।'

রবিবার বার্মিংহাম টেস্টের শেষ দিন। সোমবার টিম ইন্ডিয়ার বার্মিংহাম থেকে লন্ডন চলে যাওয়ার কথা। তার আগে প্রথম ইনিংসে চার উইকেটের পর দ্বিতীয় ইনিংসেও বল হাতে প্রভাব বিস্তার করে ক্রিকেট দুনিয়ার নজর কেড়ে নিয়েছেন আকাশ। বিশেষ করে গতরাতে জো রুটকে যে ডেলিভারিতে বোল্ড করেছেন আকাশ, সেই ডেলিভারিকে ম্যাচের সেরা আখ্যাও দেওয়া হয়েছে। সঙ্গে ক্রিজকে ব্যবহার করে অ্যাঙ্গেল তৈরি করতে গিয়ে আকাশের পিছনের পা পপিং ক্রিজের বাইরে পড়েছে, এমন বিতর্কও শুরু হয়েছে। অনেকেই বলছেন, রুটের বোল্ড হওয়া ডেলিভারি ছিল নো। বাস্তবে ক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থা আইসিসি-র নিয়ম অবশ্য ভিন্ন কথা বলছে। ধারাভাষ্যের সময় সেই নিয়মের উল্লেখ করে টিম ইন্ডিয়ার প্রাক্তন কোচ রবি শাস্ত্রী আকাশের পাশে দাঁড়িয়েছেন। বলেছেন, 'আকাশের সামনের পা সঠিক জায়গায় ছিল। পিছনের পা ছিল লাইনে। তাই আর যাই হোক না কেন, ডেলিভারিটা নো নয়।'

এজবাস্টন টেস্ট জয়ের স্বপ্নে বিভোর ভারতীয় ক্রিকেট সমাজ। তার মধ্যেই ১০ জুলাই থেকে শুরু হতে চলা লর্ডস টেস্টে টিম ইন্ডিয়ার বোলিং আক্রমণের ছবিটা কেমন হতে পারে, শুরু হয়েছে আলোচনা। এজবাস্টন টেস্টে বেন ডাকেট, রুটদের রাতের ঘুম কেড়ে নেওয়া আকাশ লর্ডস টেস্টের প্রথম একাদশে থাকলে আর বুমরাহ প্রত্যাবর্তন করলে প্রসিধ কৃষ্ণাকে নিশ্চিতভাবেই দলের বাইরে যেতে হবে। আর মহম্মদ সিরাজকে প্রথম পরিবর্ত বোলার হিসেবে দেখা যাবে। গাভাসকার ঠিক সেটাই চাইছেন এখন। তাঁর কথায়, 'এজবাস্টনের দুর্দান্ত পারফরমেন্সের পর আকাশকে দলে রাখতেই হবে লর্ডসে। বুমরাহ ফিরলে প্রসিধকে বসতে হবে সাজঘরে। আর সিরাজকে প্রথম পরিবর্ত হিসেবে ব্যবহারের কথা ভাবা উচিত শুভমানের।'

'আউট সুইংয়ে আরও বিপজ্জনক'

বলছেন লক্ষ্মীরতন, সৌরাশিস, শিবশংকররা

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ৬ জুলাই : ইন সুইংটা ছিলই। কিন্তু সময়ের সঙ্গে পরিশ্রম করে ইনসুইংয়ের জন্মগত দক্ষতার পাশে আউট সুইং ও রপ্ত করেছে আকাশদীপ। বলকে দু'দিকে সুইং করানোর দক্ষতা ও স্কিল আকাশকে ভারতীয় ক্রিকেটের আকাশে পৌঁছে দিয়েছে।

আপাতত তিনি এজবাস্টনের আকাশে উড়ছেন টিম ইন্ডিয়ার পেস বোলিংয়ের 'রাজা' হিসেবে। আকাশকে নিয়ে আগামীর স্বপ্ন দেখাও চলছে। হেডিংলে টেস্টে টিম ইন্ডিয়ার প্রথম একাদশে ছিলেন না। দ্বিতীয় টেস্টে সুযোগ পেয়েই প্রথম ইনিংসে চার উইকেট। দ্বিতীয় ইনিংসেও একইভাবে জসপ্রীত বুমরাহর অভাব ঢেকে ভারতীয় বোলিংয়ের নেতা হয়ে উঠেছেন বাংলার আকাশ। জো রুটকে গতকাল যে ডেলিভারিতে বোল্ড করেছেন আকাশ, বাংলার কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা, বোলিং কোচ শিবশংকর পাল, অনূর্ধ্ব-১৯ কোচ সৌরাশিস লাহিড়িরা মনে করছেন ডেলিভারিটা ম্যাচের সেরা। হয়তো চলতি সিরিজের সেরা ডেলিভারিটা দেখে ফেলেছে ক্রিকেট সমাজ। এহেন আকাশকে নিয়ে আজ উত্তরবঙ্গ সংবাদের সামনে মনের জানলা খুলে দিলেন বাংলার কোচেরা।

লক্ষ্মীরতন শুক্লা আকাশ দুর্দান্ত প্রতিভা। বাংলার তো বটেই, এই মুহূর্তে ভারতীয় দলের সেরা পেসার বললেও বোধহয় ভুল হবে না। জসপ্রীত বুমরাহর অনুপস্থিতি ঢেকে ইংল্যান্ডে প্রথম সুযোগেই যেভাবে নিজেকে মেলে ধরেছে, তার জন্য কোনও প্রশংসাই যথেষ্ট নয়। রুটকে গতকাল যে বলে বোল্ড করল, নিশ্চিতভাবেই ম্যাচের সেরা। আকাশ ভারতীয় দলকে আরও স্মরণীয় মুহূর্ত উপহার দেবে বলেই আমার বিশ্বাস। আসলে ইন সুইংয়ের পাশে আউট সুইংয়ের স্কিলটা এখন ওকে ভয়ংকর করে তুলেছে। আর হ্যাঁ, আকাশের সাফল্যের মূল কারিগর হল সৌরাশিস।

সৌরাশিস লাহিড়ি আকাশকে যখন প্রথম দেখেছিলাম স্থানীয় ক্লাব ক্রিকেটে, বুঝতে সমস্যা হয়নি ছেলেটার মধ্যে মশলা রয়েছে। সেদিনের আকাশের সঙ্গে আজকের আকাশের অনেক ফারাক। মাঝের সময়ে আকাশ শুধুই এগিয়ে গিয়েছে। আর ওর এগিয়ে চলার পথের সাক্ষী থেকে আজ আমি গর্বিত। শৃঙ্খলা, পরিশ্রম, শেখার চেষ্টা আকাশের মধ্যে ছিলই। সঙ্গে এখন যুক্ত হয়েছে নতুন কিছু করে দেখানোর বিষয়টি। এমন মানসিকতা নিয়েই ইংল্যান্ডে চমকে দিয়েছে ও। ইন সুইংটা ওর জন্মগত স্কিল। এখন আউট সুইংটা শিখে গিয়েছে। পুরোনো বলে রিভার্সও করতে জানে আকাশ। যেভাবে ও রুটকে বোল্ড করল, আমি মুগ্ধ। আকাশ আরও সফল হবে বলেই বিশ্বাস আমার।

শিবশংকর পাল আকাশ খাঁটি সোনা। বুমরাহহীন ভারতের সেরা বোলার। অনেকদিন ধরেই বাংলারও সেরা বোলার আকাশ। মুকেশ কুমারের কথা মাথায় রেখেই একথা বলছি। আকাশের স্কিল বিশ্বমানের। ইন সুইংয়ের পাশে আউট সুইং শিখে ফেলেছে ও। সঙ্গে ক্রিজে অ্যাঙ্গেল তৈরি করে বল করার বিশেষ দক্ষতা রয়েছে ওর। রিভার্স সুইংটাও জানে। রুটকে আউট করার মতো আরও ডেলিভারি আকাশের হাত থেকে বেরিয়ে এলে আমি অন্তত অবাক হব না।

পাঁচ উইকেট নেওয়ার বল হাতে সতীর্থদের সঙ্গে আকাশ দীপ।

কোয়ার্টার ফাইনালে উঠে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের টেলর ফ্রিৎজ।

উইম্বলডনে শেষ আটে ফ্রিৎজ

লন্ডন, ৬ জুলাই : উইম্বলডনের পুরুষদের বিভাগে কোয়ার্টার ফাইনালে উঠলেন মার্কিন তারকা টেলর ফ্রিৎজ। তাঁর প্রতিপক্ষ জর্ডন থমসন দ্বিতীয় সেট চলাকালীন চোটের কারণে খেলা চালিয়ে যেতে পারেননি। তাই তিনি ফ্রিৎজকে ওয়াকওভার দেন। তখন অবশ্য ফ্রিৎজ ৩-০ গেমে এগিয়ে ছিলেন। প্রথম সেট ৬-১ গেমে জিতেছিলেন এই মার্কিন তারকা।

পাশাপাশি অপর ম্যাচে কারেন খাচানভ ৬-৪, ৬-২, ৬-৩ গেমে কামিল মাচেরজাককে হারিয়েছেন। পুরুষদের ডাবলসে প্রতিযোগিতার তৃতীয় বাছাই টিম পুটজ-কেভিন ক্রাওয়েইটজ বিদায় নিয়েছেন। তাঁরা রিক্কি হিজিকাটা-ডেভিড পেলেনের কাছে ৬-২, ৬-৪ গেমে পরাজিত হন। মহিলাদের ডাবলসে কোয়ার্টার ফাইনালে উঠেছেন চতুর্থ বাছাই জেলেনা অস্টাপেঙ্কো-হেইস সিউ-উই। তাঁরা একাতেরিনা আলেকজান্দ্রোভা-ঝ্যাং সুহাইকে ৬-৪, ৬-০ গেমে হারিয়েছেন।

এদিকে উইম্বলডনে শততম ম্যাচ জিতে আপ্লুত সার্বিয়ান তারকা নোভাক জকোভিচ। তিনি শেষ ষোলোর লড়াইয়ে হারিয়েছিলেন মিয়োমির কেচমানোভিককে। পরে সার্বিয়ান তারকা বলেছেন, 'উইম্বলডনে খেলার স্বপ্ন সব টেনিস খেলোয়াড়ের থাকে। এখানে আমি অনেক ম্যাচ জিতেছি। এদিন ইতিহাস গড়তে পেরে ভালো লাগছে।' আপাতত উইম্বলডনের ইতিহাসে পুরুষদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ১০৫টি ম্যাচ জিতেছেন রজার ফেডেরার। তারপরই রয়েছেন নোভাক।

সুমিতের জোড়া গোল

জলপাইগুড়ি, ৬ জুলাই : জেলা ক্রীড়া সংস্থার সুপার ডিভিশন ফুটবল লিগে রবিবার পান্ডাপাড়া বয়েজ ও মিলন সংঘের ম্যাচ ২-২ গোলে ড্র হয়েছে। পান্ডাপাড়ার গোল করেন আলোক ওঁরাও এবং কৌশিক গুহ। অন্যদিকে, জোড়া গোল করে ম্যাচের সেরা হয়েছেন মিলনের সুমিত দাস।

ওয়াকওভার পেল মর্নিং

তুফানগঞ্জ, ৬ জুলাই : মহকুমা ক্রীড়া সংস্থার ফুটবল লিগে রবিবার মর্নিং স্ট্রাইকার্স এফসি অনুপস্থিত থাকায় ওয়াকওভার পায় মর্নিং স্পোর্টস রিক্রিয়েশন ক্লাব। সোমবার মুখোমুখি হবে চিলাখানা স্পোর্টস অ্যাকাডেমি ও বলরামপুর একাদশ।

বাবার স্টাইল নকল নোভাক-কন্যার

লন্ডন, ৬ জুলাই : সম্প্রতি দুই হাত দুই দিকে বিশেষ ভঙ্গিতে রেখে কসরতের ভঙ্গিতে ম্যাচের মাঝে নিজেকে উজ্জীবিত করতে দেখা যাচ্ছে নোভাক জকোভিচকে। শনিবার স্বদেশীয় মিওমির কেকমানোভিচকে হারানোর পর তাঁকে এমন আচরণের কারণ জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। উত্তরে নোভাক বলেছেন, 'স্থানীয় ভাষায় আমরা একে পাম্পা বলে থাকি। ইংরেজিতে যার মানে দাঁড়ায় পাম্প ইট আপ (বাংলায়, নিজেকে জাগিয়ে তোলো)।' এই সময় সম্প্রচার চ্যানেলে ক্যামেরা তাঁর মেয়ের দিকে তাক করলে দেখা যায়, বাবার স্টাইল নকল করে দেখাচ্ছে ৭ বছরের ছোট্ট মেয়ে তারাও। যা দেখে হাততালিতে ভরে ওঠে অল ইংল্যান্ড ক্লাব। হেসে ফেলেন নোভাকও।

আকাশের জোড়া গোল

কোচবিহার, ৬ জুলাই : জেনকিন্স সুপার লিগ ফুটবলে রবিবার ২০১৪-১৫ সংযুক্ত দলকে ২-০ গোলে হারিয়েছে ২০২২ ব্যাচের প্রাক্তনীরা। জোড়া গোল করেন আকাশ সরকার। ম্যাচের সেরা ২০২২ ব্যাচের কুন্দন দাস। পরে ২০০২ দলকে ৩-০ গোলে হারায় ২০০৭। গোল করেন সপ্তর্ষি দে, এলিস বর্মন এবং ম্যাচের সেরা সৌমেন দাস। তৃতীয় ম্যাচে ২০০১ এবং ২০০৩ ব্যাচের খেলা ১-১ গোলে ড্র হয়েছে। গোল করেন ২০০১ ব্যাচের রমেশ দাস এবং ২০০৩ ব্যাচের শুভঙ্কর দাস। ম্যাচের সেরা ২০০১ ব্যাচের কিংকর বিশ্বাস। দিনের শেষ ম্যাচে সুপার সিনিয়ার দলকে ৩-০ গোলে হারিয়েছে ১৯৯৯-২০০০ ব্যাচের প্রাক্তনীরা।

উত্তরবঙ্গ ক্যারাটেতে পদকজয়ীরা। ছবি : শিবশংকর সূত্রধর

সহস্রার জোড়া সোনা জয়

কোচবিহার, ৬ জুলাই : চতুর্থ বর্ষ উত্তরবঙ্গ ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় ২টি সোনা সহ ৫টি পদক পেল কোচবিহারের ক্যারাটেকারা। রবিবার শিলিগুড়ি ক্লাবে আয়োজিত আসরে সহস্রা গুপ্ত জোড়া সোনা জিতেছেন। সৌজন্যা দাস একটি রুপো ও ব্রোঞ্জ পেয়েছেন। শ্রেয়াস চন্দর প্রাপ্তি ব্রোঞ্জ। তাঁদের সাফল্যে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন কোচ পূজা দাস।

'সব ম্যাচ হেডিংলে হয় না'

টেস্ট জয়ের পর শুভমান

বার্মিংহাম, ৬ জুলাই : ঘাম দিয়ে যেন জ্বর ছাড়ল!

আকাশ দীপের বলে ব্রাইডন কার্স আউট হতেই লাফিয়ে উঠলেন তিনি। আর তারপরই অদ্ভুতভাবে নিজেকে সংযত করে ফেললেন ভারত অধিনায়ক শুভমান গিল।

এজবাস্টন 'অভিশাপ' কাটল। টিম ইন্ডিয়ার ৩৩৬ রানের বড় ব্যবধানে জয়ের মধ্যে রয়েছে অদ্ভুত তৃপ্তি। ফিল্ডিংয়ের সমস্যা মিটেছে। জসপ্রীত বুমরাহ ছাড়া ভারতীয় বোলাররা দুর্দান্ত পারফর্ম করেছেন। যার প্রমাণ প্রথম ইনিংসে মহম্মদ সিরাজের ছয় উইকেট। দ্বিতীয় ইনিংসে ছয় উইকেট নিয়ে টিম ইন্ডিয়ার জয়ের ভিত গড়ে দিয়েছেন বাংলার আকাশ।

সিরিজে সমতা ফেরানোর সাফল্যের রাতে ম্যাচ জয়ের পর আবেগে ভেসে ভারত অধিনায়ক একসঙ্গে অনেকগুলি বিষয় স্পষ্ট করেছেন। লর্ডসে ১০ জুলাই থেকে শুরু হতে চলা তিন নম্বর টেস্টে বুমরাহ ফিরছেন, জানিয়েছেন শুভমান। একইসঙ্গে আকাশকেও প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়েছেন। ভারত অধিনায়ক বলেছেন, 'এজবাস্টনের পিচে এতগুলি উইকেট নেওয়া সহজ ছিল না। কিন্তু আকাশ সঠিক লাইনে ধারাবাহিকভাবে বোলিং করে দলের জন্য কাজটা সহজ করে দিয়েছে। ওর জন্য কোনও প্রশংসাই যথেষ্ট নয়। সিরাজ, প্রসিধরাও ভালো বোলিং করেছে। হয়তো প্রসিধ বেশি উইকেট পায়নি। কিন্তু তারপরও দলের সাফল্যে ওর অবদান রয়েছে।' বোলারদের প্রশংসার পাশে তাঁর স্ট্র্যাটেজি নিয়েও মুখ খুলেছেন শুভমান। বলেছেন, 'এজবাস্টনের পিচে ৪০০-৫০০ যে যথেষ্ট হতে পারে, আমরা জানতাম। সেই মতো পরিকল্পনা করে ব্যাটিং করেছি আমরা। ব্যাটিংয়ের পাশে বোলিং, ফিল্ডিংয়ে দাপট দেখিয়ে যেভাবে আমরা ম্যাচে ফিরেছি, সেটা এক কথায় অসাধারণ। এই সাফল্য পুরো দলের।'

ব্যাট হাতে অধিনায়ক শুভমান নিজে সামনে থেকে দলকে নেতৃত্ব দিয়েছেন। প্রথম ইনিংসে ২৬৯ রান। দ্বিতীয় ইনিংসে ১৬১। এজবাস্টন টেস্টে শুভমান একাই করেছেন ৪৩০ রান। নিজের পারফরমেন্স নিয়ে ভারত অধিনায়ক বলছেন, 'নিজের পারফরমেন্সে আমি খুশি। যদি আমার পারফরমেন্সের ফলে আমরা সিরিজ জিততে পারি, তার চেয়ে ভালো আর কিছু হতে পারে না। আমি আগেও বলেছি, আজ আবারও বলছি, ব্যাটার হিসেবে নিজেকে দেখতে চাই। সেভাবেই দলকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চাই। আমি সবসময়ই ব্যাটারের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ম্যাচের পর্যালোচনা করি। সেভাবেই সামনে তাকাতে চাই।' অ্যান্ডারসন-তেন্ডুলকার ট্রফির ফল আপাতত ১-১। হেডিংলেতে হারের পর এজবাস্টনে ঘুরে দাঁড়িয়েছে টিম ইন্ডিয়া।

প্রথম টেস্টের সেই হার এখনও ভোলেননি ভারত অধিনায়ক। এজবাস্টন টেস্টের সেরা হওয়ার পর ভারত অধিনায়ক শুভমান বলেছেন, 'সব ম্যাচ হেডিংলের মতো হয় না। এই কথাটা আমরা জানতাম। সেটা মাঠে করে দেখাতে পেরেছি। এবার সামনে এগিয়ে চলার পালা।' কাল বার্মিংহাম থেকে লন্ডন পৌঁছে যাচ্ছে টিম ইন্ডিয়া। সেখানেই 'দ্য হোম অফ ক্রিকেট' লর্ডসে ১০ জুলাই থেকে শুরু হবে সিরিজের তিন নম্বর টেস্ট। আর সেই টেস্টে বুমরাহ ফিরছেন। ভারতীয় ক্রিকেটপ্রেমীদের জন্য খুশির খবর জানিয়ে ভারত অধিনায়ক আজ বলেছেন, 'লর্ডসের মাঠে ভারতীয় দলকে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য মুখিয়ে রয়েছি আমি। আর হ্যাঁ, লর্ডসে বুমরাহ ফিরছে।'

টেস্ট অধিনায়ক হিসেবে প্রথম জয়ের স্মারক তুলছেন শুভমান গিল।

অ্যাফিডেভিট

আমি Abdus Salam আমার মেয়ের W.B.B.S.E. Reg No-2142-246648, Roll- 209112 B. No-0104, আমার নাম ভুল থাকায় গত 04/07/25-এ প্রথম শ্রেণি J.M. কোর্ট মালদায় অ্যাফিডেভিট বলে ভুল সংশোধন করে Md. Abdus Salam থেকে Abdus Salam করা হল। যা উভয় এক ও অভিন্ন ব্যক্তি। (M/115416)

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ১ কোটির বিজয়িনী হলেন হাওড়া-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, হাওড়া - এর একজন বাসিন্দা সুভাষিণী দাস - কে 25.04.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 77L 75058 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়িনী বললেন "আমি এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার জয়লাভ করেছি। একজন মহিলা হিসাবে এই জীবন পরিবর্তনকারী সুযোগের জন্য আমি ক্ষমতায়িত হয়েছি মনে হচ্ছে। এত পরিমাণ মানুষের জীবনে এই ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটানোর জন্য আমি ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারিকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

জিতল নেতাজি

বালুরঘাট, ৬ জুলাই : দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা ক্রীড়া সংস্থার সুবলচন্দ্র বিশ্বাস ও বিমলাসুন্দরী বিশ্বাস ট্রফি সুপার ডিভিশন ফুটবল লিগে রবিবার বালুরঘাট নেতাজি স্পোর্টিং ক্লাব ২-১ গোলে কুড়াহা ফুটবল দলকে হারিয়েছে। বালুরঘাটের ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন ক্লাবের মাঠে গোল করেন নেতাজির অজয় মাহাতো ও অজিত বাস্কে। কুড়াহার একমাত্র গোল সুমিত সোরেনের।

সেরা কুচলিবাড়ি

মেখলিগঞ্জ, ৬ জুলাই : 'পথ নিরাপত্তা সপ্তাহ' উপলক্ষ্যে কুচলিবাড়ি থানা আয়োজিত চার দলীয় ফুটবলে চাম্পিয়ন হল আয়োজক কুচলিবাড়ি থানা। ফাইনালে তারা টাইব্রেকারে ৩-১ গোলে হারিয়েছে দেবীরডাঙ্গ একাদশকে। নির্ধারিত সময়ে কোনও গোল হয়নি। ফাইনালের সেরা কুচলিবাড়ির সহিদুল ইসলাম। সেরা গোলরক্ষক একই দলের রঞ্জন রায়।

ট্রফি নিয়ে বিবেক সংঘ। ছবি : শিবশংকর সূত্রধর

লাখোটিয়া ট্রফি বিবেকের

কোচবিহার, ৬ জুলাই : জেলা ক্রীড়া সংস্থার ক্রিকেট লিগে বিজয়ীদের পুরস্কার তুলে দেওয়া হল। সন্দীপ লাখোটিয়া চ্যাম্পিয়ন ট্রফি পেয়েছে বিবেক সংঘ ক্লাব। সুভাষচন্দ্র দে রানার্স ট্রফি গিয়েছে দিশা ক্লাব অ্যান্ড ফুটবল অ্যাকাডেমির দখলে। ফেয়ার প্লে ট্রফি পেয়েছে মাথাভাঙ্গা মহকুমা ক্রীড়া সংস্থা। প্রতিযোগিতার সেরা দিশার জীবন বর্মন। সেরা ব্যাটার ঘোষপাড়া ইয়ুথ ক্লাবের প্রিয়দর্শী রায়। সেরা বোলার বিবেক সংঘের সৌমজিৎ মুখোপাধ্যায়।

জয়ী কালীবাড়ি

তুফানগঞ্জ, ৬ জুলাই : প্ল্যাটিনাম জয়ন্তী বর্ষ উপলক্ষ্যে রবিবার ছাটারামপুর জুনিয়ার বেসিক স্কুলের ক্রিকেটে কালীবাড়ি ক্রিকেট অ্যাকাডেমি ৬ উইকেটে বক্সিরহাট ক্রিকেট অ্যাকাডেমিকে হারিয়েছে। টসে জিতে বক্সিরহাট ১৯.১ ওভারে ৯ উইকেটে ৮০ রানে অল আউট হয়। ১৬ রান করেন রোহিত মিয়াঁ। ম্যাচের সেরা ইমরান আহমেদ ৯ রানে পেয়েছেন ৩ উইকেট। জবাবে কালীবাড়ি ১৮.৩ ওভারে ৪ উইকেটে ৮১ রান তুলে নেয়। শুভজিৎ সূত্রধর ৩৪ রান করেন।

জিতল নবীন

জামালদহ, ৬ জুলাই : জামালদহ স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশনের প্রদীপকুমার ঘোষ, তপনকুমার মিত্র ও নগেন্দ্রনাথ সরকার ফুটবলে রবিবার গোপালপুর নবীন সংঘ ১-০ গোলে জামালদহ স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশনকে হারিয়েছে। ম্যাচের সেরা গোপালপুরের প্রীতম বর্মন গোল করেন। সোমবার খেলবে লাল স্কুল স্পোর্টস অ্যাকাডেমি ও শিকারপুর অগ্রদূত ক্লাব।

ম্যাচের সেরা প্রীতম বর্মন। ছবি : প্রতাপকুমার ঝা